Naya Jamana.....14 january...2026....._Layout 1 01-05-2026 04:23 Page 1

বাংলা আজ যা ভাবে

সংবাদ নয়া জামানা

www.nayajamana.com ১৭ বৈশাখ ।। ১৪৩৩।। শুক্রবার ১ মে ২০২৬ ।। ১১ ম বর্ষ ৪৭৩ সংখ্যা।। ১৪ পাতা বুলেটিন সংখ্যা

ঘোষণা

আজ মে দিবস। সেই উপলক্ষ্যে আজ নয়া জামানা পত্রিকার সমস্ত বিভাগ বন্ধ থাকবে। ফলে ২ মে পত্রিকার কোনও সংস্করণ প্রকাশিত হবে না। যথারীতি ৩ মে থেকে নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হবে দৈনিক ডিজিটাল নয়া জামানা পত্রিকা। -সম্পাদক।

বুথফেরতে ‘চক্রান্ত’, ২২৬ ক্রস করব ঃ মমতা

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ বুথফেরত সমীক্ষাকে স্রেফ ‘বিজেপির চক্রান্ত’ বলে উড়িয়ে দিলেন তৃণমূলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর দাবি, বিপুল অঙ্কের টাকা দিয়ে এবং সংবাদমাধ্যমকে ভয় দেখিয়ে এই কাল্পনিক সমীক্ষা করানো হয়েছে। বাংলায় তৃণমূল ২২৬টির বেশি আসনে জিতে অনায়াসে ক্ষমতায় ফিরছে বলে তিনি ১০০ শতাংশ নিশ্চিত। বৃহস্পতিবার এক বিশেষ ভিডিও বার্তায় মমতা বলেন, ‘বিজেপি টাকা দিয়ে বুথফেরত সমীক্ষা দেখিয়েছে। আমরা ২২৬ ক্রস করব। ২৩০-ও পেয়ে যেতে পারি। মানুষ যে ভাবে ভোট দিয়েছেন, আমার পুরো ভরসা রয়েছে।’ একইসঙ্গে গণনাকেন্দ্রে ইভিএম কারচুপি রুখতে কর্মীদের অতন্দ্র প্রহরীর মতো রাত জেগে পাহারার নির্দেশ দিয়েছেন নেত্রী। রাজ্যে দ্বিতীয় দফার ভোট মিটতেই বুধবার সন্ধ্যা থেকে বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমের বুথফেরত সমীক্ষায় বিজেপির জয়ের ইঙ্গিত দেওয়া হয়। অধিকাংশ সমীক্ষায় দাবি করা হয়েছে, গেরুয়া শিবির ম্যাজিক ফিগার ১৪৮ পেরিয়ে ১৫০-এর বেশি আসন পেতে চলেছে। এই প্রেক্ষাপটে বৃহস্পতিবার অত্যন্ত আক্রমণাত্মক মেজাজে সোচ্চার হন মমতা। তিনি অভিযোগ করেন, বুধবার বেলা ১টা ৮ মিনিটে বিজেপির সদর দফতর থেকে একটি সার্কুলার জারি করে সংবাদমাধ্যমকে নির্দিষ্ট ফলাফল দেখানোর জন্য বাধ্য করা হয়েছিল। নেত্রীর স্পষ্ট বক্তব্য, ‘আমি আপনাদের নিশ্চিন্ত করে বলতে চাই, যেটা টিভিতে দেখাচ্ছে, গতকাল বেলা ১টা ৮ মিনিটে বিজেপির অফিস থেকে সেই সার্কুলার জারি করা হয়েছে। টাকা দিয়ে বলা হয়েছে ওটা দেখাতে। জোর করে সংবাদমাধ্যমকে এটা করতে বাধ্য করা হয়েছে।’ বুথফেরত সমীক্ষা প্রকাশের নেপথ্যে বিজেপি গভীর অর্থনৈতিক চক্রান্ত দেখছেন মমতা। তাঁর দাবি, শেয়ার বাজারে ধস নামা রুখতেই বিজেপি এই ‘শেষ খেলা’ খেলেছে। মমতার কথায়, ‘বিজেপি এত করেও মানুষের অধিকার থেকে মানুষকে বঞ্চিত করতে পারল না। তাই সংবাদমাধ্যমকে দিয়ে ওরা শেষ খেলা খেলেছে। যাতে উল্টোপাল্টা বলে আমাদের কর্মীদের মনোবল ভেঙে দেওয়া যায়। আমার কাছে খবর আছে, শেয়ার মার্কেটকে সান্ত্বনা দিতে ওরা এটা করেছে।’ ভোটারদের সাহস ও ধৈর্যের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে তিনি বলেন, ‘এত রোদের মধ্যেও, এত অত্যাচার সহ্য করেও আপনারা যে ভাবে লাইনে দাঁড়িয়ে ভোট দিয়েছেন, তাতে আমরা কৃতজ্ঞ। আমার কর্মীদের কাছেও আমি কৃতজ্ঞ। ওঁরা প্রাণপণ লড়াই করেছে। অনেক অত্যাচার সহ্য করেছে। যাঁরা বাংলাকে জব্দ করতে চেয়েছিলেন, তাঁরা ভোটবাক্সে জব্দ হয়ে গিয়েছেন।’ নির্বাচন চলাকালীন কেন্দ্রীয় বাহিনী ও পুলিশের একাংশের ভূমিকা নিয়ে কড়া ভাষায় তোপ দেগেছেন তৃণমূলনেত্রী। তিনি সরাসরি অভিযোগ করেছেন, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের সরাসরি হস্তক্ষেপে বাহিনী বিজেপির ‘এজেন্ট’ হিসেবে কাজ করেছে। মমতার দাবি, ভোটের সময় কেন্দ্রীয় বাহিনী এবং স্থানীয় পুলিশের যৌথ অত্যাচার

তৃণমূল কর্মীদের সহ্য করতে হয়েছে। নতুন নিযুক্ত পুলিশকর্মীরা নির্বিচারে মহিলা ও শিশুদের ওপর আক্রমণ চালিয়েছেন বলে তাঁর অভিযোগ। উদয়নারায়ণপুরে ভোট দিতে গিয়ে মৃত ব্যক্তির শোকাতুর পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানিয়ে তিনি বলেন, ‘ওই পরিবারের পাশে আমরা থাকব। সমবেদনা জানানোর ভাষা আমার নেই।’ ভাটপাড়া, জগদ্দল ও নোয়াপাড়ায় তৃণমূল কর্মীদের এজেন্ট হতে বাধা দেওয়া এবং ভবানীপুরে নিজের বাড়ির এলাকায় রাতভর তল্লাশি চালানোর অভিযোগ তুলে সরব হন তিনি। তাঁর ক্ষোভ, ‘আমাদের কর্মীদের মেরেছে যাতে এজেন্ট হতে না পারে। আমি দু’দিন ঘুমোইনি।’ ফলাফল ঘোষণার দিন কর্মীদের জন্য একগুচ্ছ কড়া নির্দেশিকা জারি করেছেন মমতা। তাঁর আশঙ্কা, গণনাকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়ার সময় ইভিএম বদলে দেওয়া হতে পারে। কর্মীদের উদ্দেশে মমতার কড়া বার্তা, ‘গণনাকেন্দ্র পাহারা দিতে হবে। দরকারে আমিও আমার এলাকায় পাহারা দিতে নামব। প্রার্থীরা নিজে পাহারা দিন। রাত জাগুন। আমি যদি পারি, আপনারাও পারবেন। কারণ, গণনাকেন্দ্রে ইভিএম নিয়ে যাওয়ার সময় যন্ত্র বদলে দেওয়ার পরিকল্পনা করা হয়েছে। তাই এটা অবহেলে করবেন না।’ গণনার টেবিলে থাকা ভোট যাতে কম্পিউটারে তোলার সময় বিজেপির নামে চালিয়ে দেওয়া না হয়, সেদিকে বাজপাখির মতো নজর রাখতে বলেছেন তিনি। মমতার হুঁশিয়ারি, ‘আমি যত ক্ষণ সাংবাদিক বৈঠক করে না-বলব, তত ক্ষণ কেউ গণনার টেবিল ছাড়বেন না। গণনার সময় ঠায় বসে থাকবেন কেন্দ্রে। কাউকে শৌচালয়ে যাওয়ার জন্য বা খাবার খাওয়ার জন্য উঠতে হলেও দু’মিনিটের বেশি নয়। এমন কাউকে ওই সময়ে বসিয়ে যাবেন, যিনি বিশ্বস্ত। টাকা দিয়ে যাঁকে কেনা যায় না।’ মমতা যখন সমীক্ষাকে চ্যালেঞ্জ করছেন, ঠিক তখনই বাংলার মানুষের ‘মৌনতা’র কথা স্বীকার করে পিছু হঠল বিখ্যাত সমীক্ষক সংস্থা অ্যাক্সিস মাই ইন্ডিয়া। সংস্থার প্রধান প্রদীপ গুপ্তা জানিয়েছেন, এবার তাঁরা বাংলার বুথফেরত সমীক্ষার ফলাফল প্রকাশ করবেন না। দীর্ঘ টালবাহানার পর তিনি সাফ জানান, বাংলার ৬০-৭০ শতাংশ ভোটার নিজেদের মতামত প্রকাশ করতে চাননি। স্যাম্পল সাইজ পর্যাপ্ত না হওয়ায় কোনও ভুল তথ্য দিয়ে তাঁরা নিজেদের বিশ্বাসযোগ্যতা হারাতে চান না। প্রদীপবাবুর বক্তব্য, ‘এমন কোনও তথ্য আমরা প্রকাশ করতে চাই না যাতে আমাদের নিজেদেরই আস্থা নেই।’ ২০১৬ থেকে ২০২৪ পর্যন্ত বাংলার ক্ষেত্রে বারবার বুথফেরত সমীক্ষা ভুল প্রমাণিত হয়েছে। বিশেষ করে গ্রামীণ এলাকা ও মহিলা ভোটারদের মনোভাব বুঝতে ব্যর্থ হচ্ছে অধিকাংশ সংস্থা। এই আবহে মমতার এই রণংদেহি মনোভাব এবং অ্যাক্সিস মাই ইন্ডিয়ার পিছু হঠা রাজ্যের রাজনৈতিক সমীকরণকে আরও রহস্যময় করে তুলেছে। শেষ পর্যন্ত বাংলা কার দখলে থাকে, তার উত্তর লুকিয়ে বাক্সবন্দি ইভিএমে, আর তা জানা যাবে আগামী সোমবার। ছবি ভিডিও থেকে নেওয়া ।

স্ট্রংরুমে ‘সন্দেহজনক’ গতিবিধি পাহারায় মমতা, অবস্থানে কুণাল-শশী

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ ভোটের লড়াই মিটলেও লড়াই থামল না ইভিএমের নিরাপত্তা ঘিরে। স্ট্রংরুমে ‘কারচুপি’ আর ‘সন্দেহজনক’ গতিবিধির অভিযোগে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় অগ্নিগর্ভ হয়ে উঠল ক্ষুদিরাম অনুশীলন কেন্দ্র চত্বর। বৃষ্টি মাথায় নিয়েই গেটের মুখে অবস্থানে বসে পড়লেন বেলেঘাটার তৃণমূল প্রার্থী কুণাল ঘোষ এবং শ্যামপুকুরের প্রার্থী শশী পাঁজা। উত্তপ্ত পরিস্থিতির খবর পেয়ে সেখানে হাজির হন দুই বিজেপি প্রার্থী তাপস রায় ও সন্তোষ পাঠকও। এক পক্ষ ‘ভিতরে কাজ হওয়ার’ অভিযোগে সরব হলে অন্য পক্ষ পাল্টা বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। বৃহস্পতিবার বিকেলেই একটি ভিডিও বার্তায় ইভিএম পাহারা দেওয়ার ডাক দিয়েছিলেন তৃণমূলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর সেই আশঙ্কা যে কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই রাজপথে আছড়ে পড়বে, তা বোধহয় প্রশাসনও আঁচ করতে পারেনি। তৃণমূল নেতৃত্বের অভিযোগ, সাড়ে তিনটের সময় তাঁদের দলীয় কর্মীদের কৌশলে স্ট্রংরুমের সামনে থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়। কুণাল ঘোষের অভিযোগ, ‘সাড়ে তিনটে পর্যন্ত আমাদের কর্মীরা ছিলেন। তাঁদের সরিয়ে দেওয়ার পর আচমকা ই-মেল পাঠিয়ে জানানো হয় বিকেল চারটের সময় ফের খোলা হবে স্ট্রংরুম। আমরা আসতেই আমাদের ঢুকতে দেওয়া হচ্ছে না। অথচ নিমন্ত্রণ করা হচ্ছে বিজেপিকে।’ শশী পাঁজার সওয়াল, ‘স্ট্রংরুম অত্যন্ত স্পর্শকাতর। তা খুললে অবশ্যই প্রতিটি রাজনৈতিক দলকে জানাতে হবে। কেন জানানো হল না?’ তৃণমূল প্রার্থীদের দাবি, লাইভ স্ট্রিমিংয়ে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে ভিতরে কাজ চলছে। প্রশ্ন উঠছে, ‘হাতে হাতে ব্যালট ঘুরছে ভিতরে। অথচ সিইও বলছেন ভিতরে কিছু হচ্ছে না। যদি পোস্টাল ব্যালটের কাজই হয়, তবে সেগুলি কোথা থেকে এল?’ এই অভিযোগকে ঘিরেই উত্তেজনা চরম আকার নেয়। ঘটনার খবর পেয়েই ক্ষুদিরাম অনুশীলন কেন্দ্রের স্ট্রংরুমে পৌঁছন জেলা নির্বাচনী আধিকারিক (ডিইও) স্মিতা পাণ্ডে। তাঁর উপস্থিতিতে শশী ও কুণাল ভিতরে প্রবেশ করতেই রণক্ষেত্র হয়ে ওঠে এলাকা। তৃণমূল প্রার্থীরা কেন ভিতরে গেলেন, এই প্রশ্ন তুলে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন বিজেপি কর্মী-সমর্থকরা। দুই শিবিরের বচসায় পরিস্থিতি হাতের বাইরে যাওয়ার উপক্রম হয়। এদিকে ভবানীপুরের স্ট্রংরুম শেখাওয়াত মেমোরিয়ালে তখন দাঁড়িয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেখান থেকেই তিনি নজর রাখছিলেন ক্ষুদিরামের পরিস্থিতির দিকে। দফায় দফায় উত্তেজনা আর স্লোগান-পাল্টা স্লোগানে রাত পর্যন্ত সরগরম থাকে এলাকা। শেষমেশ রাত সাড়ে ৯টা নাগাদ কমিশন প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনার পর বরফ গলে। কমিশন আশ্বস্ত করে যে, তৃণমূল প্রতিনিধিদের অনুপস্থিতিতে কাউকে আর স্ট্রংরুমে ঢুকতে দেওয়া হবে না। কুণাল ঘোষ জানান, ‘কমিশনের প্রতিনিধিদের সঙ্গে কথা হয়েছে। তৃণমূলের প্রতিনিধিদের অনুপস্থিতিতে কাউকে স্ট্রংরুমে ঢুকতে দেওয়া হবে না বলেই আশ্বাস কমিশনের।’ এরপরই অবস্থান প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত নেন তৃণমূল প্রার্থীরা। কমিশনের এই আশ্বাসের পর সাময়িকভাবে ক্ষোভ প্রশমিত হলেও স্ট্রংরুমের নিরাপত্তা নিয়ে চাপানউতোর রয়েই গেল।

আইএসসি-তে দেশে প্রথম হল বাংলার মেয়ে, আদর্শে ‘বামপন্থী’

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ বৃহস্পতিবার প্রকাশিত হল ২০২৬ সালের আইসিএসই দশম এবং আইএসসি দ্বাদশ শ্রেণির পরীক্ষার ফলাফল। দুই পরীক্ষাতেই সাফল্যের শিখরে বাংলার পড়ুয়ারা। বিশেষত আইএসসি-তে ৪০০-তে ৪০০ নম্বর পেয়ে দেশসেরা হয়ে তাক লাগিয়ে দিয়েছেন ব্যারাকপুরের মেয়ে অনুষ্কা ঘোষ। মঙ্গলবার ফল প্রকাশের পর দেখা গেল, পাশের হারের নিরিখে ছেলেদের টেক্কা দিয়ে বাজিমাত করেছে ছাত্রীরাই। এ বছর আইসিএসই-তে পাশের হার ৯৯.১৮ শতাংশ এবং আইএসসি-তে সেই হার ৯৯.১৩ শতাংশ। গত বছরের ৩০ এপ্রিলই ফলাফল বেরিয়েছিল, তবে সেবারের তুলনায় এবার সাফল্যের হার কিছুটা বেড়েছে। পরিসংখ্যান বলছে, আইএসসি পরীক্ষায় মোট পরীক্ষার্থীর মধ্যে ছাত্রীদের পাশের হার ৯৯.৪৮ শতাংশ, যেখানে ছাত্ররা ৯৮.৮১ শতাংশে থমকে গিয়েছে। দশম শ্রেণির ক্ষেত্রেও ছবিটা একই; ছাত্রীদের পাশের হার ৯৯.৪৬ শতাংশের বিপরীতে ছাত্রদের সাফল্যের হার ৯৮.৯৩ শতাংশ। অর্থাৎ, দুই বোর্ডেই মেয়েদের জয়জয়কার। ব্যারাকপুরের আনন্দপুরীর বাসিন্দা অনুষ্কা ঘোষ সেন্ট জেভিয়ার্সের ছাত্রী। ২০২৪ সালেও আইসিএসই পরীক্ষায় তিনি প্রথম হয়েছিলেন। সেদিনের আক্ষেপ আজ মিটিয়েছেন দাপটের সঙ্গে। অনুষ্কার কথায়, ‘ক্লাস টেনের পরীক্ষায় ২ নম্বর ইংরেজিতে কম পেয়েছিলাম। সেই জন্য ভেবেছিলাম, এবার পুরো নম্বর পেতেই হবে।’ সেই জেদ থেকেই দ্বাদশ শ্রেণিতে পূর্ণমান ছিনিয়ে নিয়েছেন তিনি। আগামিদিনে ইঞ্জিনিয়ারিং নিয়ে পড়াশোনা করতে চান এই মেধাবী ছাত্রী। তবে তাঁর আগ্রহ কেবল পাঠ্যবইয়ে সীমাবদ্ধ নয়, ভবিষ্যতে দেশের রাজনীতিতেও সক্রিয় হতে চান তিনি। নিজের রাজনৈতিক আদর্শ নিয়ে স্পষ্টবক্তা অনুষ্কা। তিনি জানিয়েছেন, ‘একটা নির্দিষ্ট বয়সের পর আমি রাজনীতিতে প্রবেশ করব। আমি মনে করি, এখন সবকিছু ঠিক নেই। ঠিক করতে আমার সাধ্যমতো যা পারব, সেটা করব।’ নিজের পছন্দ নিয়ে অকপট স্বীকারোক্তি, ‘আমি বামপন্থী। বামেদের সব কিছুর সঙ্গে হয়তো আমি সহমত নই। কিন্তু, সবমিলিয়ে বলব, আমি বামপন্থী। তাদের মতাদর্শের বেশিরভাগের সঙ্গে আমি সহমত।’ অনুষ্কার এই সাহসী ভাবনায় আপ্লুত সিপিএম নেতা সৃজন ভট্টাচার্য। তিনি ছাত্রীকে অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, ‘সে বামপন্থী হতে চায়, এটা যদি বলে, তাহলে আমাদের কাছে গর্বের। সমাজ সচেতন হোন সকলে, এটাই আমরা চাইব।’ ছবি সংগৃহিত ।

কমল গণনাকেন্দ্র, ‘কড়াকড়ি’ কিউআর কোডে

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ ভোট মিটলেও উত্তাপ কমছে না বঙ্গে। আগামী ৪ মে, সোমবার গণনা। তার ঠিক মুখে রাজ্যের ভোটগণনা কেন্দ্রের সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে কমিয়ে দিল নির্বাচন কমিশন। ২৯৪টি বিধানসভা আসনের জন্য এ বার রাজ্যে চিহ্নিত হল মাত্র ৭৭টি কেন্দ্র। গত দু’সপ্তাহের মধ্যে এই নিয়ে দ্বিতীয়বার গণনাকেন্দ্রের সংখ্যা ছাঁটাই করল কমিশন। এর আগে সংখ্যাটি ১০৮ থেকে কমিয়ে ৮৭ করা হয়েছিল। বৃহস্পতিবার মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের (সিইও) দফতরের তরফে জানানো হয়েছে, পরিস্থিতির ওপর নজর রাখা হচ্ছে। রাজ্যের সিইও মনোজ অগ্রবাল জানিয়েছেন, ‘প্রয়োজনে গণনাকেন্দ্রের সংখ্যা ৭৭-এর চেয়েও কমতে পারে।’ ২০১৬ সালে রাজ্যে ৯০টি এবং ২০২১ সালে ১০৮টি কেন্দ্রে গণনা হয়েছিল। সেই তুলনায় এবারের সংখ্যাটি বেশ কম। ভোটগণনার প্রাকমুহূর্তে গণনাকেন্দ্র পুনর্বিন্যাসের এই সিদ্ধান্ত নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে তৃণমূল। গণনাকেন্দ্রে অবৈধ প্রবেশ রুখতে এ বার নজিরবিহীন কড়াকড়ি করছে কমিশন। নিরাপত্তার স্বার্থে পরিচয়পত্রের সঙ্গে যুক্ত করা হচ্ছে কিউআর কোড। ওই কোড স্ক্যান করেই সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির পরিচয় যাচাই করা হবে। কমিশন জানিয়েছে, গণনাকেন্দ্রে ঢোকার আগে ত্রিস্তরীয় যাচাইকরণের মধ্য দিয়ে যেতে হবে কর্মীদের। প্রথমে কেন্দ্রের মুখে, দ্বিতীয়বার গণনাকক্ষে যাওয়ার পথে এবং শেষবার কক্ষের প্রবেশদ্বারে আইডি কার্ড পরীক্ষা করা হবে। রিটার্নিং অফিসার, সহকারী রিটার্নিং অফিসার, কাউন্টিং ও টেকনিক্যাল স্টাফ, প্রার্থী এবং এজেন্টদের জন্য এই বিশেষ কার্ডের বন্দোবস্ত করা হয়েছে। ‘ভোট গণনা আরও নিরাপদ এবং স্বচ্ছ করতেই এই ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে’ বলে জানিয়েছে কমিশন। ইভিএম এবং স্ট্রংরুমের নিরাপত্তায় কেন্দ্রীয় বাহিনীর সংখ্যাও বৃদ্ধি করা হচ্ছে। প্রতিটি স্ট্রংরুমে পাহারায় থাকছেন অন্তত ২৪ জন জওয়ান। আগে ২০০ কোম্পানি বাহিনী বরাদ্দ থাকলেও এখন সেই সংখ্যা বাড়ানোর সিদ্ধান্ত হয়েছে। জেলাওয়ারি গণনাকেন্দ্রের তালিকায় সবচেয়ে বেশি আসন থাকা উত্তর ২৪ পরগনায় ৩৩টি বিধানসভা আসনের জন্য থাকছে ৭টি কেন্দ্র। এর মধ্যে রয়েছে বারাসত গভর্নমেন্ট কলেজ অ্যান্ড হাইস্কুল, বসিরহাট হাই স্কুল, বসিরহাট পলিটেকনিক কলেজ, বিধাননগর কলেজ, বনগাঁর দীনবন্ধু মহাবিদ্যালয়, পানিহাটির গুরুনানক কলেজ ক্যাম্পাস এবং ব্যারাকপুরের রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ কলেজ। দক্ষিণ ২৪ পরগনার ৩১টি আসনের গণনা হবে ৬টি কেন্দ্রে। এই তালিকায় রয়েছে যাদবপুরের এপিসি রায় পলিটেকনিক কলেজ, ক্যানিংয়ের বঙ্কিম সর্দার কলেজ, ডায়মন্ড হারবার মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়, আলিপুরের বিহারিলাল কলেজ, হেস্টিংস হাউস কমপ্লেক্স এবং কাকদ্বীপের সুন্দরবন মহাবিদ্যালয়। কলকাতার ১১টি বিধানসভা কেন্দ্রের ভোট গোনা হবে মাত্র পাঁচটি কেন্দ্রে। বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডে বাবা সাহেব অম্বেডকর এডুকেশন বিশ্ববিদ্যালয়, বালিগঞ্জ গভর্নমেন্ট হাই স্কুল, নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়াম, শাখাওয়াত মেমোরিয়াল স্কুল এবং ডায়মন্ড হারবার রোডের সেন্ট থমাস বয়েজ স্কুলে সোমবার সকাল থেকে চলবে ভাগ্য নির্ধারণ। অন্যান্য জেলার মধ্যে আলিপুরদুয়ারে ১, বাঁকুড়ায় ৩, বীরভূমে ৩ এবং কোচবিহারে ৫টি কেন্দ্রে গণনা হবে। দক্ষিণ দিনাজপুরে ২, দার্জিলিঙে ৩, হুগলিতে ৫, হাওড়ায় ৪ এবং জলপাইগুড়িতে ২টি কেন্দ্র চিহ্নিত হয়েছে। ঝাড়গ্রাম ও কালিম্পঙে ১টি করে কেন্দ্রে ভোটগণনা চলবে। ঝাড়গ্রামের চারটি আসনের গণনা হবে রানি ইন্দিরা দেবী সরকারি স্কুলে। কালিম্পঙের একটি আসনের জন্য বরাদ্দ হয়েছে স্কটিশ উইনিভার্সিটিস মিশন ইনস্টিটিউশন। মালদহে ২, মুর্শিদাবাদে ৫, নদিয়ায় ৪ এবং পশ্চিম বর্ধমানে ২টি কেন্দ্র থাকছে। পশ্চিম মেদিনীপুরে ৩, পূর্ব বর্ধমানে ৪, পূর্ব মেদিনীপুরে ৪, পুরুলিয়ায় ৩ এবং উত্তর দিনাজপুরে ভোটগণনা হবে ২টি কেন্দ্রে। গণনাকেন্দ্রের কাছেই থাকবে মিডিয়া সেন্টার। তবে সেখানে অবাধ প্রবেশাধিকার থাকছে না। কমিশনের অনুমোদিত চিঠি থাকলেই কেবল সংবাদমাধ্যমের কর্মীরা সেখানে প্রবেশ করতে পারবেন। কমিশনের মতে, ‘অবৈধ বা অনুমতি ছাড়া কেউ যাতে গণনাকক্ষে ঢুকতে না-পারেন, সেই কারণেই এই পদক্ষেপ।’ ‘আমরা পরিস্থিতি খতিয়ে দেখছি। তার পরে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে’; মনোজ অগ্রবালের এই মন্তব্য ইঙ্গিত দিচ্ছে যে, শেষ মুহূর্তে আরও রদবদল ঘটতে পারে। মূলত কারচুপি এড়াতে এবং অননুমোদিত ব্যক্তিদের প্রবেশ রুখতেই এই প্রযুক্তির সাহায্য নেওয়া হচ্ছে। ইভিএম-এর নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে কেন্দ্রীয় বাহিনীর ঘেরাটোপে মুড়ে ফেলা হয়েছে স্ট্রংরুমগুলিকে। সোমবারের অগ্নিপরীক্ষায় কোনো ফাঁক রাখতে চাইছে না কমিশন। আপাতত কিউআর কোডের নজরদারিতে শান্তিপূর্ণ ও স্বচ্ছ গণনাই কমিশনের প্রধান লক্ষ্য। পুরো প্রক্রিয়াটি নিয়ে প্রশাসনিক স্তরে চূড়ান্ত ব্যস্ততা তুঙ্গে।

স্ট্রংরুমে ‘সন্দেহজনক’ গতিবিধি পাহারায় মমতা, অবস্থানে কুণাল-শশী

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ ভোটের লড়াই মিটলেও লড়াই থামল না ইভিএমের নিরাপত্তা ঘিরে। স্ট্রংরুমে ‘কারচুপি’ আর ‘সন্দেহজনক’ গতিবিধির অভিযোগে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় অগ্নিগর্ভ হয়ে উঠল ক্ষুদিরাম অনুশীলন কেন্দ্র চত্বর। বৃষ্টি মাথায় নিয়েই গেটের মুখে অবস্থানে বসে পড়লেন বেলেঘাটার তৃণমূল প্রার্থী কুণাল ঘোষ এবং শ্যামপুকুরের প্রার্থী শশী পাঁজা। উত্তপ্ত পরিস্থিতির খবর পেয়ে সেখানে হাজির হন দুই বিজেপি প্রার্থী তাপস রায় ও সন্তোষ পাঠকও। এক পক্ষ ‘ভিতরে কাজ হওয়ার’ অভিযোগে সরব হলে অন্য পক্ষ পাল্টা বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। বৃহস্পতিবার বিকেলেই একটি ভিডিও বার্তায় ইভিএম পাহারা দেওয়ার ডাক দিয়েছিলেন তৃণমূলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর সেই আশঙ্কা যে কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই রাজপথে আছড়ে পড়বে, তা বোধহয় প্রশাসনও আঁচ করতে পারেনি। তৃণমূল নেতৃত্বের অভিযোগ, সাড়ে তিনটের সময় তাঁদের দলীয় কর্মীদের কৌশলে স্ট্রংরুমের সামনে থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়। কুণাল ঘোষের অভিযোগ, ‘সাড়ে তিনটে পর্যন্ত আমাদের কর্মীরা ছিলেন। তাঁদের সরিয়ে দেওয়ার পর আচমকা ই-মেল পাঠিয়ে জানানো হয় বিকেল চারটের সময় ফের খোলা হবে স্ট্রংরুম। আমরা আসতেই আমাদের ঢুকতে দেওয়া হচ্ছে না। অথচ নিমন্ত্রণ করা হচ্ছে বিজেপিকে।’ শশী পাঁজার সওয়াল, ‘স্ট্রংরুম অত্যন্ত স্পর্শকাতর। তা খুললে অবশ্যই প্রতিটি রাজনৈতিক দলকে জানাতে হবে। কেন জানানো হল না?’ তৃণমূল প্রার্থীদের দাবি, লাইভ স্ট্রিমিংয়ে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে ভিতরে কাজ চলছে। প্রশ্ন উঠছে, ‘হাতে হাতে ব্যালট ঘুরছে ভিতরে। অথচ সিইও বলছেন ভিতরে কিছু হচ্ছে না। যদি পোস্টাল ব্যালটের কাজই হয়, তবে সেগুলি কোথা থেকে এল?’ এই অভিযোগকে ঘিরেই উত্তেজনা চরম আকার নেয়। ঘটনার খবর পেয়েই ক্ষুদিরাম অনুশীলন কেন্দ্রের স্ট্রংরুমে পৌঁছন জেলা নির্বাচনী আধিকারিক (ডিইও) স্মিতা পাণ্ডে।

সম্পাদকীয়

নয়া জামানা

সম্পাদকীয়

যেন একটি যুগের অবসান

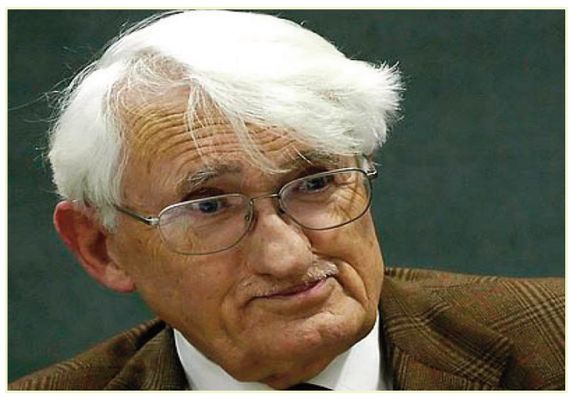

ইউর্গেন হাবারমাসের প্রয়াণ এক অসাধারণ বৌদ্ধিক জীবনের অবসান, যে জীবন প্রায় এক শতাব্দী জুড়ে আধুনিক সমাজবিজ্ঞান, দর্শন ও রাজনৈতিক চিন্তাকে প্রভাবিত করেছে। খুব কম দার্শনিকই এত ধারাবাহিক ভাবে দর্শন, সমাজতত্ত্ব, রাজনৈতিক তত্ত্ব ও জনজীবনের মধ্যে সেতুবন্ধ গড়তে পেরেছেন। তাঁর সময়ের নৈতিক ও রাজনৈতিক সঙ্কটের সঙ্গে নিবিড় ভাবে যুক্ত থেকে হাবারমাস এমন এক যুগে যুক্তিনির্ভর বিতর্কের সম্ভাবনা সযত্নে লালিত করেছেন, যখন মতাদর্শগত কঠোরতা, প্রযুক্তিনির্ভর নিয়ন্ত্রণ ও গণতান্ত্রিক অবক্ষয় ক্রমশ মনুষ্যত্বের প্রতি বিশ্বাসের অপমৃত্যু ডেকে এনেছে।১৯২৯-এ ডুসেলডর্ফে জন্ম, নাৎসি জার্মানির ধ্বংসস্তূপ ও তার নৈতিক পুনর্মূল্যায়নের প্রেক্ষাপটে তাঁর বেড়ে ওঠা। তাঁর প্রজন্মের অনেকের মতোই তাঁর প্রশ্ন ছিল, কী ভাবে একটি আধুনিক ও সাংস্কৃতিক ভাবে উন্নত সভ্যতা বর্বরতায় পতিত হতে পারে? এই উদ্বেগ তাঁকে ফ্রাঙ্কফুর্ট স্কুলের চিন্তাবিদদের নিকটবর্তী করলেও, তিনি তাঁদের সার্বিক নৈরাশ্যবাদ অতিক্রম করেন ও আলোকায়নের যুক্তিবাদের মুক্তিকামী সম্ভাবনাকে পুনর্গঠনের প্রকল্পে আত্মনিয়োগ করেন।দ্য স্ট্রাকচারাল ট্রান্সফর্মেশন অব দ্য পাবলিক স্ফিয়ার (১৯৬২) বইটি তাঁকে গণতান্ত্রিক তত্ত্বের এক মুখ্য তাত্ত্বিক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে। তিনি দেখিয়েছিলেন কী ভাবে কফিহাউস, পার্লার, প্রাথমিক সংবাদমাধ্যমের মতো ক্ষেত্রগুলি নাগরিকের জন্য এমন এক পরিসর তৈরি করেছিল, যেখানে তারা রাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণ ছাড়াই যুক্তিনির্ভর সমালোচনামূলক আলোচনায় যোগ দিতে পারত। পরবর্তী কালে এই পরিসরগুলির অন্তর্নিহিত বৈষম্য স্বীকার করলেও, তাঁর মূল বক্তব্য অটুট ছিল গণতন্ত্র শুধু প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর উপর নির্ভর করে না, বরং এমন যোগাযোগমূলক প্রক্রিয়ার উপর নির্ভর করে যা নাগরিক বিতর্ক জীবন্ত রাখে। রাজনৈতিক বৈধতা জোরপ্রয়োগে নয়, বরং উন্মুক্ত যুক্তিনির্ভর আলোচনার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয়।এই ধারণা আরও গভীরতা পায় তাঁর দ্য থিয়োরি অব কমিউনিকেটিভ অ্যাকশন (১৯৮১) গ্রন্থে। হাবারমাস বলেন, মানুষ কেবল স্বার্থসন্ধানী কৌশলগত সত্তার অধিকারী নয়, পারস্পরিক বোঝাপড়ায় নির্মিত এক যোগাযোগমূলক সত্তা। যোগাযোগের মধ্যে সত্য, আন্তরিকতা ও যুক্তির দাবি নিহিত, যা সামাজিক আস্থার ভিত্তি গড়ে তোলে। তিনি 'লাইফওয়ার্ল্ড', অর্থাৎ দৈনন্দিন অভিজ্ঞতা ও ভাগাভাগি অর্থের জগৎ এবং আমলাতান্ত্রিক ও অর্থনৈতিক কাঠামো 'তন্ত্র'-এর মধ্যে পার্থক্য দেখান। তাঁর মতে, আধুনিক সমাজে বিপদ তখনই দেখা দেয়, যখন উপকরণগত যান্ত্রিক হাতিয়ারবাদ জীবনের সেই ক্ষেত্রগুলিতে প্রবেশ করে যেগুলি মূলত যোগাযোগ, যুক্তি ও পারস্পরিক বোঝাপড়ার দ্বারা পরিচালিত হওয়া উচিত।হাবারমাস আলোকায়নের প্রকল্পকে সমালোচনা করেছেন কিন্তু পরিত্যাগ করেননি, যোগাযোগের ভিত্তিতে যুক্তিবাদ পুনর্নির্মাণের চেষ্টা করেছেন। এই প্রচেষ্টা তাঁর বয়ান-নৈতিকতা (ডিসকোর্স এথিক্স)-এ পরিণত হয়, যেখানে তিনি বলেন নৈতিক বিধান তখনই বৈধ যখন তা সংশ্লিষ্ট সব পক্ষের যুক্তিসম্মত সম্মতি লাভে সক্ষম হয়। নৈতিকতা ব্যক্তিগত বিশ্বাস নয়, অন্তর্ভুক্তিমূলক আলোচনার ফসল।রাজনৈতিক তত্ত্বে এই ধারণা আলোচনামূলক গণতন্ত্রের রূপ নেয়। আইন তখনই বৈধ যখন তা মুক্ত ও সম নাগরিকদের মধ্যে জনসম্মত আলোচনার মাধ্যমে গঠিত হয়। জন রলসের সঙ্গে তুলনা করলে তাঁর বৌদ্ধিক সংলাপের দৃষ্টিভঙ্গি স্পষ্টতর হয়। রলস কাল্পনিক অজ্ঞতার পর্দার আড়ালে নৈর্ব্যক্তিক যুক্তিকে স্থাপন করেন, হাবারমাস বাস্তব রাজনৈতিক পরিসরে নাগরিক আলোচনাকে অধিক গুরুত্ব দেন। পাশাপাশি, ক্ষমতার বিশ্লেষণে ফুকোর অবদান স্বীকার করেও তাঁর আশঙ্কা, জ্ঞানকে যদি কেবল ক্ষমতার প্রতিফলন হিসেবে দেখা হয়, এবং সত্য যদি আপেক্ষিক হয়, তবে যুক্তিযুক্ত সমালোচনার ভিত্তিই দুর্বল হয়ে পড়ে। হাবারমাসের কাছে যুক্তিনির্ভর আলোচনাই ন্যায় ও মুক্তির অপরিহার্য ভিত্তি।ধর্মের ভূমিকা, বহুত্ববাদী সমাজ, জাতিরাষ্ট্রের সীমানা অতিক্রমকারী রাজনৈতিক কাঠামো নিয়ে বহু রচনা লিখেছেন তিনি। তাঁর মতে, বৈশ্বিক শাসনব্যবস্থাকেও ক্রমশ আলোচনামূলক বৈধতার উপর নির্ভর করতে হবে। তবে হাবারমাস শুধু তাত্ত্বিক ছিলেন না, জনপরিসরের সক্রিয় অংশগ্রহণকারীও ছিলেন। জার্মানির ক্ষেত্রে হলোকস্টের স্মৃতিকে এক অনতিক্রম্য কেন্দ্রীয় নৈতিক দায়িত্ব হিসেবে দেখেছেন, যা ইহুদি জনগণের নিরাপত্তা ও ইজরায়েলের সুরক্ষার প্রতি স্থায়ী অঙ্গীকার দাবি করে। ৭ অক্টোবরের হামলার পর তাঁর উত্থাপিত 'প্রিন্সিপলস অব সলিডারিটি' অনেকের মতে ইজরায়েলের সামরিক প্রতিক্রিয়াকে নৈতিক ভিত্তি দেয়। স্বাভাবিক ভাবেই তাঁর এই অবস্থান বিতর্কিত। তাঁর সর্বজনীন নৈতিকতার ধারণার নিরিখেও তা অসঙ্গত, কারণ এতে প্যালেস্টাইনি জনগণের প্রতি হিংসা ও অমর্যাদা যথাযথ গুরুত্ব পায় না। এই দ্বন্দ্ব দেখায়, যোগাযোগমূলক নীতিশাস্ত্রকে অসম শক্তিসম্পন্ন বাস্তব রাজনৈতিক সংঘাতের পরিস্থিতিতে প্রয়োগ করা কতটা কঠিন।

মোদী ও যোগীরা ভারতের ভাষার ইতিহাসকে মুছে দিতে চাইছে

লিখেছেন সুজাত ভদ্র

প্রথমে প্রধানমন্ত্রীর কর্তৃক উবাচ নির্দিষ্ট শব্দটি ইশতেহার নিয়ে দুচার কথা বলা যাক। পবিত্র সরকার তাঁর নিবন্ধে ইশতেহার শব্দটি সম্পর্কে একটিমাত্র বাক্য ব্যবহার করেছেন তাঁর গুরু, যাঁকে তিনি আদর করে ' বঙ্কিমদা' বলেন, তিনিই ১৮৯২ নাগাদ সংস্কৃত 'বিজ্ঞাপন' কথাটার জায়গায় 'ইশতিহার' কথাটা ব্যবহার করতে সুপারিশ করে গিয়েছেন লেখায় ।ক্ষ্ম তাহলে আজ মোদী ও যোগীদের ভারতের ভাষার ইতিহাস মুছে দেওয়ার উদ্দেশ্য কী? কথা গুলো লেখিকা মেরি শেলী আদৌ বলেছিলেন কিনা তা নিয়ে সংশয়, বিতর্ক আছে। তবে মানতেই হবে, যিনিই বলুন না কেন, কথাগুলো নির্মম সত্য । বাঙ্ময় স্তবে সেটা তো ক্ষ্মনতুন ভারতে ক্ষ্ম আমরা রোজই কম বেশি দেখছি। গত ৬ এপ্রিল আবার আমরা মুখে ামুখি হলাম এক নিদারুণ অভিজ্ঞতার ।আমাদের দেশের নাগরিক হিসেবে তৃতীয় স্থানাধিকারী ব্যক্তিত্ব, রাষ্ট্র বিজ্ঞান বিষয়ের উপর যিনি স্নাতকোত্তর স্তরে প্রথম শ্রেণিতে উত্তীর্ণ, তিনি ৬ এপ্রিল পশ্চিমবঙ্গে এক নির্বাচনী সভায় তোপ দাগলেন। প্রসঙ্গ টেনে বলেন, তৃণমূল কংগ্রেসের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি যুক্ত ঘোষণা পত্রটির নামকরণটিই বাংলা ভাষার প্রতি অবমাননার একটি জ্বলন্ত উদাহরণ (এবং অনুচ্চ ইঙ্গিত গু তাই মুসলিম সম্প্রদায়ের প্রতি ক্ষ্ম তোষণবাদেরক্ষ্ম পরিচায়ক)। প্রমাণ হিসেবে বলেন এই দলটি 'ইশতেহার/ইস্তেহার' শব্দটি ব্যবহার করেছে। তাঁর মতে, এই শব্দটি উর্দু শব্দ এবং এর ব্যবহারের ফলে বাংলা ভাষার গৌরব নষ্ট করে দিয়েছে এই রাজ্যের শাসক দলটি ।প্রধানমন্ত্রীর বাকি নির্বাচনী বক্তব্য আমাদের আলোচ্য প্রসঙ্গে অপ্রাসঙ্গিক। তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া জানান তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষে শিক্ষা মন্ত্রী; বলেন, এই শব্দটি উর্দু নয়, আরবী। তারপর বিষয়টি আর এগোয় নি। 'বঙ্কিমদার' ভাইও আর বলেননি ব্রাত্যজনদের যে, আরে ভাইয়া, মানছি, আমার মুখ ফসকে উর্দু বেরিয়ে গেছে। কিন্তু আরবী শব্দটি তো আরও বিশুদ্ধ মুসলমানি শব্দ। আপনাদের উত্তর আমার অভিযোগটাকেই তুষ্টিবাদের আরো মজবুত করছে। বাংলা ভাষার এত দৈন্য ঘটেছে যে, তাকে বিদেশি আরবী/ উর্দু শব্দ ব্যবহার করতে হবে? আমরা ক্ষমতায় এলে বাংলা ভাষাকে অনুপ্রবেশকারী বিদেশি শব্দমুক্ত সুনার বংলা করে দেবো।

সাভারকার, আরএসএস, অধুনালুপ্ত জনসংঘ, বিজেপির কট্টর উর্দু ভাষার বিরোধিতার ব্যাপার জানা ছিল। তা নিয়ে আমাদের সংক্ষিপ্ত লেখাও ছিল। এই নিবন্ধে পরে আমরা তা নিয়ে আলোচনাও করেছি। কিন্তু বাংলা ভাষায় কোন বিদেশি শব্দটি অনুপ্রবেশ/কোনটিই বা শরণার্থীক্ষ্ম তা নিয়ে তেমন কোনো স্পষ্ট ধারণা ছিল না। ভাষাতত্ত্ব জগতের পরিচিত নাম, অধ্যাপক পবিত্র সরকার 'মান্নীয়' প্রধানমন্ত্রীর 'শুদ্ধ' বাংলা নিয়ে আক্ষেপ বিষয়ে আমাদের একটি মনোজ্ঞ উত্তর সম্পাদকীয় নিবন্ধ উপহার দিয়েছেন । এই আলোচ্য নিবন্ধের লেখক ভাষাতত্ত্ব জগতের লোক না হয়েও, বেশ কিছুটা অনধিকার চর্চার বা মূর্খতার তকমা পাওয়ার ঝুঁকি নিয়েই ('বঙ্কিমদা'র ভাইয়ের সৌজন্যে জাগরিত) কৌতুহল মেটানোর নিমিত্তে বাংলা ভাষার বিবর্তনমূলক ইতিহাস ও কিছু প্রাসঙ্গিক ব্যাখ্যামূলক অভিধান নাড়াচাড়া করেছে।

প্রথমে প্রধানমন্ত্রীর কর্তৃক উবাচ নির্দিষ্ট শব্দটি -- ইশতেহার - নিয়ে দুচার কথা বলা যাক। পবিত্র সরকার তাঁর প্রাগুক্ত নিবন্ধে ইশতেহার শব্দটি সম্পর্কে একটিমাত্র বাক্য ব্যবহার করেছেন ... তাঁর গুরু, যাঁকে তিনি আদর করে ' বঙ্কিমদা' বলেন, তিনিই ১৮৯২ নাগাদ সংস্কৃত 'বিজ্ঞাপন' কথাটার জায়গায় 'ইশতিহার' কথাটা ব্যবহার করতে সুপারিশ করে গিয়েছেন লেখায়। মোক্ষম দৃষ্টান্ত। আর কোনো নিদর্শনের দরকার পড়ে না। তবু যেহেতু ইশতেহার শব্দটি শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে সাধারণ্যে খুবই পরিচিত শব্দ হওয়া সত্ত্বেও এর প্রয়োগ নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর আপত্তি আলোড়িত হয়েছে, সেহেতু আরও কিছু উদাহরণ দিয়ে দেখানো সম্ভব শব্দটি বঙ্গীয় শব্দকোষের অবিচ্ছেদ্য অংশ। শব্দটির অর্থ বহুবিধ বিজ্ঞাপন,বিজ্ঞপ্তি, বিজ্ঞপ্তিপত্র, নোটিশ, প্রচারপত্র।

১। কালী প্রসন্ন সিংহের হুতোম প্যাঁচার নকশা - র (রচনা কাল১৮৬১) এক জায়গায় উল্লেখ আছে ম্যাজিস্ট্রেট ইডেনের ইস্তাহারে... রোগ সারতে পারেন ।ক্ষ্ম উদাহরণ

২। অষ্টাদশ শতাব্দীতে খুবই বিখ্যাত ক্যালকাতা গেজেট (১৭৮৭)- এ লেখা হয়েছিল ক্ষ্মসকল লোককে ইস্তহার দেওয়া হয়েছিল।

৩। জোনাথন ডানকান লিখছেন ব্যবস্থাপক সাহেব ইহার ইস্তহারনামা বাংলা ও পারসির অক্ষর লিখিয়া...প্রকাশ্য স্থানে টানাইবেন ।(১৭৮৪)।

৪। সমাচার দর্পণ - এ শব্দটির অসংখ্যবার ব্যবহৃত নিদর্শন থেকে একটিমাত্র উদাহরণ (১৮৩৩ সালের) এখানে উল্লেখ করা হল ' ইঙ্গলণ্ডীয় সম্বাদ পত্রে তৎপত্রের ইশতেহার প্রকাশ হয়।'

৫। আপাতত সর্বশেষ উদাহরণটি বিদ্যাসাগর থেকে দেওয়া যেতে পারে 'ইস্তাহার দ্বারা ... হুকুম দেওয়া যাইবেক।' (১৮৯১)। উগ্র ভণ্ড হিন্দুত্ববাদী তথা নির্বাচনের প্রাক্কালে লোক দেখানো বাংলাভাষা প্রেমীরা সচেতন ভাবেই বুঝতে চাইবেন না যে, সব ভাষার মতোই বাংলা ভাষাতে নানা বিদেশি ভাষার শব্দাবলী অন্তর্ভুক্তি স্বাভাবিক নিয়মেই এসেছে এবং বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে। অজ্ঞানী বিকারগ্রস্ত হয়ে বাংলা ভাষা থেকে আরবী - ফা'সী-তুর্কী - হিন্দী - উর্দু শব্দাবলী ছেঁটে ফেলতে চান । সেটা সম্ভব? এই বিষয়ক অভিধান রচয়িতারা বলছেন, বাংলা ভাষায় প্রাগুক্ত পাঁচটি ভাষার শব্দ সংখ্যা কয়েক হাজার। ২০০৪ সালে প্রকাশিত এই সংক্রান্ত অভিধানের সংকলক ও সম্পাদক কাজী রফিকুল হক তাঁর সংকলনে ' মোট ৩৩৫৯ টি একক আরবি - ফা'সী তুর্কী - হিন্দী - উর্দু শব্দ সংগ্রহ ' করেছেন । তিনি ড মুহম্মদ শহীদুল্লাহ - এর ক্ষ্মবাংলা সাহিত্যের কথা(১৯৬৫) গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন, এমনকি সতের দশকের প্রথম দিকে কৃষ্ণদাস কবিরাজের চৈতন্য চরিতামৃত কাব্যেও হিন্দী - উর্দু ভাষার কয়েকটি শব্দ ব্যবহৃত হয়েছিল

গ্রাম সম্বন্ধে চক্রবর্তী মোর হয় চাচা।
নীলাম্বর চক্রবর্তী হয় তোমার নানা।

এক কথায়, চাচা, চাচি, নানি, মামু, মামি, দাদা, দাদী, ভাবী ইত্যাদি আত্মীয়তা বাচক শব্দ গুলো হিন্দী - উর্দু জাত। আবার, হিন্দু - মুসলিম সমাজে অনেক পদবী/ উপাধি আছে, যা আরবী - ফারসী - তুর্কী জাত। যেমন, শাহ পদবী ফারসী শব্দ; মজুমদার শব্দ আরবী - ফারসী জাত। প্রধান মন্ত্রীর তো তাহলে প্রথমেই স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অমিত বাবু ও শিক্ষার প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত বাবুকে পদবী/ উপাধি ত্যাগ করতে বলা উচিত ছিল। আপনি আচরি ধর্ম পরেরে শিখাও। তবে, শুধু উগ্র মুসলিম বিদ্বেষী মোদী - শাহ রা নন, বিজেপি - আরএসএস নয়। অতীতে অনেকেই চেষ্টা করেছেন বাংলা ভাষায় শুধু খাঁটি সংস্কৃত শব্দ প্রয়োগের। পারেন নি, কারণ সম্ভব ছিল না, আজও নেই। পরম শ্রদ্ধেয় পণ্ডিত প্রবর হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় দীর্ঘ আটাশ বছর ধরে যে সুবিশাল অভিধান রচনা করেছিলেন(খণ্ডশ বঙ্গীয় ১৩৪০-১৩৫৩), তাতে তিনি সংস্কৃত ছাড়াও আরবী, ফারসী, ইংরাজী, পর্তুগীজ প্রভৃতি ভাষার বাংলায় প্রচলিত ও প্রয়োগযোগ্য শব্দ সমূহকে অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন। যেমন, অতি প্রচলিত শব্দ ইস্তাফা। আরবী শব্দ। দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের লেখায় আছে, এখানে ইস্তাফা তবে, যা হবার তা হ'য়ে গেল।। বা, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত বঙ্গ সাহিত্য পরিচয় - এ বলা হয়েছিল, ইস্তাফা পত্রমিদং (পৃ ৩৫৮)। তেমনি, আরবী শব্দ, ইস্তমাল - কে অভ্যাস, অনুশীলন, প্রয়োগ অর্থে তাঁর শব্দকোষে স্থান দিয়েছিলেন (তদেব)। ছেঁটে ফেলা তো দূর স্থান, এগুলোর ব্যবহার আজ বাংলা ভাষায় অনিবার্য। বঙ্গাব্দ ১৩২১ (ইং ১৯১৪- ১৯১৫) সালে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় শ্রী হরপ্রসাদ শাস্ত্রী লিখছেন, সাত শত বৎসর মুসলমানদের সহিত একত্রে বাস করিয়া বাঙ্গলা মুসলমান হইতে অনেক জিনিস লইয়া ফেলিয়াছে। সে সব জিনিস বাঙ্গলার হাড়ে মাসে জড়িত হইয়াছে। এখন তাহাকে বাহির করিয়া দিবার চেষ্টা কিছুতেই সফল হইবে না।...ক্ষ্ম

এই নিবন্ধের একটু পরের অংশে লিখছেন, ...আমাদের বাঙ্গলার বিভক্তি 'রা' ও 'দের' মুসলমানদের কাছ হইতে লওয়া। যে সকল শব্দ একবারে আপামর সাধারণের ভিতর চলিয়া গিয়াছে, লিখিবার সময় সেগুলি তাঁহারা ব্যবহার করিবেন না।। সরকার ফারসি উর্দু শব্দ। পরের বারও সেই স্লোগান 'ফির এক বার ,মোদী সরকার'। বিমুদ্রাকরণের পর্বে মোদীর বিখ্যাত উক্তিটি স্মরণ করুন ক্ষ্মহাম তো ফকির আদমি; ফকির তো আরবী শব্দ; আদমি তো ফারসি শব্দ। ঝোলা উর্দু শব্দ।সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে ২০২৫ সালের ১৮সেপ্টেম্বরে। মহারাষ্ট্রের থানে অঞ্চলের বাসিন্দা, জনৈক বিজেপি কর্মী , এস. কে. শ্রীবাস্তব কেন্দ্রীয় সরকারের তথ্য সংস্কৃতি দপ্তরে চিঠি লিখে দাবি করেন, আজ তক, এবিপি হিন্দী নিউজ, টিভি ১৮, জি নিউজ প্রভৃতি তাদের হিন্দী খবরে ৩০ উর্দু শব্দ ব্যবহার করে ; তাঁর তাই দাবি, উর্দু শব্দ বর্জন করে বিশুদ্ধ হিন্দী শব্দ দিয়ে সংবাদ পরিবেশন করার জন্য সরকারি আদেশ দেওয়ার। একটিমাত্র চিঠির ভিত্তিতেই ওই দপ্তর এই সমস্ত চ্যানেলে ১৮ সেপ্টেম্বর একটি আদেশনামা পাঠায়। সেই বিজ্ঞপ্তির প্রতিলিপি 'দ্য ওয়ার' পায় ও তারা সেটি প্রকাশ করে দেখায়, বিজ্ঞপ্তিতে যে পাঁচটি লাইন আছে, তার মধ্যে পাঁচ- ছয়টি শব্দই ফারসি, আরবী এবং উর্দু!

অর্থাৎ, বাংলা ভাষার মতোই হিন্দী ভাষা থেকে উর্দু কে বিচ্ছিন্ন করা যায় না; অবিচ্ছেদ্য অংশ। তাই তো মহাত্মা গান্ধী তাঁর সময়ে এই বিতর্কের প্রশ্নে মতামত দিয়েছিলেন; বলেছিলেন এই দুই ভাষার মিশ্রণ ঐতিহাসিক ভাবে বাস্তব ; নাম দেওয়া উচিত হিন্দুস্থানী। ২০২৫ সালে ১৬ এপ্রিল, অর্থাৎ মাত্র একবছর আগে আরএসএস লোকদের করা এক মামলার রায়ে সুপ্রীম কোর্ট জানিয়ে দিয়েছিলেন, মারাঠী ভাষার মতোই উর্দু একই ভাবে সম মর্যাদার ভাষা এবং সংবিধানের অষ্টম শিডিউল এর অন্তর্গত।

মোদীদের মার্গ প্রদর্শক অটল বিহারী বাজপেয়ী ১৯৯৯ সালের ২৮ মার্চ লখনউ তে একটি সভায় বলেন, (অর্থাৎ কোনো একটি সম্প্রদায়ের ভাষা উর্দু নয়); আরও বলেন, উর্দু একটি জাতীয় ভাষা এবং তার মর্যাদাকে রক্ষা করতেই হবে। এটা বোধহয় মুখোশের বাণী। কারণ বাজপেয়ীর জনসংঘ ১৯৫৪ সালে তাদের ইশতেহারে বলেছিল,জনসংঘ ইংরাজী বা উর্দু ভাষাকে ভারতীয় ভাষা হিসাবে স্বীকৃতি দিতে প্রস্তুত নয়। এখনকার বিজেপি নেতা যোগী কুৎসিত ও ঘৃণা - বিদ্বেষের ভাষা ব্যবহার করে বলেন , উর্দু হচ্ছে কাঠমুল্লা দের ভাষা ।রালফ রাসেল এর লেখার পর লেখা, মেগান ইটন রব এর গবেষণা, সি এম নঈম এর প্রবন্ধ সংকলন,ফ্রেন্সেসকা ওরসিনি এর গবেষণা গ্রন্থ দেখিয়েছে, আঠারো শতকে উর্দু গদ্য ' হিন্দী ' নামে, এবং হিন্দী -উর্দু কবিতা 'রিখতা' নামে পরিচিত ছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ উর্দু কবি, মীর বলতেন, তাঁর কবিতার ভাষা উর্দু নয়, রিখতা, সংমিশ্রিত ভাষা।

একটা সময় ছিল, যখন উর্দু ভাষা জ্ঞান হিন্দু উচ্চবিত্তের সাধারণ শিক্ষার অংশ ছিল। বহু উর্দু সংবাদপত্র হিন্দুরা প্রকাশ করত; যেমন, কানপুরের জামানাহ সম্পাদনা করতেন মুন্সী দয়া নারায়ণ নিগম; বেরিলির সম্পাদনা করতেন রাজা বাহাদুর। উভয়েই হিন্দু কায়স্থ ছিলেন।আগ্রার মুসাফির সম্পাদনা করতেন পণ্ডিত তারা দাত । আর এস এস - বিজেপির মুসলিম ঘৃণা বিদ্বেষ মূলক উর্দু ভাষা বিরোধী প্রচারের উপযুক্ত জবাব দিয়েছেন অধ্যাপিকা তিনি ২০২৫ সালে সম্পাদনা ও অনুবাদ করেন অ-মুসলমান উর্দু লেখকের গল্পসমূহের শিরোনাম থেকে শুরু করে হিন্দু মহাসভা, আর এস এসরা) চেষ্টা করেছে উর্দু ভাষাকে ভারতের ইতিহাস ও সংস্কৃতি থেকে মুছে দিতে। তখন নেহরুরা সেই অপচেষ্টা রুখে দিয়েছিলেন । আজও মোদী - যোগীরা সেই চেষ্টা করছে। কিন্তু আজও বাস্তব, ভারতে উর্দু অন্যতম একটি আবশ্যিক মাধ্যম, হিন্দী ভাষার পাশাপাশি; এবং ভারতের কোটি কোটি মানুষ (যারা মুসলিম নন) হিন্দী - উর্দু মিশ্রিত ভাষায় কথা বলেন। ১৯৭২ সালে উর্দু সংক্রান্ত বিষয়ে আই কে গুজরাল কমিটি ১৪০ প্যারায় যে কয়েকটি সিদ্ধান্তের কথা জানিয়েছিলেন তা আজও সমানভাবে প্রাসঙ্গিক যেমন, বিপুল জনপ্রিয় হিন্দী চলচ্চিত্র কে সমভাবে উর্দু চলচ্চিত্রও বলা যেতে পারে। দুটো ভাষারই চমৎকার মিশ্রণ এই জগতে পরিস্ফুট। টাইমস অফ ইন্ডিয়া (২৫ এপ্রিল) তে প্রকাশিত সংবাদ অনুসারে, ২৪ এপ্রিল জম্মু - কাশ্মীরের লেফট গভর্নর এক আদেশ জানিয়েছে, এবার থেকে রাজস্ব বিভাগের নিয়োগে উর্দু ভাষা জ্ঞান আবশ্যিক নয়, ঐচ্ছিক। আঞ্চলিক রাজনৈতিক দলেরা প্রতিবাদ জানিয়েছে। তাহলে এই উক্ত যুক্তির নিরিখে হিন্দী বলয়ে হিন্দী ভাষাকেও সরকারি ক্ষেত্রে আবশ্যিক না করে ঐচ্ছিক করা উচিত। ভারত রাষ্ট্রে আজ ক্ষমতাসীন প্রধান দল মুসলিম তথা অন্য সংখ্যালঘু , দলিত সম্প্রদায়ের প্রতি ঘৃণা বিদ্বেষ পোষণ করে। তাদের সমস্ত চিহ্ন কে মুছে দিতে চায়। বলপূর্বক মনুবাদ চাপিয়ে দিতে চায়। তার একটা নিশানা ভাষা। শত শত প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও, আর এস এসের ঘৃণা উৎপাদনকারী পাঠশালাগুলোতে শেখানো হয়, উর্দু ইসলামের ভাষা , বিদেশি মুসলমানদের ভাষা। তাই বিকারগ্রস্ত দের মতো আক্রমণ করো। এই পাঠশালার মহান ছাত্র ছিলেন একদা প্রচারক , বর্তমানের প্রধান মন্ত্রী, উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী। তাই, তারই সর্বশেষ উদাহরণ পশ্চিমবঙ্গে মোদীর আলোচ্য বক্তৃতা, জম্মু কাশ্মীরে সরকারী প্রাগুক্ত আদেশনামা। সৌ ঃ দৈনিক আজাদি।

দৈনিক নয়া জামানার সম্পাদকীয় পাতায় সমসাময়িক বিষয়ে নিবন্ধ ও আপনার সুচিন্তিত মতামত পাঠান। লেখাটি অবশ্যই মৌলিক ও অপ্রকাশিত হতে হবে।

লেখা পাঠাবার ঠিকানা

মেইল- nayajamanaofficial@gmail.com

হোয়াটসঅ্যাপ ঃ ৯০০২৯৮৯১৩২

Naya Jamana.....14 january...2026....._Layout 1 01-05-2026 04:23 Page 3

মহানগর
নয়া জামানা

২০১১-র ছায়া না কি প্রত্যাবর্তন ?

বাড়তি ভোটই এখন ভাগ্যবিধাতা

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ ৫১ লক্ষ ভোটার কমলেও ভোটদাতার সংখ্যা বাড়ল একধাক্কায় ৩০ লক্ষ! লোকসভা নয়, বিধানসভা নির্বাচনের এমন 'চমকপ্রদ' কাণ্ডেই এখন জাতীয় রেকর্ডের দোরগোড়ায় পশ্চিমবঙ্গ। রাজ্যের নির্বাচনী ইতিহাসে তো বটেই, সারা দেশের বিধানসভা নির্বাচনের নিরিখেও ভোটদানের এই হার সর্বোচ্চ। দুই দফা শেষে রাজ্যে ভোটের হার ৯২ শতাংশের গণ্ডি ছাড়িয়ে গিয়েছে। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, ভোটার কমলেও ভোটদাতার এই বিপুল বৃদ্ধি নিশ্চিত ভাবেই নির্বাচনের ফলাফলে বড়সড় প্রভাব ফেলতে চলেছে। এত দিন ধরে যাঁরা ভোট দেননি, তাঁদের রায় এবার সব হিসেব উল্টে দিয়ে নির্বাচনের ভাগ্য নির্ধারণকারী হয়ে উঠতে পারে।প্রথম দফার ভোটের ধারা বজায় থাকল দ্বিতীয় দফাতেও। রাজ্যে মোট ভোটারের সংখ্যা আগের চেয়ে কমলেও অনেকটা বেড়ে গেল ভোটদাতার সংখ্যা। দুই দফাতেই প্রচুর মানুষ বুথে গিয়ে ভোট দিলেন। এমনকি, যাঁরা সাধারণত বুথমুখী হন না, তাঁদেরও এ বার ভোট দিয়ে গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ করতে দেখা গেল। রাজ্যে ভোটের হার ৯২ শতাংশের গণ্ডি ছাড়িয়েছে ইতিমধ্যেই। পশ্চিমবঙ্গ তো বটেই, সারা দেশে সমস্ত বিধানসভা নির্বাচনে এ যাবৎ ভোটদানের হারে এটাই সর্বোচ্চ। সর্বভারতীয় রেকর্ড। নির্বাচন কমিশনের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, ২০২১ সালের তুলনায় রাজ্যে এবার ৫১ লক্ষ ভোটার কমেছে। অথচ আশ্চর্যজনক ভাবে ভোট পড়েছে আগের বারের চেয়ে ৩০ লক্ষ বেশি। দুই দফা মিলিয়ে ভোটদানের হার দাঁড়িয়েছে ৯২.৯৩ শতাংশ। রাত ১২টা পর্যন্ত পাওয়া খবর অনুযায়ী, দ্বিতীয় দফায় ভোট পড়েছে ৯২.৬৩ শতাংশ। সাধারণ অংকে

ভোটার কমলে এবং সমসংখ্যক মানুষ ভোট দিলে শতাংশের হার বৃদ্ধি পাওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ সেই হিসেবকেও ছাপিয়ে গিয়েছে। যা নিয়ে জাতীয় রাজনীতিতে রীতিমতো শোরগোল পড়ে গিয়েছে। এসআইআর-এর পর অন্য রাজ্যেও ভোটার কমলেও এমন বেনজির ঘটনা কোথাও ঘটেনি। পরিসংখ্যান স্পষ্ট করছে, নানা কারণে যাঁরা আগে ভোট দিতেন না বা দিতে পারতেন না, তাঁরা এবার বিপুল সংখ্যায় গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ করেছেন।রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের একাংশের মতে, ভোটের ফলাফলে পশ্চিমবঙ্গের এই হিসাব বড় প্রভাব ফেলতে চলেছে। এত দিন ধরে ভোট দেননি যাঁরা, তাঁদের ভোট এ বার সব হিসাব উল্টে দিতে পারে। এই বাড়তি ভোটই হয়ে উঠতে পারে নির্বাচনের ভাগ্য নির্ধারণকারী! তথ্য বলছে, গতবারের তুলনায় যে ৩০ লক্ষ বাড়তি ভোট পড়েছে, তার মধ্যে ২১ লক্ষই প্রথম দফার। দুই দফার বিশ্লেষণ অনুযায়ী, প্রতি বিধানসভা কেন্দ্রে গড়ে প্রায় ১০ হাজার জন করে বেশি মানুষ বুথে গিয়েছেন। প্রথম দফার আসনগুলিতে এই গড় বৃদ্ধির পরিমাণ ১৪,২৩৭। দ্বিতীয় দফায় বিধানসভা ভিত্তিক সেই বৃদ্ধির পরিমাণ ৬,৬১৫ জন কৌতূহলের বিষয় হল, গত বারের তুলনায় যে ৩০ লক্ষাধিক মানুষ এ বার বেশি ভোট দিলেন, তার মধ্যে ২১ লক্ষই রয়েছেন প্রথম দফায়। দুই দফার পরিসংখ্যান বিশ্লেষণ করে দেখা যাচ্ছে, গত বারের তুলনায় এ বছর প্রতি বিধানসভা কেন্দ্রে গড়ে প্রায় ১০ হাজার জন করে বেশি ভোট দিয়েছেন। তবে বিধানসভা ভিত্তিক হিসাবে ফারাক রয়েছে। প্রথম দফার আসনগুলিতে গড়ে ভোটদাতার সংখ্যা বেড়েছে ১৪,২৩৭ জন করে। দ্বিতীয় দফায় বিধানসভা ভিত্তিক সেই বৃদ্ধির পরিমাণ মাত্র ৬,৬১৫। বুথফেরত সমীক্ষায় কোথাও বিজেপিকে এগিয়ে রাখা হচ্ছে, আবার কোথাও শাসক তৃণমূল ক্ষমতা ধরে রাখছে বলে দাবি করা হচ্ছে। তবে লড়াই যে অতি হাড্ডাহাড্ডি, সেই ইঙ্গিত সর্বত্রই স্পষ্ট। যদিও ভারতের নির্বাচনী ইতিহাস বলে, অনেক ক্ষেত্রেই এই সমীক্ষা মেলে না। তবে মিলে যাওয়ার কিছু নিদর্শনও রয়েছে। প্রচলিত রাজনৈতিক ধারণা অনুযায়ী, প্রচুর পরিমাণে ভোট পড়লে তা সাধারণত স্থিতাবস্থা বা প্রতিষ্ঠানবিরোধী হয়। অর্থাৎ, শাসক সরকারের বিপক্ষে জনতা রায় দেয় বলেই মনে করা হয়। তবে তৃণমূল নেতৃত্ব লোকসভা বা গত বিধানসভা নির্বাচনের দৃষ্টান্ত টেনে এই প্রতিযুক্তি দিচ্ছে। তাঁদের দাবি, পশ্চিমবঙ্গে সেবারও অনেক ভোট পড়েছিল এবং ফল শাসকের পক্ষেই গিয়েছিল। বিহারের উদাহরণ টেনে বলা হচ্ছে সেখানেও এসআইআর-এর পর ভোটের হার বাড়লেও ক্ষমতাসীন সরকারের 'প্রত্যাবর্তন' হয়েছিল। বিরোধী শিবির অবশ্য ২০১১ সালের পরিসংখ্যান তুলে ধরে পরিবর্তনের আশায় বুক বাঁধছে। সেবার ৮৪.৩৩ শতাংশ ভোটে ৩৪ বছরের বাম শাসনের অবসান হয়েছিল। পরিবর্তনের হাওয়ায় রাজ্যে ক্ষমতায় এসেছিল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তৃণমূল। এ বারের পশ্চিমবঙ্গে এই বিপুল সংখ্যক বাড়তি ভোট কোন পক্ষে যায়, সেটাই দেখার।

৯২ শতাংশের এই রেকর্ড ভোটদান গোটা দেশকে চমকে দিয়েছে। ভাগ্য পরিবর্তনের এই লড়াইয়ে শেষ হাসি কে হাসবে, তার উত্তর দেবে সময়। 'চমকপ্রদ' এই কাণ্ড শেষ পর্যন্ত কার মুখে হাসি ফোটায়, নজর এখন সেদিকেই। তবে ৯২ শতাংশের এই রেকর্ড ভোটদান গোটা দেশকে চমকে দিয়েছে।

ভাগ্য পরিবর্তনের এই লড়াইয়ে শেষ হাসি কে হাসবে, তার উত্তর দেবে সময়। এই বাড়তি ৩০ লক্ষ ভোটই এখন ভাগ্যবিধাতা হতে চলেছে। সব হিসেব বদলে যাওয়ার ইঙ্গিত এখন স্পষ্ট।

মসনদ কার ?

ছাব্বিশের ভোট-অঙ্কে নজর কাড়ছে 'এসআইআর' ফ্যাক্টর

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ ফুলেদের লড়াই আর হাত-কাস্তে কাটাকুটির অঙ্কে আটকে রয়েছে বাংলার মসনদ। ভোট শেষ হওয়ার পর এখন নিশ্বাস ফেলার সময় হলেও স্নায়ুর চাপ কমেনি রাজনৈতিক শিবিরে। চব্বিশের লড়াই শেষে আগামী ৪ মে-র ফলাফলের দিকেই এখন তাকিয়ে গোটা দেশ। পাটিগণিতের হিসেবে এবার বড় বদল ঘটিয়েছে নির্বাচন কমিশনের এক্স ফ্যাক্টর 'এসআইআর'। জালিয়াতি রুখতে কেন্দ্রীয় বাহিনী, সাঁজোয়া গাড়ি আর ভিন রাজ্যের অবজারভারের কড়া পাহারায় ভোট হয়েছে দুই দফায়। শান্তি বজায় থাকলেও অঙ্ক কষতে গিয়ে নাজেহাল দশা শাসক তৃণমূল এবং প্রধান বিরোধী বিজেপি-র। অন্যদিকে, হারানো জমি উদ্ধারে অক্সিজেন খুঁজছে বাম-কংগ্রেস শিবির। রাজ্যের দুই প্রধান মেরুর লড়াইয়ের মধ্যে এবার 'শান্তিপূর্ণ ভোট' নতুন এক মাত্রা যোগ করেছে। ভোটারদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ তৃণমূল ও বিজেপি দুই শিবিরেরই কপালে চিন্তার ভাঁজ ফেলেছে। তুলনায় কিছুটা নির্ভার বামেরা। তাদের হারানোর কিছু নেই, বরং পাওয়ার সম্ভাবনা বেশি। জিনিসপত্রের চড়া দাম, নিয়োগ দুর্নীতি, আর রুজিরুটির টানে পরিযায়ী শ্রমিক হিসেবে ভিন রাজ্যে পাড়ি দেওয়ার যন্ত্রণা এবার ব্যালট বক্সে প্রভাব ফেলতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। ধর্মীয় মেরুকরণ আর হিন্দু-মুসলিম তাস এবারের প্রচারে বারবার ফিরে এলেও আসল লড়াইটা ছিল সাধারণ মানুষের 'একটু ভালো' থাকার আশায়। সেই আশা পূরণে কোন পক্ষ সফল হবে, সেটাই কোটি টাকার প্রশ্ন। এবারের নির্বাচনে বিজেপির কাছে লড়াইটা জীবন-মরণ। মসনদ দখল করতে না পারলে আগামী কয়েক দশকে বাংলায় তাদের ভিত শক্ত করা অসম্ভব হয়ে যাবে। একই দশা ঘাসফুল শিবিরের। ক্ষমতা থেকে চ্যুত হলে দল ধরে রাখা বড় চ্যালেঞ্জ হবে। কারণ, বাংলার রাজনীতিতে 'ঐতিহ্যবাহী' ঘোড়া কেনাবেচার সংস্কৃতি বেশ পরিচিত। নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দুই ফুলে যাতায়াতের যে ইতিহাস বাংলায় আছে, তা দলের অস্তিত্বের সামনে প্রশ্নচিহ্ন বসাতে পারে। এই পরিস্থিতিতে সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম গত দুই বছর ধরে তিলতিল করে দলের ভিত সাজিয়েছেন। ২০১৬ বা ২১-এর শূন্যের গেরো কাটিয়ে আলিমুদ্দিনের নেতারা এবার কিং-মেকারের স্বপ্ন দেখছেন। বামেদের অন্দরে এখন নতুন

হাওয়া। দলের অনেক নেতার দাবি, তাঁদের সমর্থন ছাড়া এবার কেউ সরকার গড়তে পারবে না। তখন অন্যদের ওপর বামেদের চাপ বাড়বে। দীর্ঘ লড়াইয়ের পর এবার অন্তত বিধানসভায় ফেরার ব্যাপারে আত্মবিশ্বাসী লাল শিবির। যদিও মহম্মদ সেলিম স্পষ্ট জানিয়েছেন, 'আমরা মানুষের কাছে দেওয়া প্রতিশ্রুতি পূরণে দায়বদ্ধ থাকব। ঘোড়া কেনাবেচায় থাকব না।' সেলিমের এই দাবির বাস্তবতা শেষ পর্যন্ত কোন দিকে মোড় নেবে, তা বোঝা যাবে মে মাসের চার তারিখেই। তবে ভোটের ময়দানে এবার বামেরা যে বেশ কিছু জায়গায় সফল, তা অস্বীকার করার জায়গা নেই। বামেদের বড় প্রাপ্তি এবারের ভোট ব্যবস্থাপনায় তরুণ মুখদের সামনে আনা। মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায়, কলতান দাশগুপ্ত বা দীপ্সিতা ধররা যেভাবে মাঠ কামড়ে পড়েছিলেন, তা অনেক হেভিওয়েট প্রার্থীর মধ্যেও দেখা যায়নি। প্রায় ৯০ থেকে ১০০ শতাংশ বুথে এজেন্ট বসাতে পেরেছে বামেরা। 'বাংলা বাঁচাও' স্লোগান দিয়ে সিপিআইএম-এল লিবারেশন থেকে শুরু করে আইএসএফ কিংবা এসডিপিআই-এর মতো আঞ্চলিক দলকে এক ছাতার তলায় এনেছে মহম্মদ সেলিমের রণকৌশল। তবে কংগ্রেসের সঙ্গে জোটে শেষমেশ জট রয়েই গেছে। শুভঙ্কর সরকারের নেতৃত্বে কংগ্রেস একলা চলো নীতিতে বাংলার হৃত গৌরব ফেরানোর লড়াই লড়েছে। কংগ্রেস নেতৃত্ব মনে করছে, মালদা ও মুর্শিদাবাদের মতো পুরনো গড়ে তাদের আধিপত্য বজায় থাকবে। সংখ্যালঘু ভোটব্যাঙ্ক তাদের পাশে থাকবে বলেই আশা শুভঙ্কর সরকারদের। তবে ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ যাওয়া নিয়ে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন তিনি। শুভঙ্কর সরকার বলেন, 'লজিক্যাল ডিসক্রিপ্যান্সি-র অজুহাতে স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন -এর সময় ২৭ লক্ষ ভোটারের নাম বাদ দেওয়া নিয়ে পশ্চিমবঙ্গের ভোটারদের মধ্যে গভীর উদ্বেগ সৃষ্টি হয়েছে। এত বড় প্রতিবন্ধকতার মধ্যেও বাংলার মানুষ সব বাধা অতিক্রম করে তাদের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ করেছেন। মানুষ চাইছেন কংগ্রেসের নেতৃত্বে বাংলার হারানো গৌরব ফিরে আসুক।' বাংলার রাজনীতিতে এবারের ভোট অনেক দিক থেকেই ঐতিহাসিক। ধর্ম আর খয়রাতির রাজনীতির বন্যায় একসময় বামেদের ৩৪ বছরের দুর্গের ভিত টলে গিয়েছিল। সেই ভিত পুনরুদ্ধারে ২০২২ সাল থেকে মহম্মদ সেলিম ইঁটের ওপর ইঁট গেঁথেছেন। এখন দেখার, ৪ মে সেই ইঁট দিয়ে মজবুত প্রাচীর তৈরি হয় নাকি সব হিসেব উল্টে যায়। জিনিসপত্রের দাম বৃদ্ধি, চাকরি চলে যাওয়া আর পুলিশি হয়রানির মতো জ্বলন্ত ইস্যুগুলো ভোটারদের মাথায় ছিল। পরিযায়ী শ্রমিকদের ক্ষোভও ভোটব্যাঙ্কে বড় প্রভাব ফেলতে পারে। বিশেষ করে যারা পেটের টানে বাইরে গিয়ে মার খেয়েছেন কিংবা সামাজিক লাঞ্ছনার শিকার হয়েছেন, তাঁদের রায় কোন দিকে যায় সেটাই দেখার। গণতান্ত্রিক কাঠামোয় সকলের ভাগ্যে সিকি ছেঁড়ার সম্ভাবনা থাকাই সুস্থ রাজনীতির লক্ষণ। কিন্তু এবারের জটিল পাটিগণিত আর 'এসআইআর' ফ্যাক্টর সেই উত্তর মেলানোর কাজটা কঠিন করে দিয়েছে।

শাসক দল কি পারবে মসনদ ধরে রাখতে? নাকি পদ্ম ফুটে উঠবে বাংলার তখতে? অথবা বাম-কংগ্রেস জোট কি দুই ফুলের লড়াইয়ের মাঝে ফাটল ধরিয়ে ফিরে আসবে মূল স্রোতে? সব প্রশ্নের উত্তর এখন ইভিএমে বন্দি। বাংলার মানুষের রায় কোন পথে দিশা দেখাবে, ৪ মে-র সকালে সেদিকেই তাকিয়ে রয়েছে দেশের রাজনীতির কারবারিরা। কারণ প্রবাদ আছে, বাংলা আজ যা ভাবে, ভারত ভাবে আগামীকাল। সেই প্রাচীন ঐতিহ্যের প্রতিফলন এবার ব্যালটে দেখা যাবে কি না, তা নিয়ে চলছে টানটান উত্তেজনা।

অশান্তি রুখতে তৎপর কমিশন, কড়া বার্তা ডিএম-এসপিদের

নয়া জামানা, কলকাতা ঃ ভোট পরবর্তী হিংসার রক্তপাত এড়াতে এবার চূড়ান্ত সতর্কতা অবলম্বন করছে নির্বাচন কমিশন। বুধবার দ্বিতীয় তথা শেষ দফার ভোট মিটতেই রাজ্যের জেলাশাসক ও পুলিশ সুপারদের কড়া নজরদারির নির্দেশ দিল মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের (সিইও) দফতর। বৃহস্পতিবার জেলা প্রশাসনের শীর্ষ কর্তাদের সঙ্গে এই মর্মে ভার্চুয়াল বৈঠকে বসছেন সিইও মনোজ অগ্রবাল। মূলত শেষ দফার ভোট শেষ হতেই বিভিন্ন জেলা থেকে বিক্ষিপ্ত রাজনৈতিক সংঘর্ষের খবর আসায় কোনো ঝুঁকি নিতে চাইছে না কমিশন। অতীতে ভোট পরবর্তী হিংসার তিক্ত অভিজ্ঞতা থেকেই এই অতি-সক্রিয়তা। ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনের ফল প্রকাশের পর রাজ্যজুড়ে খুন, ধর্ষণ ও অগ্নিসংযোগের মতো গুরুতর অভিযোগ উঠেছিল। কলকাতা হাই কোর্টে সেই সময় জমা পড়েছিল ১৯৭৯টি অভিযোগ। আদালতের নির্দেশে ওই অশান্তির ঘটনা খতিয়ে দেখে রিপোর্ট তৈরি করেছিল জাতীয় মানবাধিকার কমিশন। এমনকি খুন ও ধর্ষণের মতো ঘটনার ক্ষেত্রে

সিবিআই তদন্তের নির্দেশও দিয়েছিল আদালত। সেই মামলাগুলির অনেকগুলিই এখনও বিভিন্ন আদালতে বিচারাধীন রয়েছে। এবারের ভোটে শান্তি বজায় রাখতে প্রথম দুই দফার আগেই প্রায় চার হাজার 'দুষ্কৃতীকে' গ্রেফতার করেছিল পুলিশ। কমিশন সূত্রের দাবি, সংশ্লিষ্টরাই অতীতে এলাকায় ভয়ের পরিবেশ তৈরি করে রাখত। তবে এখন বড় আশঙ্কা হল, ধৃতরা জামিন পেয়ে বাইরে এলে নতুন করে অশান্তি শুরু করতে পারে। সেই কারণেই সিইও দফতর সাফ জানিয়েছে, অশান্তি দমনে আগাম পদক্ষেপ হিসেবে ২৪ ঘণ্টা কড়া নজরদারি চালাতে হবে জেলা প্রশাসনকে। প্রশাসনের এই তৎপরতা শেষ পর্যন্ত ভোট পরবর্তী হিংসার মেঘ কাটাতে পারে কি না, সেদিকেই তাকিয়ে সব পক্ষ। ফাইল ফটো।

স্ট্রংরুমে ত্রিস্তরীয় নিরাপত্তা ঃ ইভিএম আগলাতে মোতায়েন বাড়তি বাহিনী

নয়া জামানা, কলকাতা ঃ ভোট মিটলেও স্বস্তিতে নেই কমিশন। বরং স্ট্রংরুমের নিরাপত্তা নিয়ে শুরু হয়েছে চরম তৎপরতা। ইভিএমে বন্দি জনমতের নিরাপত্তায় এবার মোতায়েন করা বাহিনীর সংখ্যা আরও বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে নির্বাচন কমিশন। আগে যেখানে ২০০ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী পাহারার দায়িত্বে ছিল, সেই সংখ্যা এখন আরও বাড়ানো হচ্ছে। প্রতিটি স্ট্রংরুমের চৌকাঠ পাহারা দিতে মোতায়েন থাকছেন ন্যূনতম ২৪ জন করে সশস্ত্র কেন্দ্রীয় জওয়ান। নিশ্ছিদ্র পাহারায় ভোটযন্ত্র আগলে রাখাই এখন কমিশনের প্রধান লক্ষ্য। রাজ্যের ২০২টি স্ট্রংরুমে বর্তমানে সংরক্ষিত রয়েছে ইভিএম। এই যন্ত্রগুলোর পাহারায় মোতায়েন করা হয়েছে মোট ৬০৭ সেকশন কেন্দ্রীয় বাহিনী। আগে মোতায়েন থাকা ২০০ কোম্পানি বাহিনীর মধ্যে ছিল ১০০ কোম্পানি সিআরপিএফ, ২০ কোম্পানি বিএসএফ, ১৫ কোম্পানি আইটিবিপি এবং ১৫ কোম্পানি এসএসবি। তবে গণনার দিন যত এগোচ্ছে, নিরাপত্তার জাল ততটাই আঁটোসাঁটো করা হচ্ছে। কমিশনের এক আধিকারিক জানিয়েছেন, 'প্রতিটি স্ট্রংরুম পাহারা দেওয়ার জন্য ন্যূনতম ২৪ জন কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ান মোতায়েন করা হয়েছে।' কোনোভাবেই সুরক্ষায় ফাঁক রাখতে চাইছে না কমিশন। এবার রাজ্যে গণনাকেন্দ্রের বিন্যাসে বড় রদবদল আনা হয়েছে। ২৯৪টি বিধানসভা আসনের ভোট গোনা হবে মাত্র ৮৭টি কেন্দ্রে। এর আগে ২০২১ সালে এই সংখ্যা ছিল ১০৮টি এবং ২০১৬ সালে ছিল ৯০টি। এবার কেন্দ্রের সংখ্যা কমিয়ে

নিরাপত্তা বাড়ানোতে বেশি জোর দিচ্ছে কমিশন। জেলাভিত্তিক তালিকার শীর্ষে রয়েছে উত্তর ২৪ পরগনা। এই জেলার ৩৩টি আসনের গণনা হবে আটটি কেন্দ্রে। তালিকায় রয়েছে বারাসত কলেজ, বিধাননগর কলেজ, বনগাঁর দীনবন্ধু মহাবিদ্যালয় এবং ব্যারাকপুরের রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ কলেজের মতো প্রতিষ্ঠান। দক্ষিণ ২৪ পরগনার ৩১টি আসনের জন্য বরাদ্দ হয়েছে ১২টি গণনাকেন্দ্র। ঠাকুরপুকুরের বিবেকানন্দ কলেজ থেকে ক্যানিংয়ের বঙ্কিম সর্দার কলেজ পর্যন্ত বিস্তৃত এই নিরাপত্তা বলয়। কলকাতার ১১টি কেন্দ্রের ভোট গোনা হবে পাঁচটি জায়গায়। যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য নেতাজি ইনডোর স্টেডিয়াম ও সেন্ট থমাস বয়েজ স্কুল। এছাড়া আলিপুরদুয়ারের পাঁচটি আসনের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় চত্বর এবং জলপাইগুড়ির সাতটি আসনের জন্য বেছে নেওয়া হয়েছে দু'টি নির্দিষ্ট কেন্দ্র। পাহাড়েও প্রস্তুতির খামতি নেই। কালিম্পঙের একটি আসনের গণনা হবে স্কটিশ উইনিভার্সিটিস মিশন ইনস্টিটিউশনে। পশ্চিমের জেলাগুলোতেও কড়া পাহারা। ঝাড়গ্রামের চারটি আসনের গণনা হবে রানি ইন্দিরা দেবী সরকারি স্কুলে। কোচবিহারের ন'টি আসনের জন্য পাঁচটি কেন্দ্র এবং মুর্শিদাবাদের ২২টি আসনের জন্য ছ'টি কেন্দ্র নির্দিষ্ট করা হয়েছে। হুগলির ১৮টি আসনের গণনা হবে ছ'টি কেন্দ্রে। হাওড়া, পূর্ব মেদিনীপুর এবং পশ্চিম মেদিনীপুরের গণনা চলবে চারটি করে কেন্দ্রে। বাঁকুড়া ও বীরভূমের জন্য বরাদ্দ তিনটি করে কেন্দ্র। পূর্ব বর্ধমান ও পশ্চিম বর্ধমানের জন্যও পৃথক ব্যবস্থা করা হয়েছে। কার্যত দুর্ভেদ্য দুর্গ বানিয়ে ইভিএম আগলে রাখছে কমিশন। গণনার দিন পর্যন্ত এই কড়া নজরদারি জারি থাকবে। স্বচ্ছতা বজায় রাখতেই এই বাড়তি সতর্কতা। প্রতিটি জেলার জেলাশাসক ও পুলিশ সুপারদের কড়া নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যেন নিরাপত্তার সামান্যতম বিচ্যুতি না ঘটে। গণনাকেন্দ্রের বাইরে থাকছে ত্রিস্তরীয় নিরাপত্তা বলয়। কোনো অননুমোদিত প্রবেশ রুখতে সিসিটিভি ক্যামেরায় চলবে চব্বিশ ঘণ্টার নজরদারি। কমিশনের এই বাড়তি তৎপরতায় আশ্বস্ত রাজনৈতিক দলগুলোও। এখন শুধু গণনা শুরুর অপেক্ষা। প্রতীকী ফটো।

জামিন পেলেন আই-প্যাক কর্তা

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ ভোটের উত্তাপের মাঝেই কারামুক্ত হলেন ভোটকুশলী সংস্থা আই-প্যাকের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা বিনেশ চান্দেল। দিল্লির পটিয়ালা হাউজ কোর্ট বৃহস্পতিবার তাঁর জামিন মঞ্জুর করেছে। ঘটনাচক্রে, পশ্চিমবঙ্গে দ্বিতীয় দফার ভোট মিটতেই এই নির্দেশ এল।

সবথেকে তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হলো, কেন্দ্রীয় সংস্থা এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি) আদালতে বিনেশের জামিনের আবেদনের কোনো বিরোধিতা করেনি। আর্থিক তছরুপের মামলায় গত ১৩ এপ্রিল তাঁকে গ্রেফতার করা হয়েছিল। পটিয়ালা হাউজ কোর্টের বিচারক অমিত বনসল জামিন দেওয়ার সময় স্পষ্ট জানান,

'বিশেষ সরকারি আইনজীবীকে জামিনের বিরোধিতা করার সুযোগ দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু তিনি তা করেননি।' এর আগে মঙ্গলবার বিনেশের অন্তর্বর্তী জামিনের আবেদন খারিজ হয়ে গিয়েছিল। ১০ দিনের ইডি হেফাজত শেষে গত ২৩ এপ্রিল তাঁকে জেল হেফাজতে পাঠানো হয়। কেন্দ্রীয় সংস্থার নমনীয় মনোভাবে অবশেষে বৃহস্পতিবার সকালে তাঁর মুক্তির পথ প্রশস্ত হয়। দিল্লি পুলিশের একটি এফআইআর-এর সূত্র ধরে বিনেশের বিরুদ্ধে অর্থ পাচার প্রতিরোধ আইনে মামলা শুরু করেছিল ইডি।

কেন্দ্রীয় সংস্থার দাবি অনুযায়ী, বিনেশ আই-প্যাকের ৩৩ শতাংশের অংশীদার। এই মামলার তদন্তে গত ৮ জানুয়ারি কলকাতায় আই-প্যাকের দফতর এবং সংস্থার অন্য পরিচালক প্রতীক জৈনের বাড়িতে হানা দিয়েছিল ইডি। সেই সময় খোদ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তল্লাশি চলাকালীন প্রতীকের বাড়িতে হাজির হন। অভিযোগ ওঠে, মুখ্যমন্ত্রী সেখান থেকে ল্যাপটপ ও ফাইল সরিয়ে এনেছিলেন।

ওই ঘটনা নিয়ে জল গড়িয়েছিল সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত। ভোটের আবহে ইডি-র এই 'মৌন' সম্মতি নিয়ে রাজনৈতিক মহলে জল্পনা তুঙ্গে।

বিজেপি প্রার্থী হিরণের বিরুদ্ধে মিথ্যা কুৎসা রটনার অভিযোগ শাসকদলের

সন্দীপ মজুমদার, নয়া জামানা, হাওড়া ঃ উলুবেড়িয়া ও শ্যামপুরে অসংখ্য নার্সিংহোম গজিয়ে ওঠায় ওই এলাকার স্বাস্থ্য পরিষেবা বেহাল হয়ে পড়েছে এবং একই কারণে শ্যামপুর এলাকায় স্বাস্থ্য পরিষেবার কোনও উন্নতি হয়নি বলে অভিযোগ তুললেন সদ্য সমাপ্ত পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনের বিজেপি প্রার্থী তথা চিত্রাভিনেতা হিরণ চট্টোপাধ্যায় (হিরন্ময় চট্টোপাধ্যায়)। শ্যামপুরের বিজেপি প্রার্থীর এই অভিযোগকে সম্পূর্ণভাবে অসত্য, সর্বৈব মিথ্যা, ভিত্তিহীন, উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ও মনগড়া বলে কড়া ভাষায় পাল্টা আক্রমণ হানলেন শ্যামপুর-২ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির জনস্বাস্থ্য দপ্তরের কর্মাধ্যক্ষ দীপক দাস। শ্যামপুর কেন্দ্র তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে এক সাংবাদিক সম্মেলনে বিজেপির তোলা অভিযোগকে মিথ্যা ও উদ্দেশ্য প্রণোদিত আখ্যা দিয়ে তিনি বলেন, ২০১১ সালের আগে বামফ্রন্ট সরকারের সময় শ্যামপুর এলাকার স্বাস্থ্য পরিষেবা সম্পূর্ণভাবে ভেঙে পড়েছিল। তখন বহু মানুষ বিনা চিকিৎসায় মারা যেত। তিনি বলেন, ২০০৩ সাল থেকে স্বাস্থ্য সম্পর্কিত বিষয়ের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন। আগে প্রায় প্রতিদিনই এইসব এলাকা থেকে সন্তানসম্ভবা প্রসূতি মায়েদের শহরে রেফার করা হতো।

বিচারক ঘেরাও ঃ ৫২ জন অভিযুক্তের জামিন খারিজ

নয়া জামানা, কলকাতা ঃ গরাদের পিছনেই থাকতে হচ্ছে মালদহের মোথাবাড়ি কাণ্ডের ৫২ জন অভিযুক্তকে। বিডিও অফিসে ঢুকে কলকাতা হাই কোর্টের বিচারকদের আটকে রাখা এবং হেনস্থার ঘটনায় বৃহস্পতিবার কড়া অবস্থান নিল এনআইএ আদালত। মোফাক্কেরুল ইসলাম-সহ ধৃত প্রত্যেকের জামিনের আর্জি খারিজ করে দিয়ে আগামী ১৩ মে পর্যন্ত জেল হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক। কেন্দ্রীয় সংস্থার আবেদনের ভিত্তিতেই এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে আদালত। ঘটনার সূত্রপাত কালিয়াচক-২ নম্বর ব্লকে ভোটার তালিকা সংশোধনের (এসআইআর) কাজ চলাকালীন। হাই কোর্ট নিযুক্ত বিচারকেরা যখন নথিপত্র যাচাইয়ের কাজ করছিলেন, তখনই উত্তেজিত জনতা তাঁদের ঘিরে ধরে বলে অভিযোগ। তালিকায় নাম না থাকাই ছিল বিক্ষোভের কারণ। পরিস্থিতি এতটাই জটিল হয় যে, সাত জন বিচারক রাত পর্যন্ত ব্লকের ভিতরেই বন্দি হয়ে থাকেন। বিষয়টি নিয়ে

গরাদের পিছনেই থাকতে হচ্ছে মালদহের মোথাবাড়ি কাণ্ডের ৫২ জন অভিযুক্তকে। বিডিও অফিসে ঢুকে কলকাতা হাই কোর্টের বিচারকদের আটকে রাখা এবং হেনস্থার ঘটনায় বৃহস্পতিবার কড়া অবস্থান নিল এনআইএ আদালত।

শেষ পর্যন্ত জল গড়ায় সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত। শীর্ষ আদালতের কড়া নির্দেশের পর গোটা ঘটনার তদন্তভার হাতে নেয় জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা (এনআইএ)। তদন্তের রাশ হাতে নেওয়ার আগে অবশ্য সিআইডির হাতে ধরা পড়েছিলেন মূল অভিযুক্ত মোফাক্কেরুল। পরবর্তী সময়ে ভিডিয়ো ফুটেজ দেখে একে একে মোট ৫২ জনকে চিহ্নিত করে পুলিশ এবং এনআইএ। তদন্তভার হস্তান্তরের সময় রাজ্য পুলিশের বিরুদ্ধে নথি না দেওয়ার যে টালবাহানার অভিযোগ উঠেছিল, আদালতের হস্তক্ষেপে তার মিমাংসা হয়েছে। বর্তমানে তদন্ত যে অত্যন্ত সক্রিয়ভাবে এগোচ্ছে, তা স্পষ্ট করেছেন এনআইএ-র আইনজীবী। তদন্তের গতিপ্রকৃতি নিয়ে এনআইএ-র আইনজীবী শ্যামল ঘোষ বলেন, 'মোথাবাড়ি মামলায় ১২টি মামলার শুনানি ছিল। সব মামলাতেই জেল হেফাজতের নির্দেশ হয়েছে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এই মামলায় চূড়ান্ত রিপোর্ট জমা করার জন্য তদন্তকারী আধিকারিকেরা চেষ্টা করছেন।' তিনি আরও জানান, 'তদন্ত খুব ভাল ভাবে চলছে। তদন্তের এই পর্যায়ে আমরা বিভিন্ন তথ্যপ্রমাণ যাচাইকরণের কাজও হচ্ছে। আমরা দুই অভিযুক্ত আবার এনআইএ হেফাজতে নেওয়ার আবেদন করেছি।' আপাতত ১৩ মে পর্যন্ত জেলেই কাটবে অভিযুক্তদের দিনকাল।

Naya Jamana.....14 january...2026....._Layout 1 01-05-2026 04:23 Page 4

উত্তরবঙ্গ
নয়া জামানা

বৃষ্টিতে নদীর জল বাড়তেই ফাঁসিরঘাটে ভাঙল বাঁশের সাঁকো

প্রদীপ কুণ্ডু, নয়া জামানা, কোচবিহার ঃ টানা কয়েকদিনের বৃষ্টিতে কোচবিহারের ফাঁসিরঘাট এলাকায় নদীর জলস্তর বেড়ে যাওয়ায় ভেঙে পড়েছে এলাকার গুরুত্বপূর্ণ অস্থায়ী বাঁশের সাঁকো। সাঁকোর একটি বড় অংশ জলের তলায় চলে যাওয়ায় কার্যত বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে স্থানীয় যোগাযোগ ব্যবস্থা। প্রতিদিন এই সাঁকো দিয়েই হাজার হাজার মানুষ যাতায়াত করতেন, ফলে এর ক্ষতিতে চরম ভোগান্তির মুখে পড়েছেন সাধারণ মানুষ। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ফাঁসিরঘাট এলাকার এই সাঁকোটিই ছিল দুই প্রান্তের মধ্যে সবচেয়ে সহজ ও দ্রুত যোগাযোগের মাধ্যম। কিন্তু নদীর জল হঠাৎ বেড়ে যাওয়ায় সাঁকোর মাঝখানের অংশ ডুবে যায়। ফলে অনেকেই না জেনে সাঁকোর কাছে এসে বিপদ বুঝে ফিরে যেতে বাধ্য হচ্ছেন। এতে সময় নষ্ট হওয়ার পাশাপাশি বাড়ছে যাতায়াতের খরচও। সবচেয়ে বেশি সমস্যায় পড়েছেন ছাত্রছাত্রী এবং কর্মজীবী মানুষজন। স্কুল-কলেজে যেতে বা কাজে পৌঁছাতে তাদের এখন দীর্ঘ পথ ঘুরে যেতে হচ্ছে। অনেক ক্ষেত্রেই সময়মতো গন্তব্যে পৌঁছানো সম্ভব হচ্ছে না, যার প্রভাব পড়ছে পড়াশোনা ও পেশাগত দায়িত্বে। এলাকাবাসীর অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরেই এখানে একটি স্থায়ী সেতুর দাবি জানানো হলেও প্রশাসনের তরফে কোনও দৃশ্যমান পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। প্রতি বছর বর্ষার সময় এই সমস্যার পুনরাবৃত্তি ঘটে, কিন্তু স্থায়ী সমাধান এখনও অধরা। স্থানীয়দের দাবি, অবিলম্বে ক্ষতিগ্রস্ত অস্থায়ী সাঁকোটির মেরামতি করে যাতায়াত স্বাভাবিক করতে হবে। পাশাপাশি ভবিষ্যতের কথা মাথায় রেখে দ্রুত একটি স্থায়ী সেতু নির্মাণের উদ্যোগ নিতে হবে। নাহলে সামান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগেই বারবার এমন ভোগান্তির শিকার হতে হবে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন এলাকাবাসী।

ভিডিওকনের পরিত্যক্ত জমিতে নতুন শিল্প পার্ক

চড়া দামে ক্ষুব্ধ শিল্পপতিরা

কুশল রায় ।। নয়া জামানা ।। ফুলবাড়ি

বাম আমলে ভিডিওকনকে কারখানা করার জন্য ফুলবাড়িতে জমি দেওয়া হলেও, সেখানে কারখানা হয়নি। কয়েক দশক ধরে সেই জমি ফাঁকাই পড়ে ছিল। এবার সেই জমিতে পশ্চিমবঙ্গ ক্ষুদ্র শিল্প উন্নয়ন নিগম নতুন শিল্প পার্ক তৈরি করছে। ভিডিওকনকে দেওয়া জমি ও সংলগ্ন আরেকটি জমি নিয়ে ৪ ও ৫ নম্বর ডাবগ্রাম শিল্প পার্ক তৈরি করার জন্য শিল্প উন্নয়ন নিগম পরিকাঠামো গড়ার কাজ করছে। ভিডিওকনের কারখানার জন্য যে জমিটি বরাদ্দ করা হয়েছিল তার মধ্যে থেকে প্রায় ৮ একর জমির ওপর ৪ নম্বর শিল্প পার্কটি হচ্ছে। পাশে থাকা ৭ একর একটি জমির ওপর ৫ নম্বর শিল্প পার্কটি গড়া হবে। রাজ্য ক্ষুদ্র শিল্প উন্নয়ন নিগম জমি দুটির চারপাশে সীমানা প্রাচীর, রাস্তা, জলনিকাশি ব্যবস্থা, পথবাতির ব্যবস্থা করছে, যাতে সেখানে জমি নিয়ে কারখানা করার জন্য শিল্পপতিদের পরিকাঠামোগত সমস্যা না হয়। তবে নতুন শিল্পপার্ক তৈরির উদ্যোগকে স্বাগত জানালেও জমির চড়া দাম নিয়ে ক্ষুব্ধ শিল্পপতি মহল। চড়া দামে জমি লিজে নিয়ে কারখানা খুললে কতটা লাভের মুখ দেখা যাবে, তা নিয়ে শিল্পপতিরা প্রশ্ন তুলছেন। বর্তমানে এক কাঠা জমি লিজে নিতে শিল্পপতিদের প্রায় ৪ লক্ষ টাকা খরচ করতে হচ্ছে। নর্থবেঙ্গল ইন্ডাস্ট্রিস অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক সুরজিৎ পাল বলেন, যেহেতু ১ ও ২ নম্বর শিল্প পার্কের পাশেই ৪ ও ৫ নম্বর শিল্প পার্ক তৈরির উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে, তা ভালো দিক। কিন্তু জমি লিজে নেওয়ার দাম খুব বেশি রাখা হয়েছে। শিল্প করতে গিয়ে যদি জমি নেওয়ার খরচ এত বেড়ে যায়, তাহলে শিল্প আমরা করব কোথা থেকে।

জমির নেওয়ার খরচ সরাসরি উৎপাদন খরচ বাড়িয়ে দেবে। এর ফলে বাইরের পণ্যের সঙ্গে লড়াইয়ে পেরে ওঠা কঠিন হয়ে পড়ে। জমি লিজ মানি যাতে কমানো হয়, সেই বিষয়টি নিয়ে বিভিন্ন শিল্প সংগঠনের তরফে রাজ্য সরকারের কাছে তুলে ধরা হয়েছিল। প্রস্তাব ছিল, জমির দাম কাঠাপ্রতি এক লক্ষ টাকা যেন করা হয়।

কিন্তু তারপরও রাজ্য সেই দাম কমানোর বিষয়ে কোনও উদ্যোগ নেয়নি বলে অভিযোগ। সুরজিতের দাবি, শিলিগুড়ি থেকে শিল্পপতিরা বিহারে গিয়ে টাকা বিনিয়োগ করছেন। বিহারে একটি বিস্কুট কোম্পানিকে সেখানকার সরকার ১০০ বিঘা জমি এক টাকার বিনিময়ে দিয়েছে। জাতীয় সড়কের পাশে বিহার সরকার শিল্প পার্কে সমস্ত পরিকাঠামো দিয়ে দিচ্ছে। সেখানে পশ্চিমবঙ্গ সরকার জমি লিজে দিয়েই যেন টাকা আয় করতে চাইছে। সেই কারণে সেভাবে শিল্প আসছে না। শিল্পকারখানা করার ক্ষেত্রে যতটা সরকারি সহযোগিতা পাওয়ার কথা ততটা মিলছে না বলে জানিয়েছেন কনফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ান ইন্ডাস্ট্রি-এর উত্তরবঙ্গের সহ সভাপতি অমল মণ্ডল। অমল বলেন, সরকার যত সুযোগসুবিধা দেবে ততই এই শিল্পতালুকগুলিতে ক্ষুদ্র ও ছোট শিল্পগুলি বাঁচানো যাবে। জমির দাম কমানোর পাশাপাশি বিদ্যুতের বিলে সরকার ভরতুকি দিতে পারে। এখানে বড় শিল্পকারখানা করার পরিকাঠামো নেই। জমি নিতেই যদি অনেক টাকা চলে যায়, সেখানে ক্ষুদ্র শিল্প হবে কী করে। এদিকে, জয়গাঁ ও এথেলবাড়িতে শিল্পতালুকের পরিকাঠামো গড়ে তোলা হলেও সেখানে সেভাবে শিল্প আসেনি। ফুলবাড়ি এলাকায় প্রথমে ১ ও ২ নম্বর ডাবগ্রাম শিল্পতালুক গড়ে তোলা হয়েছিল। সেখানে বিভিন্ন কারখানা গড়ে উঠেছে। ফুলবাড়ি ২ গ্রাম পঞ্চায়েতের সিপাইপাড়া এলাকায় ৩ নম্বর ডাবগ্রাম শিল্প পার্কে কারখানার জন্য পরিকাঠামো নিগমের তরফে তৈরি করা হয়েছে। সেখানে সমস্ত জমি শিল্পপতিরা নিয়েছেন বলে খবর। তবে সেখানে এখনও কোনও শিল্পকারখানা চালু হয়নি। ফুলবাড়িতে শিল্প পার্কে জমি নেওয়ার চাহিদা রয়েছে বলে বুধবার পশ্চিমবঙ্গ ক্ষুদ্র শিল্প উন্নয়ন নিগমের এক আধিকারিক দাবি করেছেন। তিনি বলেন, ৩ নম্বর শিল্প পার্কের সমস্ত জমি শিল্পপতিরা নিয়ে ফেলেছেন। ৪ ও ৫ নম্বর পার্কের পরিকাঠামো এক বছরের মধ্যে তৈরি হবে। সেই জমিও কারখানা গড়তে শিল্পপতিরা নিয়ে নেবেন বলেই আশা করছি।

গণনার আগেই উত্তপ্ত আলিপুরদুয়ার, প্যারেড গ্রাউন্ডে মুখোমুখি তৃণমূল-বিজেপি

অভিজিত চক্রবর্তী, নয়া জামানা, আলিপুরদুয়ার ঃ ৪ঠা মে ভোট গণনা। তার আগেই রণক্ষেত্রের চেহারা নিল আলিপুরদুয়ার প্যারেড গ্রাউন্ড। গণনা কেন্দ্রের বাইরে টেন্ট বানানোকে কেন্দ্র করে তৃণমূল ও বিজেপির মধ্যে চরম বাদানুবাদ ও উত্তেজনা ছড়িয়েছে। পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে পৌঁছায় যে, পুলিশের সামনেই তৃণমূল কর্মীরা ওই এলাকায় নিজেদের দলীয় পতাকা লাগিয়ে দেয় বলে অভিযোগ। আলিপুরদুয়ার প্যারেড গ্রাউন্ডের ঠিক পাশেই আলিপুরদুয়ার বিশ্ববিদ্যালয়। সেখানে রয়েছে ইভিএম-এর স্ট্রং রুম। আগামী ৪ঠা মে জেলার পাঁচটি বিধানসভা কেন্দ্রের ভোট গণনা সেখানেই হবে। প্রথা অনুযায়ী, গণনা কেন্দ্রের বাইরে রাজনৈতিক দলগুলি তাদের কর্মীদের বসার জন্য অস্থায়ী টেন্ট তৈরি করে। আর এই টেন্টের জায়গা দখল ঘিরেই বিবাদের সূত্রপাত। আলিপুরদুয়ারের বিজেপি সাংসদ মনোজ টিগ্গা তৃণমূলের বিরুদ্ধে গাজোয়ারির অভিযোগ তুলেছেন। তাঁর দাবি, তৃণমূলের তৈরি টেন্ট থেকে নির্দিষ্ট দূরত্ব বজায় রেখেই বিজেপি নিজেদের প্যান্ডেল করতে গিয়েছিল। পুলিশের উপস্থিতিতেই তৃণমূল কর্মীরা বিজেপির জন্য নির্ধারিত জায়গায় জোরপূর্বক নিজেদের ঝান্ডা পুঁতে দেয়। সাংসদের কথায়, পুরো জায়গাটাই তৃণমূল দখল করতে চাইছে। বাতি নেভার আগে যেমন দপদপ করে জ্বলে ওঠে, তৃণমূলের অবস্থাও এখন ঠিক সেরকম। ৪ তারিখের পর ওদের ঝান্ডা ধরার লোক থাকবে না। বিজেপির পক্ষ থেকে স্পষ্ট জানানো হয়েছে, তারা ওই নির্দিষ্ট জায়গাতেই টেন্ট তৈরি করবে। পাল্টা সুর চড়িয়েছে ঘাসফুল শিবিরও। তৃণমূল যুব কংগ্রেসের জেলা সভাপতি সমীর ঘোষ জানান, বিজেপি নেতৃত্ব এসে প্যান্ডেলের কাজ শুরু করার চেষ্টা করছিল। নিজেদের এলাকা রক্ষার্থেই তাঁরা দলীয় পতাকা লাগাতে বাধ্য হয়েছেন। সমীরবাবুর কটাক্ষ, বিজেপি ভাবছে নির্বাচন কমিশন ওদের পকেটে। ওরা হারবে নিশ্চিত জেনেই এসব করছে। এটা বাংলা, এখানে বিজেপির মস্তানি চলবে না। গণনা কেন্দ্রের এত কাছে দুই যুযুধান শিবিরের এই সংঘর্ষে এলাকায় ব্যাপক উত্তেজনা বিরাজ করছে। ঘটনাস্থলে পুলিশ মোতায়েন থাকলেও পরিস্থিতি থমথমে।

শিলিগুড়ি পৌরনিগমে ৫০তম বোর্ড মিটিং

বাপ্পা রায়, নয়া জামানা, শিলিগুড়ি ঃ শিলিগুড়ি পৌরনিগমের অধিবেশন কক্ষে এদিন অনুষ্ঠিত হলো ৫০তম বোর্ড মিটিং। গুরুত্বপূর্ণ এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন শহরের মেয়র গৌতম দেব, ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার এবং চেয়ারম্যান প্রতুল চক্রবর্তী সহ বিভিন্ন দলের ওয়ার্ড কাউন্সিলররা।

বৈঠক চলাকালীন এসআইআর সংক্রান্ত প্রশ্ন উঠতেই পরিস্থিতি কিছুটা উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। এই ইস্যুকে কেন্দ্র করে বিজেপি কাউন্সিলররা সভা থেকে বেরিয়ে যান। যদিও তাদের স্পষ্ট দাবি, এটি কোনো ওয়াকআউট নয়। পূর্বনির্ধারিত কাজ থাকায় অনুমতি নিয়েই তারা সভা ত্যাগ করেছেন বলে জানান। এদিনের বোর্ড মিটিংয়ে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। বিশেষ করে আসন্ন বর্ষা মরশুমকে সামনে রেখে শহরের প্রস্তুতি, জলনিকাশি ব্যবস্থা এবং নাগরিক পরিষেবা কীভাবে আরও উন্নত করা যায়, সে বিষয়েই বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়।

বোর্ড মিটিং শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মেয়র গৌতম দেব জানান, আগামী ৬ মে-র পর থেকে শহরে একাধিক উন্নয়নমূলক উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। পাশাপাশি শিলিগুড়ির সার্বিক উন্নয়ন ও নাগরিক পরিষেবাকে আরও শক্তিশালী করার দিকেও জোর দেওয়া হবে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

কোচবিহারে সরকারি স্কুলে অতিরিক্ত ফি আদায়ে বিক্ষোভ এআইডিএসও-র

নয়া জামানা, কোচবিহার ঃ কোচবিহারের বিভিন্ন সরকারি স্কুলে অতিরিক্ত ফি নেওয়ার অভিযোগকে কেন্দ্র করে সরব হল ছাত্র সংগঠন এআইডিএসও। বৃহস্পতিবার বিকেল প্রায় ৩টা ৪৫ মিনিট নাগাদ কোচবিহার জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক দফতরের সামনে বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করেন সংগঠনের সদস্যরা। পরে তারা ডিআই অফিসে গিয়ে একটি স্মারকলিপি জমা দেন এবং অবিলম্বে সমস্যার সমাধানের দাবি জানান। সংগঠনের অভিযোগ, সরকারি স্কুলগুলিতে নির্ধারিত ফি-এর বাইরে অতিরিক্ত অর্থ আদায় করা হচ্ছে ছাত্র-ছাত্রীদের কাছ থেকে। এর ফলে আর্থিকভাবে পিছিয়ে পড়া পরিবারের পড়ুয়ারা মারাত্মক সমস্যার মুখে পড়ছে। শুধু তাই নয়, অনেক ক্ষেত্রে এই অতিরিক্ত ফি না দিলে বিভিন্ন প্রশাসনিক জটিলতার সম্মুখীন হতে হচ্ছে বলেও দাবি তোলা হয়েছে। এদিনের বিক্ষোভে উপস্থিত এআইডিএসও-র সদস্যরা স্পষ্ট ভাষায় জানান, শিক্ষার অধিকার সকলের জন্য সমান হওয়া উচিত। সরকারি স্কুলে শিক্ষার মূল উদ্দেশ্যই হল স্বল্প খরচে মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করা। সেখানে যদি অতিরিক্ত ফি চাপিয়ে দেওয়া হয়, তবে তা শিক্ষার মৌলিক অধিকারের পরিপন্থী। ডিআই অফিসে জমা দেওয়া স্মারকলিপিতে সংগঠনের পক্ষ থেকে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ দাবি তুলে ধরা হয়েছে। তাদের দাবি, অবিলম্বে অতিরিক্ত ফি আদায় বন্ধ করতে হবে এবং ইতিমধ্যেই যেসব ছাত্র-ছাত্রীর কাছ থেকে অতিরিক্ত টাকা নেওয়া হয়েছে, তা দ্রুত ফেরত দিতে হবে। পাশাপাশি ভবিষ্যতে এই ধরনের ঘটনা যাতে না ঘটে, তার জন্য কঠোর নজরদারি ও প্রশাসনিক পদক্ষেপ গ্রহণেরও দাবি জানানো হয়েছে। সংগঠনের সদস্য আসিফ আলাম বলেন, বিভিন্ন সময় আমরা অভিযোগ পাচ্ছি যে সরকারি স্কুলে পড়ুয়াদের কাছ থেকে বেআইনিভাবে অতিরিক্ত ফি নেওয়া হচ্ছে। আমরা চাই প্রশাসন দ্রুত ব্যবস্থা নিক, যাতে কোনও পড়ুয়াকে আর্থিক চাপে পড়ে পড়াশোনা ছাড়তে না হয়। ঘটনাটি সামনে আসতেই শিক্ষামহলে ব্যাপক চর্চা শুরু হয়েছে। এখন দেখার, প্রশাসন এই অভিযোগের ভিত্তিতে কী পদক্ষেপ গ্রহণ করে এবং আদৌ সমস্যার সমাধানে কতটা দ্রুত উদ্যোগী হয়।

শারীরিক অবস্থার উন্নতি, হাসপাতাল থেকে বাড়ি ফিরলেন পদ্মশ্রী মঙ্গলাকান্ত রায়

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ শারীরিক অবস্থার কিছুটা উন্নতি হতেই চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের কাছে আবদার শুরু করেন বাড়ি ফেরার। তাঁর আর্জি মেনে বুধবার পদ্মশ্রী সম্মানপ্রাপক সারিন্দাবাদক মঙ্গলাকান্ত রায়কে বাড়ি ফিরিয়ে আনলেন পরিবারের সদস্যরা। মঙ্গলাকান্তর বড় ছেলে উমাকান্ত রায় বলেন, আগের তুলনায় বাবার শরীর অনেকটা ভালো। তিনি কোনওভাবেই হাসপাতালে থাকতে চাইছিলেন না। প্রতিনিয়ত বাড়ি ফেরার কথা বলছিলেন। তাই আমরা বাবাকে বাড়িতে নিয়ে এলাম। বিগত এক সপ্তাহের বেশি সময় মঙ্গলাকান্ত গলার সংক্রমণে ভুগছিলেন। খাওয়াদাওয়ায় সমস্যা হচ্ছিল। সঙ্গে ছিল বার্ধক্যজনিত অসুস্থতা। এরপর তাঁর পরিবারের সদস্যরা ময়নাগুড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যান। যদিও চিকিৎসকরা তাঁকে জলপাইগুড়ি সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে স্থানান্তরিত করেন। সোমবার মঙ্গলাকান্তকে সেখানে ভর্তি করা হয়। তবে হাসপাতালে ভর্তি করার পর থেকেই শিল্পী বাড়িতে ফেরার জন্য জোর করছিলেন। এবার হাসপাতাল থেকে বাড়ি ফিরলেন তিনি।

মূর্তি বনবস্তিতে হাতির হামলায় প্রাণ গেল যুবকের

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ উত্তরবঙ্গের ডুয়ার্সে ফের বন্যপ্রাণী ও মানুষের সংঘাতের রক্তক্ষয়ী অধ্যায়। এবার ঘটনাস্থল গরুমারা জঙ্গল সংলগ্ন মূর্তি বনবস্তি এলাকা। বৃহস্পতিবার ভোরে হাতির হামলায় প্রাণ হারালেন সুরজ ওরাওঁ নামে এক স্থানীয় যুবক। এই ঘটনায় এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়েছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রতিদিনের মতো বৃহস্পতিবার সকালে নিজের জমিতে যাওয়ার জন্য বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলেন সুরজ। জঙ্গল লাগোয়া মূর্তি বনবস্তি এলাকায় গরুমারা জঙ্গল থেকে একটি দলছুট দাঁতাল লোকালয়ে ঢুকে পড়ে। প্রাথমিক অনুমান, জমির কাছাকাছি পৌঁছোতেই সুরজ ওই হাতিটির সামনে পড়ে যান। পালানোর সুযোগ পাওয়ার আগেই দাঁতালটি তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। পরবর্তীতে স্থানীয়রা ওই স্থানে সুরজকে নিথর অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখেন। তাঁর শরীরে আঘাতের চিহ্ন ছিল স্পষ্ট। খবর দেওয়া হয় মেটেলি থানায় এবং বনদপ্তরে। খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় মেটেলি থানার পুলিশ এবং গরুমারা বন্যপ্রাণী বিভাগের আধিকারিকরা। পুলিশ মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য জলপাইগুড়ি সদর হাসপাতালে পাঠিয়েছে।

গরুমারা বন্যপ্রাণী বিভাগের এডিএফও রাজীব দে জানান, প্রাথমিক তদন্তে এটি হাতির হামলা বলেই নিশ্চিত হওয়া গিয়েছে। বনদপ্তরের নিয়ম অনুযায়ী মৃত যুবকের পরিবারকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু করা হয়েছে। এই ঘটনার পর থেকে মূর্তি ও সংলগ্ন লাটাগুড়ি এলাকায় আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি হয়েছে। স্থানীয়দের অভিযোগ, মাঝেমধ্যেই জঙ্গল থেকে হাতি লোকালয়ে ঢুকে ফসলের ক্ষতি করছে। স্থায়ী সমাধানের দাবিতে সরব হয়েছেন বনবস্তির বাসিন্দারা। বনদপ্তরের পক্ষ থেকে ওই এলাকায় নজরদারি বাড়ানো হয়েছে।

বক্সিরহাটে নৃসিংহ চতুর্দশীতে বিশেষ পূজা ও যজ্ঞ

নয়া জামানা, বক্সিরহাট ঃ ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্য ও ভক্তির আবহে বক্সিরহাটে পালিত হলো নৃসিংহ চতুর্দশী। এই পবিত্র তিথি উপলক্ষে স্থানীয় নৃসিংহদেব আশ্রমে আয়োজিত হয় বিশেষ পূজা ও যজ্ঞ, যেখানে সকাল থেকেই ভক্তদের উল্লেখযোগ্য ভিড় লক্ষ্য করা যায়। হিন্দু শাস্ত্র মতে, এই দিনেই ভগবান নৃসিংহদেবের আবির্ভাব ঘটেছিল। তাই দিনটির ধর্মীয় গুরুত্ব অপরিসীম। সেই উপলক্ষ্যে ভক্তরা নিষ্ঠা ও ভক্তিভরে পূজা-অর্চনায় অংশ নেন। আশ্রম প্রাঙ্গণে সকাল থেকেই শুরু হয় বিভিন্ন ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান, যা ক্রমশ এক আধ্যাত্মিক পরিবেশ সৃষ্টি করে। বিশেষভাবে আয়োজিত যজ্ঞে পুরোহিতদের মন্ত্রোচ্চারণে চারদিক মুখরিত হয়ে ওঠে। ভক্তরা গভীর মনোযোগ দিয়ে সেই যজ্ঞে অংশগ্রহণ করেন এবং দেবতার কাছে প্রার্থনা জানান নিজেদের ও সমাজের কল্যাণ কামনায়। পূজা শেষে ভক্তদের মধ্যে প্রসাদ বিতরণ করা হয়। উপস্থিত ছিলেন হিরণ্ময় গোস্বামী মহারাজ সহ আরও অনেকে। এই ধর্মীয় অনুষ্ঠানে শুধু স্থানীয় বাসিন্দারাই নন, দূর-দূরান্ত থেকেও বহু ভক্ত উপস্থিত হন। ফলে আশ্রম প্রাঙ্গণ উৎসবমুখর হয়ে ওঠে। শৃঙ্খলাবদ্ধ ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশে সম্পন্ন হয় সমগ্র অনুষ্ঠান। আয়োজকদের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, প্রতি বছরের মতো এবারও যথাযোগ্য মর্যাদায় এই পবিত্র দিনটি পালন করা হয়েছে। ভবিষ্যতেও এই ঐতিহ্য বজায় রেখে আরও বৃহত্তর পরিসরে অনুষ্ঠান আয়োজনের পরিকল্পনা রয়েছে।

কাঁচা চা পাতার দাম ও ওজনে কারচুপির অভিযোগ ময়নাগুড়িতে

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ কাঁচা চা পাতার ন্যায্য দামের দাবিতে রণক্ষেত্র হয়ে উঠল ময়নাগুড়ি। বুধবার সকালে রামসাই-ময়নাগুড়ি সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভে ফেটে পড়লেন স্থানীয় ক্ষুদ্র চা চাষী ও পাইকাররা। দাবি পূরণ না হলে আগামীতে আরও বৃহত্তর আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তাঁরা। চাষীদের প্রধান অভিযোগ বটলিফ কারখানাগুলির একতরফা সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে। তাঁদের দাবি, কারখানাগুলি দিনে একাধিকবার পাতার দাম পরিবর্তন করছে। সকালে প্রতি কেজি পাতার দাম ২০ টাকা থাকলেও, বিকেলের দিকে তা কমিয়ে মাত্র ৭-৮ টাকা করে দেওয়া হচ্ছে। এর ফলে চাষীদের উৎপাদন খরচটুকুও উঠছে না। পাশাপাশি কারখানাগুলির ওজন করার কাঁটা নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন চাষীরা। তাঁদের আরও অভিযোগ, শুকনা পাতার নাম করে প্রতি কুইন্টালে ৭ কেজি করে পাতা অন্যায্যভাবে কেটে নেওয়া হচ্ছে। এদিন ক্ষুব্ধ চাষীরা রামসাই-ময়নাগুড়ি সড়কের ওপর কাঁচা চা পাতা ছড়িয়ে দিয়ে পথ অবরোধ করেন। এর ফলে গুরুত্বপূর্ণ এই রাস্তায় দীর্ঘক্ষণ যান চলাচল থমকে যায়। ভোগান্তিতে পড়েন নিত্যযাত্রীরা। খবর পেয়ে ময়নাগুড়ি থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। পুলিশ আধিকারিকরা বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে কথা বলেন এবং কারখানা কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনায় বসার আশ্বাস দিলে কয়েক ঘণ্টা পর অবরোধ তুলে নেওয়া হয়। বিক্ষোভকারীদের স্পষ্ট বক্তব্য, দিনে একবার যে দাম নির্ধারিত হবে, সারা দিন সেই একই দামে পাতা কিনতে হবে কারখানাগুলিকে। ওজনে কারচুপি এবং অন্যায্য ছাড় বন্ধ করতে হবে। এই পরিস্থিতিতে ক্ষুদ্র চা শিল্পকে বাঁচাতে প্রশাসনের সরাসরি হস্তক্ষেপের দাবি জানিয়েছেন ময়নাগুড়ির প্রান্তিক চাষীরা।

কাঁচা চা পাতার ন্যায্য দামের দাবিতে রণক্ষেত্র হয়ে উঠল ময়নাগুড়ি। বুধবার সকালে রামসাই-ময়নাগুড়ি সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভে ফেটে পড়লেন স্থানীয় ক্ষুদ্র চা চাষী ও পাইকাররা। দাবি পূরণ না হলে আগামীতে আরও বৃহত্তর আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তাঁরা।

Naya Jamana.....14 january...2026....._Layout 1 01-05-2026 04:23 Page 5

১ মে ২০২৬

গৌড়বঙ্গ

নয়া জামানা

ইসলামপুরে ভোট পরবর্তী অস্থিরতা রুখতে পথে কেন্দ্রীয় বাহিনী ও পুলিশ, চলছে কড়া রুটমার্চ

নয়া জামানা ।। উত্তর দিনাজপুর

দ্বিতীয় দফার বিধানসভা নির্বাচন শেষ হতেই উত্তর দিনাজপুরের ইসলামপুর বিধানসভা এলাকায় শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখতে সক্রিয় হয়ে উঠেছে প্রশাসন। ভোট-পরবর্তী সম্ভাব্য অশান্তি রুখতে ইতিমধ্যেই একাধিক কড়া পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে বলে জানা গেছে।

আগামী ৪ঠা মে ফল ঘোষণাকে সামনে রেখে এলাকায় নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে। গত ২৩শে এপ্রিল প্রথম দফার ভোটগ্রহণের পর বুধবার দ্বিতীয় দফার নির্বাচন সম্পন্ন হয়। এরপর থেকেই প্রশাসনের পক্ষ থেকে নজরদারি বাড়ানো হয়েছে। সাধারণ মানুষের মধ্যে নিরাপত্তার অনুভূতি জোরদার করতে ইসলামপুরের রামগঞ্জ বাজারসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় শুরু হয়েছে রুট মার্চ ও সচেতনতা প্রচার অভিযান।বৃহস্পতিবার ইসলামপুর পুলিশ প্রশাসনের উদ্যোগে কেন্দ্রীয় বাহিনীকে সঙ্গে নিয়ে এক বৃহৎ রুট মার্চ আয়োজন করা হয়। ডিএসপি (ডিইবি) সাম সুব্র কাপ্রী, ইসলামপুর থানার আইসি এবং রামগঞ্জ পুলিশ ফাঁড়ির ওসি দিবেন্দু দাসের নেতৃত্বে বাহিনী বিভিন্ন এলাকা পরিদর্শন করে। সাধারণ মানুষের উদ্দেশ্যে শান্তি বজায় রাখার বার্তা দেওয়া হয় এবং গুজবে কান না দেওয়ার জন্য আবেদন জানানো হয়। প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, কোনও রকম হিংসা বা অশান্তি বরদাস্ত করা হবে না। পরিস্থিতি বিঘ্নিত করার চেষ্টা করলে কঠোর আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।এই প্রসঙ্গে ডিএসপি সাম সুব্র কাপ্রী বলেন, ভোট পরবর্তী সময়ে যাতে কোনও অশান্তি না ছড়ায়, সেই লক্ষ্যেই নিয়মিত রুট মার্চ করা হচ্ছে। সাধারণ মানুষকে অনুরোধ করছি, গুজবে কান না দিয়ে শান্তি বজায় রাখুন এবং কোনও সমস্যা হলে দ্রুত প্রশাসনকে জানান।ফল ঘোষণার আগে পর্যন্ত ইসলামপুর জুড়ে এই ধরনের টহল ও সচেতনতা কর্মসূচি আরও জোরদার করা হবে বলে প্রশাসন সূত্রে খবর।

লালবাজারে আকবর আলীর স্মৃতিচারণ, লড়াকু নেতার প্রতি শ্রদ্ধা

সুবল গোপ, নয়া জামানা উত্তর দিনাজপুর ঃ প্রয়াত শ্রমিক নেতা আকবর আলীসহ চারজন সিপিআইএম নেতার স্মৃতির উদ্দেশ্যে বৃহস্পতিবার চোপড়ার লালবাজারে অনুষ্ঠিত হলো স্মরণ সভা।এদিনের স্মরণ সভায় দলীয় নেতা-কর্মী ও সমর্থকদের ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো। উল্লেখ্য, ২০০৩ সালের ৩০ এপ্রিল চোপড়ার লালবাজারে ঘটে এক মর্মান্তিক ঘটনা। প্রকাশ্য দিবালোকে সিটুর প্রভাবশালী শ্রমিক নেতা আকবর আলীসহ মোট চারজন সিপিআইএম নেতা খুন হন।রাজনৈতিক কারণে সংঘটিত সেই হত্যাকাণ্ড আজও এলাকাবাসীর কাছে স্মরণীয় হয়ে গভীর রয়েছে। নিহতদের মধ্যে ছিলেন আকবর আলী, বিজয় রায়, জরিফুল ইসলাম এবং খলিলুর রহমান।এই শহীদদের স্মরণীয় করে রাখতে প্রতিবছর ৩০ এপ্রিল চোপড়ার দাসপাড়া লালবাজারে শহীদ বেদির সামনে স্মরণসভা পালন করা হয়।এদিন সকালে পতাকা উত্তোলন করে শহীদ বেদিতে মাল্যদান এবং পুষ্পার্ঘ নিবেদন করা হয়।অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সিটু জেলা সম্পাদক স্বপন গুহ নিয়োগী, সিপিআইএম চোপড়া ২ নম্বর এরিয়া কমিটির সম্পাদক বিদ্যুৎ তরফদার, সিপিআইএম প্রার্থী মকলেস্বর রহমান, শ্রমিক নেতা দবিরুল ইসলাম সহ অন্যান্য নেতৃত্ব।পাশাপাশি শহীদ পরিবারের সদস্যরাও উপস্থিত থেকে প্রয়াতদের প্রতি শ্রদ্ধা জানান। স্মরণসভা থেকে নেতারা শহীদদের আদর্শকে সামনে রেখে সংগঠনকে আরও শক্তিশালী করার বার্তা দেন।

কুশমন্ডি থেকে তপন- ত্রিমুখী লড়াইয়ে কোন ফুল এগিয়ে ?

সাজাহান আলি , নয়া জামানা, দক্ষিণ দিনাজপুর ঃ সকাল থেকে সন্ধ্যা সর্বত্র এখন একটি বিষয়ে জোর আলোচনা চলছে। যুক্তি , পাল্টা যুক্তি , ঘটনার বিশ্লেষণ সবকিছুর সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল।চায়ের দোকান থেকে শুরু করে অফিস , আদালত , হাট - বাজার , ক্লাব , মানুষের আড্ডায় একটি প্রশ্নই ঘুরপাক খাচ্ছে। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার ৬ টি আসনে কে জিতবে ? তৃণমূল কংগ্রেস না বিজেপি ? নাকি ৩৪ বছরের বাম শাসনের ভুল ত্রুটি সংশোধন করে জনতার রায়ে পুনরায় বিজয়ী হবে বামফ্রন্ট। জেলার কুশমন্ডি , কুমারগঞ্জ , বালুরঘাট , তপন , গঙ্গারামপুর , হরিরামপুর সর্বত্র প্রায় একই পটভূমি এবং সব জায়গাতেই ভোটের ফলাফল কি হবে তা নিয়ে যথারীতি কাটা ছেঁড়া চলছে।২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার মোট ৬ টি ফলাফল ছিল তৃণমূল কংগ্রেস - ৩ বিজেপি - ৩ । ২০২৬ সালেও হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের ফলে আগের সেই ফলাফল পুনাবৃত্তি হতে পারে বলে রাজনৈতিক মহল মনে করছে। বিগত বিধানসভায় শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেস জিতেছিল কুশমন্ডি , কুমারগঞ্জ ও হরিরামপুর বিধানসভা কেন্দ্রে ।পক্ষান্তরে বিজেপির দখলে গিয়েছিল বালুরঘাট , তপন ও গঙ্গারামপুর কেন্দ্র। এবার ত্রিমুখী লড়াইয়ের পরিপ্রেক্ষিতে অনেকে মনে করছেন ২০২১ এর রেজাল্ট এর পুনরাবৃত্তি এবারও হতে পারে। অর্থাৎ তৃণমূল কংগ্রেস ও বিজেপি ৩ টি করে আসন পেতে পারে । এক্ষেত্রে শাসকদলের পক্ষে কুমারগঞ্জ , কুশমন্ডি ও হরিরামপুর বিধানসভা দখলে থাকছে বলে মনে করা হচ্ছে ।অন্যদিকে , বালুরঘাট , তপন , গঙ্গারামপুর কেন্দ্র বিজেপি ধরে রাখতে সক্ষম হবে বলে ভোটারদের একাংশ মনে করছেন । আবার এমন চর্চাও জোরদার ভাবে চলছে যে , তপন বিধানসভা কেন্দ্রে তৃণমূল ও বিজেপির মধ্যে চরম হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হতে পারে এবং সে ক্ষেত্রে তৃণমূল প্রার্থী জয়লাভ করলে অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না। এমনটি হলে জেলার ছটি আসনের মধ্যে শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষে ব্যবধান হতে পারে ৪-২ । যদিও বালুরঘাট , কুমারগঞ্জ , গঙ্গারামপুর , হরিরামপুর ইত্যাদি আসন গুলিতে সিপিএম তথা বামফ্রন্ট প্রার্থীদের সঙ্গে যথেষ্ট লড়াই হতে পারে বলে রাজনৈতিক মহল মনে করছে । বিশেষত কুমারগঞ্জ , বালুরঘাট কেন্দ্রে বামফ্রন্ট প্রার্থী বেশ ভালো ফল করবেন বলে কেউ কেউ মনে করছেন । শুধু তাই নয় , বামফ্রন্ট প্রার্থীরা নিজ নিজ কেন্দ্রের ফলাফল কে যেকোনো সময় ওলট -পালট করে দিতে পারেন বলে ভোটারদের একাংশ জোর দিয়ে বলছেন। এছাড়া কংগ্রেস , মিম , এসইউসিআই ও নির্দল প্রার্থীরা কিছু ভোট অবশ্যই কাটবেন যা বিজয়ী প্রার্থীদের জয়ের ব্যবধান কে কমিয়ে দিতে পারে । যদিও প্রধান তিনটি দল তৃণমূল কংগ্রেস , বামফ্রন্ট ও বিজেপি প্রার্থীরা নিজ নিজ কেন্দ্রে জিতবেন বলে ভীষণ আশাবাদী। বলাবাহুল্য , এক্সিট পোলের মতো ভোটের ফলাফলের এই পূর্বাভাস মিলতেও পারে বা নাও মিলতে পারে। আবার একেবারে অন্যরকম রেজাল্টও হতে পারে । তবে শেষ পর্যন্ত কি হবে কোন দলের কোন প্রার্থীর ভাগ্যের শিকে শেষ পর্যন্ত ছিড়বে বা শেষ হাসি হাসবেন তা ৪ মে ভোটের ফলাফল প্রকাশিত হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করা ছাড়া কোন উপায় নেই।

প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনার কাজে 'কচ্ছপের গতি', দুর্ভোগের শেষ নেই এলাকাবাসীর

নয়া জামানা, মালদা ঃ মালদহের* হরিশ্চন্দ্রপুর-২ ব্লকে প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনার রাস্তার কাজের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনের পর কেটে গিয়েছে দীর্ঘ তিন বছর। তারপরও রাস্তার কাজ সম্পূর্ণ হয়নি বলে স্থানীয়দের অভিযোগ। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, গত ২০২৩ সালের মে মাসে মালিওর বাঁধ ফরেস্ট থেকে ফতেপুর ভায়া জগন্নাথপুর পর্যন্ত ৭.৪ কিলোমিটার রাস্তার কাজের উদ্বোধন করেন রাজ্যের প্রতিমন্ত্রী তাজমুল হোসেন। এই*রাস্তার জন্য বরাদ্দ হয়েছিল ৭ কোটি ৬৮ লক্ষ টাকা ।সেবছর পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে তড়িঘড়ি উদ্বোধন করা হলেও রাস্তার একাংশের কাজ আজ পর্যন্ত সম্পন্ন হয়নি বলে ক্ষোভ বাড়ছে এলাকায়।* গত ২০২৩ সালের পঞ্চায়েত নির্বাচনের পর ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচন এবং ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনও মিটে গেছে। কিন্তু রাস্তার হাল ফেরেনি। ভালুকা রোড থেকে ভালুকা বাজার যাওয়ার রাজ্য সড়কের পাশ থেকে জেলা বন বিভাগের ভালুকারোড রেঞ্জের কড়িয়ালি বনের ভেতর দিয়ে জগন্নাথপুর গ্রামে যাওয়ার রাস্তাটি বর্তমানে বেহাল অবস্থা। রাস্তার পাথর বেরিয়ে খানা খন্দ,গর্তে ভরে গেছে।সামান্য বৃষ্টি হলে জল জমে যায় রাস্তার বড় বড় গর্তে। জল জমে থাকায় এই রাস্তায় প্রায়শই দুর্ঘটনা ঘটে থাকে।উল্লেখ্য, ২০২৩ সালের মে মাসের প্রথম সপ্তাহে মালদহ কলেজ অডিটোরিয়ামের প্রশাসনিক বৈঠকে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই রাস্তার ভার্চুয়াল শিলান্যাস করেন। তারপর ওই বছরের ১৪মে পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে ঘটা করে রাস্তার কাজের উদ্বোধন করেন প্রতিমন্ত্রী তাজমুল হোসেন। কিন্তু তারপর পঞ্চায়েত, লোকসভা ও বিধানসভার নির্বাচন মিটে যাওয়ার পরও কাজ অসম্পূর্ণ রয়ে গেছে বলে অভিযোগ। বর্তমানে রাস্তায় পিচের আস্তরণ পড়েনি।*এই বনের রাস্তা*অতিক্রম করে শুধু* জগন্নাথপুর হাই মাদ্রাসা নয় একাধিক প্রাথমিক বিদ্যালয়, উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রে যাতায়াত করতে হয়।ভালুকা গ্রাম পঞ্চায়েত সদর, ভালুকা রোড রেলওয়ে স্টেশনে যাওয়ার এটি প্রধান রাস্তা।জগন্নাথপুর,ভৈরবপুর, শিরিশবোনা, তালগাছি সহ আশপাশের অন্যান্য গ্রামের বাসিন্দারা এই রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করেন।তাই পড়ুয়া, শিক্ষক শিক্ষিকা, স্বাস্থ্য কর্মীর সঙ্গে সঙ্গে এলাকার কয়েক হাজার মানুষকে প্রতিদিন যাতায়াত করতে গিয়ে দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে।যদিও রাজ্যের বিদায়ী প্রতিমন্ত্রী তাজমুল হোসেন বলেন, রাস্তার কাজ সম্পন্ন হবে এতে কোন সংশয় নেই। নির্বাচন প্রক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার পর আশা করছি দ্রুত কাজ সম্পন্ন হবে।*এই প্রসঙ্গে হরিশ্চন্দ্রপুর-২ ব্লক প্রশাসন জানিয়েছেন, নির্বাচন পর্ব মিটে যাওয়ার পর খতিয়ে দেখে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

ভুট্টার জমি থেকে বৃদ্ধের রক্তাক্ত দেহ উদ্ধার, চাঞ্চল্য গোয়ালপোখরে

মোহম্মদ আলম,নয়া জামানা, উত্তর দিনাজপুর ঃ ভুট্টার জমি থেকে এক বৃদ্ধের রক্তাক্ত মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়াল উত্তর দিনাজপুর জেলার গোয়ালপোখর থানার সাহাপুর এলাকায়। মৃতের নাম শ্রীপতি বনিক (৬৫), বাড়ি হাট ডুবকল এলাকায়।স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার সকালে এলাকার বাসিন্দারা একটি ভুট্টার জমির মধ্যে রক্তাক্ত অবস্থায় ওই ব্যক্তির দেহ পড়ে থাকতে দেখেন।খবর দ্রুত ছড়িয়ে পড়তেই ঘটনাস্থলে ভিড় জমায় স্থানীয় মানুষজন ও মৃতের পরিবারের সদস্যরা। পরিবারের দাবি, ধারালো অস্ত্র দিয়ে গলার নলি কেটে শ্রীপতি বনিককে খুন করা হয়েছে। তবে কী কারণে এই খুন, তা এখনও স্পষ্ট নয়। জানা গিয়েছে, বুধবার রাতে তিনি বাড়িতেই ছিলেন। বৃহস্পতিবার সকালে নিজের জমির পাশের ভুট্টার ক্ষেত থেকে তার দেহ উদ্ধার হয়।ঘটনার খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় গোয়ালপোখর থানার পুলিশ। পুলিশ মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালে পাঠায়।ইতিমধ্যেই ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।এই ঘটনায় এলাকায় আতঙ্ক ও উত্তেজনার পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। খুনের কারণ উদঘাটনে পুলিশের ভূমিকার দিকে তাকিয়ে রয়েছে স্থানীয় বাসিন্দারা।

ট্রফি ঘরে তুলল হাজি নাকু মহম্মদ হাইস্কুল, সিএনবি অনূর্ধ্ব-১৫ বিভাগে দুর্দান্ত জয়

নয়া জামানা, মালদা ঃ আন্তঃজেলা ক্রিকেটে সাফল্যের পর উচ্ছ্বাসে ফেটে পড়ল পড়ুয়া ও শিক্ষকরা। সিএবি পরিচালিত অনূর্ধ্ব-১৫ আন্তঃজেলা স্কুল ক্রিকেট টুর্নামেন্টে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করেছে গাজোল হাজি নাকু মহম্মদ হাইস্কুল। সেই জয়ের আনন্দ ভাগ করে নিতে ট্রফি হাতে শোভাযাত্রায় সামিল হল গোটা স্কুল পরিবার। মালদহ ডিএসএ ময়দানে অনুষ্ঠিত ফাইনাল ম্যাচে চাঁচল সিদ্ধেশ্বরী ইনস্টিটিউশনকে পাঁচ উইকেটে পরাজিত করে চ্যাম্পিয়নের শিরোপা দখল করে এই দল। ম্যাচ জয়ের পর থেকেই শুরু হয় উদযাপন।বুধবার বিকেলে ট্রফি নিয়ে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা বের হয়। ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গে সেই আনন্দে শামিল হন শিক্ষক-শিক্ষিকারাও। উচ্ছ্বাস, স্লোগান আর উৎসবের আবহে মুখরিত হয়ে ওঠে চারপাশ। পথচলতি মানুষও থেমে এই বিশেষ মুহূর্তের সাক্ষী থাকেন। স্কুল কর্তৃপক্ষের মতে, এই জয় শুধুমাত্র একটি ট্রফি নয় বরং ভবিষ্যতের জন্য বড় অনুপ্রেরণা। আগামী দিনে রাজ্যস্তরের ক্রিকেট টুর্নামেন্টে অংশ নিতে চলেছে দলটি। ফলে এখন থেকেই শুরু হয়েছে প্রস্তুতি। এই সাফল্যে খুশির হাওয়া বইছে সর্বত্র,চ্যাম্পিয়নদের অভিনন্দনে ভাসছে গোটা এলাকা।

দলবিরোধী কাজ চোপড়ায় বড় পদক্ষেপ, ৫ তৃণমূল কর্মীকে বহিষ্কার

নয়া জামানা উত্তর, দিনাজপুর ঃ বিধানসভা নির্বাচনে দল বিরোধী কার্যকলাপে যুক্ত থাকার অভিযোগে পাঁচ জন দলীয় কর্মীকে বহিষ্কার করলেন চোপড়া বিধানসভা এলাকার মাঝিয়ালী অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেস ।

বৃহস্পতিবার মাঝিয়ালী অঞ্চল তৃনমূল কার্যালয়ে মাঝিয়ালী অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের সেভেন ম্যান কমিটির বৈঠকে সিদ্ধান্ত নিয়ে দল বিরোধীদের বহিষ্কার ঘোষণা করা হয়, এমনটাই জানান মাঝিয়ালী অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি আকবর আলী ।তিনি জানান, যারা দলে থেকে নির্বাচনে দলেরই ক্ষতি করেছে তাদের দলে রাখা ভবিষ্যতে আরও ক্ষতিকর হবে। তাই এদিন দলের সেভেন ম্যান কমিটির বৈঠকে সিদ্ধান্ত নিয়ে যে পাঁচ জনকে দল থেকে চিরতরে বহিষ্কার করা হয়েছে, তারা হলেন -জরিপ মহম্মদ , ফরজন আলী , উমেশ খালকো, সুশীল সিংহ, ও পিন্টু সিংহ। এদের মধ্যে তিনজন ছিল তৃণমূল চা বাগান শ্রমিক ইউনিয়নের জেলা কমিটির সদস্য এবং দুইজন বুথ কমিটির সদস্য।

এদিনের বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন মাঝিয়ালী অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি আকবর আলী, যুগ্ম সভাপতি নইমুল হক, অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের নির্বাচনী কনভেনার একরামুল হক, গোপাল চন্দ্র ভৌমিক, ট্রেড ইউনিয়ন নেতা অপু দাস সহ সেভেন ম্যান কমিটির সদস্যগন।দলের ভাবমূর্তি স্বচ্ছ রাখতে দল বিরোধীদের বহিষ্কারের সিদ্ধান্ত বলে জানান মাঝিয়ালী অঞ্চল নেতৃত্বরা।

ভোট শেষে ব্যক্তিগত জীবনে প্রার্থী আড্ডা, হাসি-ঠাট্টায় দিনযাপন

নয়া জামানা, মালদহ ঃ দীর্ঘ প্রচারপর্ব, টানটান উত্তেজনা আর ভোটের ব্যস্ততা সবকিছু পেরিয়ে এখন যেন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলছেন রতুয়া কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী সমর মুখার্জী। নির্বাচন পর্ব মিটতেই তাঁর ব্যস্ত জীবনে এসেছে খানিকটা ফুরসত আর সেই সময়টাই তিনি কাটাচ্ছেন দলীয় কর্মী-সমর্থকদের সঙ্গে একেবারে অন্য মেজাজে।রতুয়ার দলীয় কার্যালয় এখন যেন রাজনৈতিক চর্চার পাশাপাশি মিলনক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে। প্রতিদিন সেখানে বসছে আড্ডা, চলছে গল্প-গুজব, হাসিঠাট্টা। কখনও চা, কখনও মুড়ি সাধারণ এই খাবারের মধ্যেই ধরা পড়ছে সহজ-সরল রাজনৈতিক সম্পর্কের ছবি। প্রার্থী নিজে খোঁজ নিচ্ছেন কর্মীদের পরিবারের জানতে চাইছেন এলাকার খুঁটিনাটি খবরও।ভোটের ফল ঘোষণার আগে যদিও রাজনৈতিক অঙ্ক কষা থেমে নেই। বিভিন্ন বুথ থেকে সম্ভাব্য লিড কত হতে পারে সেই হিসেব-নিকেশও চলছে আড্ডার ফাঁকেই। তবে সবকিছুর মধ্যেও স্পষ্ট এক আত্মবিশ্বাসী ও নির্ভার মনোভাব।রাজনীতিতে দীর্ঘ অভিজ্ঞতা থাকা সত্ত্বেও সমর মুখার্জীর আচরণে নেই কোনও ক্লান্তি বা চাপের ছাপ। বরং তাঁর প্রাণবন্ত উপস্থিতি কর্মীদের মধ্যেও নতুন উদ্দীপনা জোগাচ্ছে।তিনি নিজেই জানিয়েছেন, ভোটের পর প্রতিদিনই দলীয় কার্যালয়ে এসে কর্মীদের সঙ্গে সময় কাটাচ্ছেন, গল্প করছেন এভাবেই কাটছে অপেক্ষার দিনগুলি।ভোট-পরবর্তী এই অবসর মুহূর্ত যেন রাজনীতির অন্য এক মানবিক দিককেই তুলে ধরছে।

পরিচ্ছন্ন বালুরঘাট গড়ার লক্ষ্যে পুরসভা, শহরের একাধিক জায়গায় সিসি ক্যামেরা

নয়া জামানা, দক্ষিণ দিনাজপুর ঃ যত্রতত্র নোংরা ফেলা রুখতে শহরজুড়ে এবার সিসিটিভি ক্যামেরায় নজরদারি চালাবে বালুরঘাট পুরসভা।মনিটারিং করা হবে পুরসভা থেকেই। প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে পুরসভার সাধনা মোড় সংলগ্ন তৃপ্তি কেবিনের সামনের রাস্তায় বসানো হয়েছে দু'টি সিসিটিভি ক্যামেরা। লাগানো হয়েছে পুরসভার সতর্কীকরণ বোর্ডও। এরপরেও কেউ আবর্জনা ফেললে এক হাজার থেকে এক লক্ষ টাকা পর্যন্ত জরিমানা করা হবে।শহরের ২৫টি ওয়ার্ডে গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় সিসিটিভি ক্যামেরা বসানো হবে বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছে পুরসভা।সম্প্রতি এক ব্যক্তি সোশ্যাল মিডিয়ায় আবর্জনার ছবি পোস্ট করেন। যা নজরে আসে বালুরঘাট পুর-কর্তৃপক্ষের। এরপরেই পুরসভার চেয়ারম্যান সুরজিৎ সাহা ওখানে দাঁড়িয়ে থেকে সেই নোংরা পরিষ্কার করান।ভবিষ্যতে যাতে সেখানে কেউ ময়লা না-ফেলে, তার জন্য সতর্কতামূলক বোর্ড ও সিসিটিভি ক্যামেরা লাগানো হয়েছে। পুরসভার নিষেধের পরেও নোংরা ফেলায় তিন জনকে নোটিস পাঠিয়ে সর্তক করা হয়েছে। তবে কাউকেই জরিমানা করা হয়নি।এই বিষয়ে বালুরঘাট ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক হরেরাম সাহা বলেন, আগে পুরসভার পক্ষ থেকে ওই এলাকাতেই নোংরা ফেলতে বলা হয়েছিল। এখন আবার সেখানে নোংরা ফেলতে বারণ করা হয়েছে। ব্যবসায়ীরা কোথায় নোংরা ফেলবেন, তা চিহ্নিত করে দেওয়া দরকার। তা না-হলে সমস্যা হবে। এই নিয়ে আমরা পুরসভার সঙ্গে কথা বলব। বিষয়টিকে কটাক্ষ করে বালুরঘাট টাউন বিজেপি সভাপতি সমীরপ্রসাদ দত্ত বলেন, চোর ধরতে লোকে সিসিটিভি ক্যামেরা লাগায়। এই প্রথম শুনছি যাঁরা নোংরা ফেলেন, তাঁদের ধরতে পুরসভা সিসিটিভি ক্যামেরা লাগিয়েছে। সবটাই নাটক।

মধ্যরাতে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড ! আগুনে ছাই দুটি ঘর, সর্বস্বান্ত পরিবার

নয়া জামানা, মালদা ঃ নিঃশব্দ রাত হঠাৎই আতঙ্কে ভরে উঠল আগুনের লেলিহান শিখায়। গভীর রাতে এক ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে মুহূর্তের মধ্যে ছারখার হয়ে গেল একটি গৃহস্থ পরিবারের দু'টি ঘর।ঘটনা ঘটেছে মালদহের হবিবপুর থানার বুলবুলচন্ডী অঞ্চলের মনোহরপুর এলাকায়।স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, ওই এলাকার বাসিন্দা সোহরাব আলি দীর্ঘদিন ধরে অসুস্থ হয়ে বাড়িতেই শয্যাশায়ী।অভিযোগ, তার বাড়ির একটি পরিত্যক্ত ঘর থেকেই হঠাৎ আগুনের সূত্রপাত। অল্প সময়ের মধ্যেই আগুন ছড়িয়ে পড়ে পাশের দুটি ঘরে। ফলে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয় পরিবারের।রাতের অন্ধকারে আতঙ্কিত হয়ে পড়েন এলাকার মানুষজন।স্থানীয়দের তৎপরতায় আগুন নিয়ন্ত্রণে এলেও ততক্ষণে সর্বস্ব হারানোর মুখে পরিবারটি। আগুন লাগার সঠিক কারণ এখনও স্পষ্ট নয়।এই ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের পাশে দাঁড়িয়েছেন স্থানীয় প্রশাসন।

Naya Jamana.....14 january...2026....._Layout 1 01-05-2026 04:23 Page 6

ভোট শেষ হওয়ার পরও ভরতপুরে বাহিনীর রুট ম্যাচ

নয়া জামানা, ভরতপুর ঃ মুর্শিদাবাদ জেলার বিধানসভার ভোট ২৯ এপ্রিল হয়েছে, এখনও এলাকায় চলছে কেন্দ্রবাহিনীর রুট মার্চ, ভরতপুর থানা এলাকায় কোথাও যেন কোন অপীতি কর ঘটনা না ঘটে, সেই দিকে নজর রেখে ভরতপুর থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক ও ডিউটিরত এস.আই আজিজ মুন্না ভরতপুর এলাকায় কেন্দ্র বাহিনীকে নিয়ে এলাকায় এলাকায় ঘুরছে।

এলাকা সুস্থ রাখতে কোনরকম গুজবে কান না দেওয়ার জন্য আহ্বান জানায় পুলিশ প্রশাসন। এলাকায় শান্তি বজায় রাখার জন্য সকল ভরতপুর এলাকাবাসীকে আহ্বান জানান।

বোমা বিস্ফোরণে জখম দুই কিশোর, উত্তেজনা এলাকায়

নয়া জামানা, মুর্শিদাবাদ ঃ আচমকা বিস্ফোরণে ফের চাঞ্চল্য ছড়াল শমসেরগঞ্জে। ঘটনায় গুরুতর জখম হয়েছে দুই কিশোর। রক্তাক্ত অবস্থায় স্থানীয়দের তৎপরতায় তাঁদের দ্রুত উদ্ধার করে প্রথমে জঙ্গিপুর মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। তবে শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় পরে তাঁদের মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। বর্তমানে সেখানেই তাঁদের চিকিৎসা চলছে বলে হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে। পুলিশ সূত্রে খবর, এদিন সকালে শমসেরগঞ্জ থানার চশকাপুর এলাকায় এই বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে। জানা গিয়েছে, এলাকার একটি বাগানে খেলছিল দুই কিশোর। সেই সময় তারা অজান্তেই এমন একটি স্থানে পা দেয়, যেখানে আগে থেকে বিস্ফোরক মজুত ছিল বলে অনুমান করা হচ্ছে। মুহূর্তের মধ্যে বিকট শব্দে বিস্ফোরণ ঘটে এবং তাতে গুরুতর জখম হয় তারা। বিস্ফোরণের তীব্রতায় গোটা এলাকা কেঁপে ওঠে এবং আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে স্থানীয়দের মধ্যে। ঘটনার পরই দ্রুত ছুটে আসেন এলাকার বাসিন্দারা।

রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে থাকা দুই কিশোরকে উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠানো হয়। এদিকে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় শমসেরগঞ্জ থানার পুলিশ। এলাকা ঘিরে ফেলে তল্লাশি শুরু করা হয়েছে। কোথা থেকে ওই বিস্ফোরক এল, কীভাবে তা বাগানের মধ্যে পৌঁছল এবং এর পেছনে কারা জড়িত; সমস্ত দিক খ তিয়ে দেখছে তদন্তকারী আধিকারিকরা। উল্লেখ্য, গত কয়েক দিন ধরেই মুর্শিদাবাদের বিভিন্ন এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়েছিল। ওয়াকফ সংশোধিত আইনকে কেন্দ্র করে সুতি ও জঙ্গিপুর-সহ একাধিক জায়গায় বিক্ষোভ, অশান্তি এবং সংঘর্ষের ঘটনা সামনে আসে। যদিও প্রশাসনের হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি ধীরে ধীরে নিয়ন্ত্রণে আসে, তবুও এই বিস্ফোরণের ঘটনায় নতুন করে উদ্বেগ বাড়ল স্থানীয়দের মধ্যে। প্রশাসনের পক্ষ থেকে ইতিমধ্যেই আশ্বাস দেওয়া হয়েছে, ঘটনার সঙ্গে যুক্তদের খুঁজে বের করে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

পাশাপাশি এলাকায় নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে, যাতে ভবিষ্যতে এ ধরনের ঘটনা আর না ঘটে। ঘটনার প্রকৃত কারণ জানতে তদন্ত চলছে এবং প্রয়োজন হলে বোমা নিষ্ক্রিয়কারী দলকেও কাজে লাগানো হতে পারে বলে জানা গিয়েছে। এই ঘটনার পর এলাকাবাসীর মধ্যে আতঙ্ক ও ক্ষোভ; দুটোই স্পষ্ট। দ্রুত তদন্ত শেষ করে দোষীদের শাস্তির দাবিতে সরব হয়েছেন স্থানীয়রা।

প্রেম ঃ ব্ল্যাকমেল-যৌতুকের চাপে আত্মঘাতী তরুণী

মিলন সারোয়ার,নয়া জামানা , মুর্শিদাবাদ ঃ উত্তর দিনাজপুরের ইসলামপুর থানার লোচনপুর এলাকায় প্রেমের সম্পর্ক, যৌতুকের চাপ ও ব্ল্যাকমেলের জেরে এক তরুণীর আত্মঘাতী হওয়ার ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। মৃতার নাম মুসলিমা খাতুন। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, আজগার শেখ নামের এক যুবকের সঙ্গে প্রায় তিন বছর ধরে মুসলিমার প্রেমের সম্পর্ক ছিল। পরবর্তীতে দুই পরিবারের সম্মতিতেই তাদের বিয়ের কথা পাকাপাকি হয় এবং বিয়ের প্রস্তুতিও শুরু হয়। কিন্তু অভিযোগ, বিয়ের আগেই ছেলেপক্ষের তরফে যৌতুকের জন্য চাপ সৃষ্টি করা হয়। দাবি করা হয় প্রায় ৫ লক্ষ টাকা, একটি আরটিআর গাড়ি, তিন ভরি সোনা এবং বাড়ির আসবাবপত্র। মেয়ের পরিবার সেই দাবি মেনে নিতে অস্বীকার করলে পরিস্থিতি জটিল হয়ে ওঠে। নিহতের পরিবারের অভিযোগ, অভিযুক্ত যুবক ব্যক্তিগত কিছু ভিডিও দেখিয়ে মুসলিমাকে ব্ল্যাকমেল করতে শুরু করে। হুমকি দেওয়া হয়, যৌতুক না দিলে সেই ভিডিও ভাইরাল করে দেওয়া হবে, ফলে সে সমাজে মুখ দেখাতে পারবে না এবং সংসারও করতে পারবে না। এই মানসিক চাপ সহ্য করতে না পেরে মুসলিমা খাতুন গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মঘাতী হন বলে অভিযোগ। সকালে পরিবারের লোকজন তাঁকে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখ তে পান।

নিহতের আত্মীয় আসিবাকুল ইসলাম জানান, তআমরা খেটে খাওয়া মানুষ, এত কিছু দেওয়া সম্ভব নয় বলতেই তারা হুমকি দিতে শুরু করে। ছেলেও জানায়, তার বাবার মতই তার মতামত।

আমরা এর উপযুক্ত আইনগত শাস্তি চাই।দ ঘটনার পর ইসলামপুর থানার পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে। অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

দুই কেন্দ্রেই জয়ের দাবি হুমায়ুনের, বিরোধীদের কটাক্ষে তপ্ত রাজনীতি

নয়া জামানা, মুর্শিদাবাদ ঃ মুর্শিদাবাদের রাজনীতিতে ভোটের আগেই চড়া উত্তাপ ছড়িয়েছেন আম জনতা উন্নয়ন পার্টির সুপ্রিমো হুমায়ুন কবীর। বাবরি ইস্যুকে সামনে রেখে নির্বাচনের আগে নিজস্ব রাজনৈতিক দল গড়ে একাধিক আসনে প্রার্থী দিলেও ভোটের মুখে সেই কৌশল বড় ধাক্কা খায়। কারণ, তাঁর দলের অধিকাংশ প্রার্থীই পরবর্তীতে শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দেন। তবুও নিজের লড়াই থেকে পিছিয়ে যাননি হুমায়ুন। তিনি নওদা ও রেজিনগর;এই দুই কেন্দ্র থেকেই প্রার্থী হয়ে নির্বাচনে অংশ নেন। প্রথম দফার ভোট, যা গত ২৩ এপ্রিল মুর্শিদাবাদে অনুষ্ঠিত হয়, সেই পর্বেই এই দুই কেন্দ্রেও ভোটগ্রহণ সম্পন্ন হয়েছে। ভোটের আগেই অবশ্য বিতর্কে জড়ান হুমায়ুন কবীর। তাঁর একটি ভিডিও প্রকাশ্যে আসে, যেখানে তাঁকে সংখ্যালঘুদের নিয়ে আপত্তিকর মন্তব্য করতে শোনা যায় বলে অভিযোগ ওঠে। শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেস সেই ভিডিওকে হাতিয়ার করে বিজেপির সঙ্গে তাঁর গোপন আঁতাতের অভিযোগ তোলে। এই অভিযোগকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক মহলে তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। ভোটের দিনও পরিস্থিতি তাঁর পক্ষে সহজ ছিল না। বিভিন্ন জায়গায় বিক্ষোভের মুখে পড়তে হয় তাঁকে। কোথাও 'চোর' স্লোগান, আবার কোথাও বিজেপির সঙ্গে তাঁর যোগসাজশের অভিযোগ তুলে ক্ষোভ প্রকাশ করেন ভোটারদের একাংশ। একাধিকবার উত্তেজনার পরিস্থিতির মুখে পড়ে নিজের মেজাজও হারান হুমায়ুন কবীর। তবুও তিনি দাবি করেছেন, নওদা ও রেজিনগর;দু'টি আসন থেকেই তিনি বিপুল ভোটে জয়লাভ করবেন। হুমায়ুন কবীর জানিয়েছেন, জিতলে তিনি রেজিনগর আসনটি ছেড়ে দেবেন এবং নওদা থেকেই বিধায়ক হিসেবে কাজ করবেন। ভবিষ্যতে বহরমপুর লোকসভা কেন্দ্র থেকে নির্বাচনে লড়ার ইচ্ছাও প্রকাশ করেছেন তিনি। পাশাপাশি শোনা যাচ্ছে, রেজিনগর আসনটি ছেড়ে দিলে সেখানে তাঁর ছেলেকে প্রার্থী করা হতে পারে। তবে তাঁর এই আত্মবিশ্বাসকে গুরুত্ব দিতে নারাজ বিরোধীরা। তৃণমূল কংগ্রেসের নওদা ব্লক সভাপতি সফিউজ্জামান শেখ কটাক্ষ করে বলেন, ফল ঘোষণার আগে এই ধরনের দাবি ভিত্তিহীন। তাঁর কথায়, নওদা কেন্দ্রে হুমায়ুন কবীরের জামানতই জব্দ হবে। অন্যদিকে বিজেপিও একই সুরে আক্রমণ শানিয়েছে। বহরমপুর সাংগঠনিক জেলার বিজেপি সভাপতি মলয় মহাজন বলেন, দুই কেন্দ্রেই পরাজিত হবেন হুমায়ুন। তাঁর দাবি, এই ধরনের মন্তব্য বাঙ্ময় স্তববোধহীন। ফল প্রকাশের আগেই রাজনৈতিক চাপানউতোরে সরগরম মুর্শিদাবাদ। এখন নজর চূড়ান্ত ফলাফলের দিকে, যা স্পষ্ট করে দেবে ভোটারদের রায়।

ইভিএমে টেপ অভিযোগে তপ্ত বাংলা, সরব অধীর

নয়া জামানা, মুর্শিদাবাদ ঃ বঙ্গের বিধানসভা নির্বাচনের দ্বিতীয় দফা ভোটগ্রহণ ঘিরে নতুন করে বিতর্ক দানা বেঁধেছে ইভিএমে টেপ লাগানো নিয়ে ওঠা অভিযোগকে কেন্দ্র করে। রাজ্যের একাধিক বুথে ভোটযন্ত্রে নির্দিষ্ট বোতামে টেপ লাগানো ছিল বলে অভিযোগ সামনে এসেছে, যা নিয়ে রাজনৈতিক চাপানউতোর ক্রমশ তীব্র হচ্ছে। এই ইস্যুতে সরব হয়েছেন বহরমপুরের কংগ্রেস প্রার্থী অধীর রঞ্জন চৌধুরী। তিনি অভিযোগ করে বলেন, তওগুলো টেরর এলাকা। সেখানে লুঠপাট করেই জেতে তৃণমূল কংগ্রেস। সেলোটেপ মেরে দেওয়া মানেই ভোটারদের নির্দিষ্ট বোতামে ভোট দিতে বাধা তৈরি করা।দ তাঁর দাবি, রাজ্যের প্রশাসন আগে থেকেই পরিস্থিতি সম্পর্কে অবগত ছিল, কিন্তু যথাযথ পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। এমনকি তিনি ডিএম ও এসপি বদলির সম্ভাবনার কথাও উল্লেখ করে বলেন, তআগেই সেটিং করে রেখেছিল রাজ্য, পুলিশও তৃণমূলের দালালি করেছে।দ এর আগে বিজেপি নেতা অমিত মালভিয়া একটি ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করে একই ধরনের অভিযোগ তুলেছিলেন। সেই ভিডিওতে দেখা যায়, ইভিএমের একটি নির্দিষ্ট বোতামে টেপ লাগানো রয়েছে বলে দাবি করা হয়। যদিও এই অভিযোগের সত্যতা এখনও আনুষ্ঠানিকভাবে যাচাই করা হয়নি। পরিস্থিতি গুরুত্ব দিয়ে দেখছে নির্বাচন কমিশনও। প্রধান নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার-এর নির্দেশে বিশেষ পর্যবেক্ষক সুব্রত গুপ্তা ডায়মন্ড হারবার এলাকায় পৌঁছে সরেজমিনে তদন্ত শুরু করেছেন। ফলতা, মগরাহাট ও সোনারপুর;এই তিনটি কেন্দ্রকে ঘিরে একাধিক অভিযোগ জমা পড়েছে। পর্যবেক্ষকদের সঙ্গে নিয়ে তিনি প্রতিটি অভিযোগ খতিয়ে দেখ ছেন বলে কমিশন সূত্রে জানা গেছে। অন্যদিকে, ভোটের হার কিন্তু নজর কেড়েছে। দ্বিতীয় দফায় ব্যাপক সংখ্য ক ভোটার বুথমুখী হওয়ায় সন্তোষ প্রকাশ করেছে নির্বাচন কমিশন। পরিসংখ্যান অনুযায়ী, প্রথম দফায় প্রায় ৯৩ শতাংশ ভোট পড়েছিল, এবং দ্বিতীয় দফাতেও ৯০ শতাংশের কাছাকাছি ভোটদানের সম্ভাবনা রয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। এই উচ্চ ভোটদানের প্রসঙ্গে অধীর চৌধুরী বলেন, অমানুষ এখন বিশ্বাস করছে যে ভোট দেওয়া যায়, তাই তারা বুথে যাচ্ছে।দ তবে তিনি আরও ইঙ্গিত দেন, নাগরিকত্ব সংক্রান্ত আশঙ্কাও ভোটারদের মধ্যে প্রভাব ফেলতে পারে। সব মিলিয়ে, একদিকে রেকর্ড ভোটদান, অন্যদিকে ইভিএম নিয়ে অভিযোগ; দ্বিতীয় দফার নির্বাচনকে ঘিরে রাজনৈতিক উত্তেজনা এখন তুঙ্গে। তদন্তের রিপোর্ট সামনে এলে পরিস্থিতি আরও স্পষ্ট হবে বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

বাংলার বৃহত্তম টাঁকশালের স্মৃতি...

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ গঙ্গার পলিতে ঢাকা পড়েছে ইতিহাস। অথচ এক সময় এই মাটির নিচেই স্পন্দিত হতো বাংলার অর্থনীতির হৃদপিণ্ড। মুর্শিদাবাদের এলাহিগঞ্জে মাটি খ ুঁড়তে গিয়ে শ্রমিকের কোদালে হঠাৎই বেজে উঠেছিল ধাতব শব্দ। মাটির জালা ভর্তি মোহর দেখে চমকে উঠেছিলেন সকলে। সেই মোহর পরীক্ষার পর রাজ্য প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ নিশ্চিত করেছে, এগুলি মুর্শিদাবাদের নিজস্ব টাকশালের তৈরি। উদ্ধার হওয়া সেই পঁয়ষট্টিটি মোহর এখন ইতিহাসের সাক্ষ্য দিচ্ছে।

নবাব মুর্শিদকুলি খাঁ ও জগৎশেঠ মানিকচাঁদের হাতে গড়া সেই টাকশালই ছিল এক সময় বাংলার বৃহত্তম মুদ্রা তৈরির কেন্দ্র। দেওয়ান মুর্শিদকুলি খাঁ যখন 'মুকসুদাবাদের' নাম বদলে 'মুর্শিদাবাদ' রাখলেন, তখনই তিনি এক বিশাল বাণিজ্যিক সাম্রাজ্যের স্বপ্ন বুনেছিলেন। সহযোগী হিসেবে পেয়েছিলেন ধুরন্ধর ব্যবসায়ী মানিকচাঁদকে। সুদূর পাটনা বা ঢাকা থেকে মুদ্রা আনিয়ে ব্যবসা চালানো ছিল অত্যন্ত ব্যয়বহুল ও সময়সাপেক্ষ। সেই সমস্যা মেটাতেই জন্ম নিল মুর্শিদাবাদের এই ঐতিহাসিক টাকশাল। মূলত মানিকচাঁদের কুঠির বিপরীত দিকে গঙ্গার তীরেই এটি মাথা তুলে দাঁড়িয়েছিল। কালক্রমে মুঘল সম্রাট মহম্মদ শাহ থেকে শুরু করে দ্বিতীয় আলমগীর ও দ্বিতীয় শাহ আলমের নামাঙ্কিত মুদ্রাও এই কারখানায় তৈরি হয়েছে। তবে টাকশালের সঠিক অবস্থান নিয়ে আজও গবেষকদের মধ্যে বিতর্কের শেষ নেই।

কারো মতে এটি ছিল ইচ্ছাগঞ্জের বিপরীতে, পরে যা ইমামবাড়ার কাছে সরে আসে। বর্তমান ইমামবাড়ার সামনের ঘাটটির নাম আজও 'মিন্টঘাট', যা সেই ইতিহাসের স্মৃতি বহন করে। আবার একাংশের দাবি, যেহেতু টাকশাল দেখভালের ভার ছিল জগৎশেঠদের ওপর, তাই কারখানাটি ছিল তাঁদের বাড়ির ঠিক পাশেই। কিন্তু গঙ্গার করাল গ্রাসে জগৎশেঠদের সেই বসতবাড়ির সঙ্গেই হারিয়ে গিয়েছে বাংলার বৃহত্তম টাকশালের অস্তিত্ব। নবাবী আমলে সোনা-রুপোর একচেটিয়া কারবারী ছিলেন জগৎশেঠরা। যে কেউ সোনা বা রুপো নিয়ে এই টাকশালে গেলে নির্দিষ্ট কমিশনের বিনিময়ে মোহর তৈরি করে নিতে পারত।

এই কমিশন ভাগ হতো নবাব ও শেঠদের মধ্যে। ইংরেজ, ফরাসি বা ডাচ বণিকরাও বাধ্য হতেন এই দেশি টাকশালের দ্বারস্থ হতে। ১৭২৫ সালের এক হিসেবে দেখা যায়, শুধু টাকশালের কমিশন বাবদ নবাবের কোষাগারে জমা পড়েছিল ছয় লক্ষ টাকা।

লভ্যাংশের নিরিখে এটি ছিল তৎকালীন ভারতের অন্যতম সফল বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান। মুর্শিদাবাদের এই টাকশালের মুদ্রা চেনার এক অমোঘ বৈশিষ্ট্য ছিল 'যুঁইফুল' ছাপ।

বালি বোঝাই ডাম্পার উল্টে অল্টো গাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত, তদন্তে পুলিশ

নয়া জামানা, সালার ঃ এদিন ভোর প্রায় চারটা নাগাদ মুর্শিদাবাদ জেলার সালার থানার টাপুর টুপুর অনুষ্ঠান বাড়ির কাছে একটি বালি বোঝাই ডাম্পার নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে দুর্ঘটনার কবলে পড়ে। স্থানীয় বাসিন্দা ইরশাদ শেখ বলেন , ১৬ চাকার ডাম্পারটি আচমকা নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে থাকা একটি চারচাকা অলটো গাড়ির উপর উল্টে যায়। ঘটনার জেরে অলটো গাড়িটি ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তবে এই দুর্ঘটনায় কোনও প্রাণহানির খবর পাওয়া যায়নি বলে জানা গেছে। খবর পেয়ে সালার থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে এবং দুর্ঘটনার কারণ খতিয়ে দেখতে তদন্ত শুরু করেছে। প্রাথমিকভাবে অনুমান করা হচ্ছে, ডাম্পারের নিয়ন্ত্রণ হারানোর ফলেই এই দুর্ঘটনা ঘটে।

কটূক্তির প্রতিবাদে ছাত্রীদের মারধর, গ্রেপ্তার অভিযুক্ত তিন যুবক

নয়া জামানা, মুর্শিদাবাদ ঃ রানিনগরে কটূক্তির প্রতিবাদ করায় চার ছাত্রীকে মারধরের ঘটনায় পলাতক অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। ধৃতের নাম রুস্তম শেখ। তার বাড়ি রানিনগরের কাতলামারি এলাকায়। এদিন গভীর রাতে রানিনগর থানার পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করে। এই ঘটনায় মোট তিনজন অভিযুক্তকেই ইতিমধ্যে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, সোমবার বিকেলে একটি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র থেকে ফেরার সময় কাহারপাড়া ব্রিজের উপর দিয়ে যাচ্ছিল চার ছাত্রী।

সেই সময় তিন যুবক তাদের উদ্দেশে কটূক্তি করে বলে অভিযোগ। ছাত্রীদের তরফে এর প্রতিবাদ জানানো হলে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। অভিযোগ, এরপরই অভিযুক্তরা চার ছাত্রীর উপর চড়াও হয়ে বেধড়ক মারধর করে। ঘটনায় এক ছাত্রী গুরুতর জখম হন এবং তাকে স্থানীয় স্বাস্থ্যকেন্দ্রে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যাওয়া হয়। ঘটনার পরই ভুক্তভোগীদের পক্ষ থেকে রানিনগর থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়। অভিযোগ দায়েরের মাত্র দু'ঘন্টার মধ্যেই পুলিশ তৎপরতা দেখিয়ে আমিনুল শেখ ও সাদ্দাম শেখ নামে দুই অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করে। তবে তৃতীয় অভিযুক্ত রুস্তম শেখ ঘটনার পর থেকে পলাতক ছিল। অবশেষে মঙ্গলবার রাতে গোপন সূত্রে খবর পেয়ে অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ।

ধৃতদের বিরুদ্ধে প্রাসঙ্গিক ধারায় মামলা রুজু হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, গোটা ঘটনার তদন্ত চলছে এবং প্রয়োজনীয় আইনি পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। এলাকায় এই ঘটনার পর চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

মুর্শিদাবাদি মিনিয়েচারের উপাখ্যান

নয়া জামানা ঃ ছিয়াত্তরের মন্বন্তর কেবল বাংলার অন্ন কেড়ে নেয়নি, গিলে খেয়েছিল এক রাজকীয় শিল্পশৈলীকেও। ভাগীরথীর তীরে যে মুর্শিদাবাদ একসময় রঙের বন্যায় ভাসত, প্রাসাদে প্রাসাদে চলত তুলির কারসাজি, দুর্ভিক্ষের করাল গ্রাস সেই 'মুর্শিদাবাদি কলম' বা চিত্রকলাকেও চিরতরে স্তব্ধ করে দেয়। মুর্শিদকুলি খাঁ থেকে সিরাজউদ্দৌলা; বাংলার নবাবদের হাত ধরে যে ছবির দুনিয়া ডানা মেলেছিল, ব্রিটিশ বেয়নেটের দাপটে তা শেষমেশ 'কোম্পানি স্টাইলে' মাথা নত করতে বাধ্য হয়। জলরঙের সেই সূক্ষ্ম আঁচড়েই আসলে লেখা হয়েছিল বাংলার মধ্যযুগের বিদায় আর আধুনিকতার নিষ্ঠুর এক 'মহাভারত'। মুঘল দরবার যখন ভাঙনের মুখে, ঠিক তখনই মুর্শিদাবাদে শিল্পের বসন্ত শুরু হয়েছিল। সম্রাট হুমায়ুন পারস্যের টানে যে শিল্পীদের দিল্লিতে জড়ো করেছিলেন, আকবর বা জাহাঙ্গীরের আমলে তা পূর্ণতা পায়। শাহজাহান স্থাপত্যে মজে থাকলেও চিত্রকলা সচল ছিল। কিন্তু শিল্প-বিরাগী ঔরঙ্গজেবের জমানায় মৌচাকে ঢিল পড়ে। দিল্লির সেই আশ্রিত মৌমাছিরা বা শিল্পীরা এরপর নতুন ঠিকানা খুঁজতে ছড়িয়ে পড়েন দেশজুড়ে। তাদেরই এক দল আস্তানা গাড়েন নবাব মুর্শিদকুলি খাঁর দরবারে। দিল্লির মুঘল ঘরানার সাথে বাংলার নিজস্ব আবেগের মিশেলে তৈরি হয় এক অনন্য চিত্ররীতি। লন্ডনের ইন্ডিয়া অফিস লাইব্রেরিতে রাখা লর্ড ক্লাইভের অ্যালবামে আজও সেই বৈভবের সাক্ষী মেলে। মুর্শিদকুলির দরবার থেকে শুরু করে মহরমের শোভাযাত্রা কিংবা খাজা খিজিরের উৎসব; শিল্পীদের নিপুণ হাতের মিনিয়েচারে বন্দি হয়েছিল সেই রঙিন ইতিহাস। রাজনৈতিক টালমাটাল পরিস্থিতি কাটিয়ে নবাব আলিবর্দি খাঁ যখন মসনদে বসেন, তখন শিল্পীরাও নতুন উৎসাহে রঙ-তুলিতে শান দিতে থাকেন। একদিকে বর্গি হাঙ্গামা সামলানো আর অন্যদিকে ইউরোপীয় বণিকদের নজরদারি; এর মাঝেই নবাবকে নিয়ে আঁকা হয় একের পর এক অনবদ্য ছবি। ইন্ডিয়া হাউসের সংগ্রহে থাকা হরিণ শিকারের একটি ছবিতে আলিবর্দিকে দেখা যায় বিপুলা প্রকৃতির মাঝে এক বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্ব হিসেবে। কেবল শিকার নয়, পারিবারিক আবহের ছবিতেও শিল্পীরা ছিলেন সিদ্ধহস্ত। একটি বিশেষ ফ্রেমে দেখা যায়, নবাব তাঁর স্বজনদের নিয়ে বসে আছেন, আর ঠিক উল্টোদিকে মুখোমুখি বসে কিশোর নাতি সিরাজউদ্দৌলা। রাজকীয় আভিজাত্য তখন তুলির ডগায় কথা বলছে। আলিবর্দি যাদের 'মৌমাছি' বলে ডাকতেন, সেই ইংরেজরা তখন বাংলায় হুল ফোটানোর অপেক্ষায়। তবে সিরাজউদ্দৌলা যতদিন নবাব ছিলেন, শিল্পচর্চায় ভাটা পড়েনি। বরং এই সময় রাজস্থানি শৈলী আর নবাবি দরবারি মেজাজ মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়। চিরাচরিত জ্যামিতিক শৃঙ্খলা ভেঙে শিল্পীরা তখ ন মজেছেন 'রাগমালা' সিরিজের ছবিতে। দীপক, গুজরী বা হিন্দোল রাগের সুর তখন রঙ হয়ে ফুটে উঠছে কাগজের ক্যানভাসে। অনেক ছবিতে তরুণ নবাব সিরাজকেই দেখ া যাচ্ছে পরম নায়কের বেশে। জমিদার থেকে সভাসদ; সবার জন্যই তখন মুর্শিদাবাদে ছবির হাট বসেছে। পলাশীর প্রান্তরে নবাবের পতনের পর ছবির জৌলুসও ফিকে হতে শুরু করে। মিরজাফর বা মিরকাশিমের আমলে ছবি আঁকা চললেও তাতে ছিল 'ভাবের দৈন্য'। পুরোনো কারুকার্যের অনুকরণ করার চেষ্টা হলেও সৃজনশীলতার সেই তেজ আর ছিল না। এরপর এল সেই ভয়ংকর মন্বন্তর। না খেতে পাওয়া শিল্পীদের কেউ পাড়ি দিলেন লখ নউতে, কেউ বা পেটের দায়ে ব্রিটিশ সাহেবদের ফরমায়েশে ছবি আঁকতে শুরু করলেন। ভাগীরথীর তীরের সেই ঝকঝকে মুর্শিদাবাদ ক্রমশ অন্ধকারে তলিয়ে যেতে থাকল। গঙ্গা দিয়ে অনেক জল বয়ে যাওয়ার পর বাংলার শিল্পের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠল কলকাতা। এক শতাব্দীর সমাপ্তি ঘটিয়ে অন্য এক স্বপ্নের বীজ বোনা হল ঠিকই, কিন্তু মুর্শিদাবাদের সেই নবাবি মেজাজের জলরঙা ইতিহাস চিরতরে হারিয়ে গেল ভাগীরথীর চরে। ছবিটি এআই দ্বারা নির্মিত ।

Naya Jamana.....14 january...2026....._Layout 1 01-05-2026 04:23 Page 7

নদীয়া বীরভূম

নয়া জামানা

রাতের অন্ধকারে ত্রিপল কেটে ইভিএম বদল ! শাসক দলের বিরুদ্ধে অভিযোগে সরব বিজেপি প্রার্থী, পাল্টা তৃণমূল

নয়া জামানা ।। নদীয়া

ভোট গ্রহণ শেষ হওয়ার পর ডিসিআরসি সেন্টারে রাখা ইভিএম বদল হওয়ার অভিযোগ ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়ালো নদীয়ার পলাশীপাড়ায়। ইভিএম বদলের এই অভিযোগ তুলেছেন পলাশিপাড়ার বিজেপি প্রার্থী অনিমা দত্ত। বৃহস্পতিবার এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা তৈরি হয় তেহট্ট থানার বেতাইয়ে।বিজেপির অভিযোগ, ভোট শেষে ইভিএম এবং ভিপিপ্যাড মেশিনগুলি ওই সেন্টারেই রাখা হয়েছিল।কিন্তু বৃহস্পতিবার সকালে সেখান থেকে ইভিএম ও ভিভিপ্যাট মেশিন বেতাই ডঃ বি. আর. আম্বেদকর কলেজের স্ট্রং রুমে স্থানান্তরিত করা হয়। সেই সময় দেখা যায়, অস্থায়ী প্যান্ডেলের পিছনে ত্রিপল ও কাপড় ছেঁড়া অবস্থায় পড়ে রয়েছে। ঘটনাস্থলের ওই দিকটি তুলনামূলকভাবে নির্জন এবং জঙ্গলে ঘেরা বলেও জানা গিয়েছে।

এই ঘটনায় তৃণমূলের বিরুদ্ধে আঙ্গুল তুলেছে গেরুয়া শিবির। যদিও প্রশাসন ও শাসক দল এই অভিযোগ অস্বীকার করেছে। প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, পলাশিপাড়া বিধানসভা কেন্দ্রের জন্য ডিসি-আরসি কেন্দ্র করা হয়েছিল বেতাই পলিটেকনিক কলেজকে। সেখানেই ভোট শেষে ইভিএম ও ভিভিপ্যাট মেশিনগুলি রাখা ছিল। বৃহস্পতিবার সকালে সেই ইভিএম বেতাই ডঃ বি. আর. আম্বেদকর কলেজের মূল স্ট্রং রুমে স্থানান্তরের প্রক্রিয়া শুরু হয়। বিজেপির অভিযোগ, সেই সময় দেখা যায় অস্থায়ী প্যান্ডেলের পিছন দিকে ত্রিপল ও কাপড় ছেঁড়া অবস্থায় পড়ে আছে।

এলাকাটি নির্জন এবং জঙ্গলঘেরা হওয়ায় ইভিএম বদলের বড় সড় পরিকল্পনা করতে পারে শাসক দল। স্বাভাবিকভাবেই সেই সন্দেহ দানা বাঁধতে থাকে।

যেকারণে ইভিএম বদলের অভিযোগ তুলে নির্বাচন কমিশন সহ একাধিক দফতরে অভিযোগ করেন বিজেপি প্রার্থী। বিজেপি প্রার্থী ও দলের নেতৃত্বের অভিযোগ, রাতের অন্ধকারে ওই ত্রিপল কেটে ইভিএম বদল করা হয়েছে। শাসকদলের বিরুদ্ধে এই অভিযোগই তুলেছেন তাঁরা।

তাঁদের দাবি, ফলাফলে বিজেপি এগিয়ে থাকতে পারে, এই আশঙ্কায় পরিকল্পিতভাবে এই ঘটনা ঘটানো হয়েছে।

ইতিমধ্যেই নির্বাচন কমিশনের কাছে লিখিত অভিযোগ জানানো হয়েছে বলেও তাঁরা জানান। অভিযোগ অস্বীকার করেছে তৃণমূল। তেহট্ট ২ ব্লক তৃণমূল সভাপতি হাসিফুল মালিতা বলেন, সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন অভিযোগ।ঝড়-বৃষ্টির কারণে ত্রিপল ছিঁড়তেই পারে। ইভিএম রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব নির্বাচন কমিশনের, সেখানে আমাদের কোনো ভূমিকা নেই। পরাজয় নিশ্চিত জেনেই বিজেপি প্রার্থী মানুষকে বিভ্রান্ত করতে মিথ্যা অভিযোগ আনছেন।যদিও এখনও পর্যন্ত নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে কোনও প্রতিক্রিয়া মেলেনি। প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে, রাতের ঝড়-বৃষ্টির কারণে ত্রিপল ছিঁড়ে যেতে পারে। ঘটনাকে ঘিরে এলাকায় রাজনৈতিক উত্তেজনা তৈরি হয়েছে।

এসআইআরে মতুয়াদের টার্গেট , প্রার্থীরা জবাব দিলেন ইভিএমে !

নয়া জামানা, নদীয়া ঃ এসআইআরে মতুয়াদের টার্গেট করেছে কমিশন। দেদার নাম কেটে দেওয়া হয়েছে। জবাব দিলাম ইভিএমে। ভোটগ্রহণ কেন্দ্র থেকে বেরিয়ে রাখঢাক না করেই জানিয়ে দিলেন বিষ্ণুপদ ব্যাপারী।

বিষ্ণুপদবাবুর সৌভাগ্য, তাঁর নামটা বাদ পড়েনি! বুধবার ভোটটা দিয়ে আপাতত গণতান্ত্রিক অধিকার সুরক্ষিত করেছেন। কিন্তু, মতুয়া সমাজের একটা বড় অংশ সেটা পারেনি। তাঁদের ভোটাধিকার হারানোর যন্ত্রণা নিজের বলেই অনুভব করেন বিষ্ণুপদবাবু। কারণ, তিনিও মতুয়াদের একজন প্রতিনিধি। এদিন ভোট দিতে এসেছেন রানাঘাট উত্তর-পূর্ব বিধানসভার অধীন বড়বড়িয়া কলোনী প্রাইমারি স্কুলে।সেখানে কমিশন ও বিজেপির বিরুদ্ধে একরাশ ক্ষোভ উগরে বিষ্ণুপদবাবু বলছিলেন, আমাদের হালদার পাড়ায় একচেটিয়া নাম বাদ পড়েছে। তাঁদের অধিকাংশই মতুয়া। এর প্রতিবাদ না জানালে নিজেকে অপরাধী মনে হবে।১৮২ নম্বর বুথের বিএলও অসীম সাধুখাঁ এই বিষয়ে বলেন, তাঁর বুথে মোট ৮৩ জন ভোটারের নাম বাদ গিয়েছে। তারমধ্যে তিনজন মুসলিম। বাকিদের মধ্যে অধিকাংশই মতুয়া। একই বক্তব্য, ১৮৩ নম্বর বুথের বিএলও সন্দীপ মণ্ডলেরও। তিনি বলেন, ১৩৭ জন ভোটারের নাম বাদ। তিনজন মুসলিম। বাকিদের মধ্যে মতুয়ার সংখ্যাই বেশি।

শরবত খাইয়ে ভোটারদের প্রভাবিত করার অভিযোগ , বাধা দেওয়ায় উত্তপ্ত এলাকা

নয়া জামানা, নদীয়া ঃ ভোট কেন্দ্রের বাইরে শরবত বিতরণকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা। বিজেপির অভিযোগ, ভোট কেন্দ্রের ১০০ মিটারের মধ্যে শরবত বিতরণ করছিল তৃণমূলের কর্মীরা। একটি ট্রলি রিক্সায় তিনটি ড্রামে করে নিয়ে আসা হয় শরবত। বিজেপি কর্মীরা তেড়ে গেলে শরবতের গাড়ি ফেলে পালিয়ে যায় তাঁরা।জানা যাচ্ছে, পরবর্তীতে বিজেপি কর্মীরা গিয়ে সেই শরবত নর্দমায় ফেলে দেন। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় চরম উত্তেজনা সৃষ্টি হয়। নদিয়ার নবদ্বীপ বিধানসভার ৫৩ নম্বর বুথের ঘটনা। বিজেপি কর্মীদের অভিযোগ, নির্বাচন কমিশনের বিধি-নিষেধ ভঙ্গ করে ভোটকেন্দ্রের ১০০ মিটারের ভেতরে ঢুকে বড় বড় জারের মধ্যে করে শরবত মজুত করে তৃণমূলের কর্মীরা।এই শরবত খাইয়ে ভোটারদের প্রভাবিত করার চেষ্টা করছিল তৃণমূল। তাই বিজেপি কর্মীরা বাধা দেয়। অন্যদিকে, বিজেপির অভিযোগ অস্বীকার করে তৃণমূলের দাবি, ভোট কেন্দ্রের ১০০ মিটারের বাইরে মানুষের তৃষ্ণা মেটাতে শরবত বিলি করছিল তৃণমূল। বিজেপি ইচ্ছাকৃতভাবে তাদের শরবত ফেলে দেয়।

বোলপুর বার অ্যাসোসিয়েশন নির্বাচনে নির্দলদের জয়

নয়া জামানা, বীরভূম ঃ বিধানসভা নির্বাচনের আবহেও দলীয় রাজনীতির বাইরে থেকে বোলপুর বার অ্যাসোসিয়েশনের নির্বাচনে উল্লেখযোগ্য সাফল্য পেলেন নির্দল প্রার্থীরা। বৃহস্পতিবার আনুষ্ঠানিকভাবে ফল ঘোষণা হয়। তার আগে, গত মঙ্গলবার অনুষ্ঠিত হয় এই নির্বাচন। মোট ১৩টি পদের মধ্যে ১২টিতেই জয়লাভ করেন নির্দল প্রার্থীরা।এদের মধ্যে অধিকাংশই নতুন মুখ। অপরদিকে, মাত্র একটি পদে জয় পেয়েছেন বিজেপি সমর্থিত এক আইনজীবী বলেই জানা গিয়েছে।আরও জানা যায়, এই নির্বাচনে মোট ২২০ জন ভোটারের মধ্যে ১৯৯ জন তাঁদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করেন। সকাল এগারোটা থেকে শুরু হয়ে বিকেল পর্যন্ত চলে ভোটগ্রহণ। নতুন কমিটিতে সভাপতি হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন গৌতম সরকার। সহ-সভাপতি পদে রয়েছেন অনন্ত মিত্র এবং সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পেয়েছেন অপূর্ব চক্রবর্তী। সহ-সম্পাদক পদে নির্বাচিত হয়েছেন সাম্য ভট্টাচার্য ও রণদীপ গড়াই। জয়ের পর নির্দল প্রার্থীরা জানান, বারের সমস্ত সদস্যের যেকোনও সমস্যায় পাশে থাকা হবে তাঁদের প্রধান লক্ষ্য।নির্বাচন প্রসঙ্গে আইনজীবি অপূর্ব চক্রবর্তী বলেন, নির্বাচন শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন হয়েছে।

নির্দল প্রার্থীরা বিপুল সমর্থন পেয়েছেন। বোলপুর বার অ্যাসোসিয়েশনের প্রাক্তন সভাপতি দেব কুমার দত্ত জানান, দীর্ঘদিন পর এখানে একটি গণতান্ত্রিক পরিবেশ তৈরি হয়েছে। নতুন কমিটি বার ও আদালতের মধ্যে সুসম্পর্ক গড়ে তুলবে বলেই আশা করছি। পাশাপাশি তিনি প্রস্তাব দেন, এই নির্বাচন প্রতি বছর না হয়ে দুই থেকে তিন বছর অন্তর হওয়া উচিত।অন্যদিকে, তৃণমূলের জেলা সহ-সভাপতি মলয় মুখোপাধ্যায় বলেন, এই নির্বাচন সম্পূর্ণ অরাজনৈতিকভাবে হয়। কোনো দলের ব্যক্তিগত সমর্থক কেউ হতে পারেন। নির্বাচন চলাকালীন দলগতভাবে আমরা বিষয়টিকে দেখি নি, তাই এ বিষয়ে বিশেষ কিছু বলার নেই।

ড্রেনের নোংরা জলে ডুবে রাজগ্রাম হাটতলা রোড ,ভোগান্তিতে নিত্যযাত্রী

সায়ন ভান্ডারী, নয়া জামানা, বীরভূম ঃ বীরভূমের মুরারই ১ নম্বর ব্লকের অন্তর্গত রাজগ্রাম হাটতলা রোডে দীর্ঘদিন ধরে ড্রেনের নোংরা জল রাস্তায় উপচে পড়ায় চরম ভোগান্তিতে পড়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। অভিযোগ, বারবার সংশ্লিষ্ট দপ্তরে জানানো হলেও এখনও পর্যন্ত সমস্যার কোনও স্থায়ী সমাধান হয়নি। ড্রেন পরিষ্কার ও সংস্কারের অভাবে রাস্তায় জল জমে থাকায় প্রতিদিন চলাচল কার্যত দুর্বিষহ হয়ে উঠেছে। বাধ্য হয়ে নোংরা জলের মধ্য দিয়েই যাতায়াত করতে হচ্ছে সাধারণ মানুষকে। স্থানীয়দের দাবি, এই রাস্তা দিয়েই মন্দির ও মসজিদে যাতায়াত করতে হয়, ফলে ধর্মীয় কাজেও যেতে হচ্ছে একইভাবে নোংরা জলের মধ্যে পা দিয়ে। এতে যেমন স্বাস্থ্যঝুঁকি বাড়ছে, তেমনই চরম অস্বস্তির মধ্যে পড়তে হচ্ছে এলাকাবাসীকে। অভিযোগ, একাধিকবার স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের বিষয়টি জানানো হলেও এখনও পর্যন্ত কার্যকর কোনও পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। ফলে ক্ষোভ জমছে এলাকায়। দ্রুত ড্রেন পরিষ্কার ও রাস্তা স্তাঘাট সংস্কারের দাবি তুলেছেন স্থানীয়রা, যাতে স্বাভাবিক যাতায়াতের পরিবেশ ফিরে আসে।

স্ট্রং রুমে হঠাৎ অ্যালার্ম, ঝড়-বৃষ্টির রাতে বোলপুর কলেজে চাঞ্চল্য !

কার্তিক ভান্ডারী, নয়া জামানা, বীরভূম ঃ হঠাৎ স্ট্রং রুমের অ্যালার্ম বেজে ওঠায় মুহূর্তের মধ্যে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ল বোলপুর কলেজ চত্বরে। বুধবার রাতে এই ঘটনাটি ঘটে। তড়িঘড়ি ছুটে আসেন পুলিশ ও প্রশাসনের কর্তারা। ঘটনাস্থলে পৌঁছন প্রার্থীরাও। যদিও পরে প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে, কোনও রকম অগ্নিকাণ্ড বা নিরাপত্তা বিঘ্নের ঘটনা ঘটেনি, সবকিছুই স্বাভাবিক ও সুরক্ষিত রয়েছে। জানা গিয়েছে, প্রথম দফায় বীরভূম জেলায় ভোটগ্রহণের পর বোলপুর কলেজের স্ট্রং রুমে কড়া নিরাপত্তার মধ্যে ইভিএমগুলি রাখা হয়েছে। আগামী ৪ মে এখানেই বোলপুর, নানুর এবং লাভপুর এই তিনটি বিধানসভা কেন্দ্রের ভোট গণনা হবে। সেই কারণে স্ট্রং রুম ঘিরে ত্রিস্তরীয় নিরাপত্তা বলয় গড়ে তোলা হয়েছে। কেন্দ্রীয় বাহিনী ও রাজ্য পুলিশ যৌথভাবে নিরাপত্তার দায়িত্বে রয়েছে। এদিন সন্ধ্যার পর থেকেই জেলার বিভিন্ন এলাকায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ঝড়-বৃষ্টি শুরু হয়। সেই সময় হঠাৎ করেই স্ট্রং রুম সংলগ্ন অ্যালার্ম বেজে ওঠে। খবর ছড়িয়ে পড়তেই ঘটনাস্থলে পৌঁছে

যান বোলপুরের মহকুমাশাসক, কেন্দ্রীয় বাহিনী, রাজ্য পুলিশ এবং দমকলের কর্মীরা। সেই সঙ্গে ছুটে আসেন প্রার্থী ও দলীয় কর্মী-সমর্থকেরাও। দীর্ঘক্ষণ ধরে স্ট্রং রুম চত্বর খতিয়ে দেখেন প্রশাসনের আধিকারিকরা।পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, স্ট্রং রুমের কাছাকাছি বজ্রপাতের জেরে অ্যালার্ম সিস্টেম সক্রিয় হয়ে ওঠে। তার ফলেই সাময়িক আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে এলাকায়। এদিন ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে নানুরের বিজেপি প্রার্থী খোকন দাস জানান, আগুন লাগার খবর পেয়ে আমরা দ্রুত সেখানে পৌঁছায়। তবে প্রবল ঝড়-বৃষ্টির জেরে স্ট্রং রুম সংলগ্ন সেন্সরে অ্যালার্ম বেজেছিল। তবে আমরা পরিদর্শন করেছি অন্য সব কিছু স্বাভাবিক রয়েছে। বোলপুরের মহকুমাশাসক অনিমেষ কান্তি মান্না বলেন, বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির কারণে বিদ্যুৎ সংক্রান্ত সমস্ত ব্যবস্থাই খতিয়ে দেখা হয়েছে। কোথাও আগুন লাগার কোনও ঘটনা ঘটেনি। স্ট্রং রুম সম্পূর্ণ নিরাপদ রয়েছে। অ্যালার্মের সঙ্গে স্ট্রং রুমের সরাসরি কোনও সম্পর্ক নেই। এই ঘটনায় সাময়িক উত্তেজনা তৈরি হলেও শেষ পর্যন্ত প্রশাসনের তৎপরতায় পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে। এমনকি নিরাপত্তা নিয়ে সব ধরনের আশঙ্কা দূর হয়।

ভোট মিটতেই রক্তাক্ত শান্তিপুর ! ধারালো অস্ত্রের কোপে জখম দুই যুবক

শিবম দেবনাথ, নয়া জামানা, নদীয়া ঃ ভোট মিটতেই হিংসার ছবি ধরা পরল নদীয়ার শান্তিপুরে। ধারালো অস্ত্রের কোপে গুরুতর আহত হলেন দুই যুবক।

আশঙ্কা জনক অবস্থায় তাদের কৃষ্ণনগর হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। সূত্রের খবর, দ্বিতীয় দফার ভোট শেষে বুধবার রাতে শান্তিপুরের ১৭ নম্বর ওয়ার্ডের একটি মাঠে বসে থাকার সময় দুই যুবকের ওপর অতর্কিত হামলা চালায় কিছু দুষ্কৃতী।ধারালো অস্ত্রের আঘাতে গুরুতর আহত হন তারা। পরে তাদের আর্ত চিৎকারে স্থানীয় মানুষজন ছুটে এসে আশঙ্কাজনক অবস্থায় তাদের উদ্ধার করে শান্তিপুর হাসপাতালে নিয়ে গেলে তাদের কৃষ্ণনগর হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। আক্রান্তদের পরিজনদের দাবি, অন্য রাজনৈতিক দল করায় তাদের ওপর আক্রমণ চালিয়েছে দুষ্কৃতীরা। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে শান্তিপুর থানার পুলিশ।

দুর্ঘটনার পর চিকিৎসার গাফিলতি ! রামপুরহাটে বিক্ষোভ নিহত দাদু-নাতির পরিবারের

নয়া জামানা, বীরভূম ঃ বীরভূমের রামপুরহাট সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে দাদু ও নাতির মৃত্যুকে কেন্দ্র করে তীব্র উত্তেজনা ছড়াল।চিকিৎসায় গাফিলতির অভিযোগ তুলে হাসপাতালের জরুরি বিভাগে বিক্ষোভ দেখান মৃতদের পরিবারের সদস্যরা ও স্থানীয় বাসিন্দারা। পরিস্থিতি সামাল দিতে পুলিশ মোতায়েন করা হয়, যার জেরে কিছু সময়ের জন্য হাসপাতালের পরিষেবা বিঘ্নিত হয়। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার দুপুরে মুর্শিদাবাদের ভর্তা মোড় এলাকায় দুর্ঘটনাটি ঘটে। কাদের শেখ (বয়স ৪৫) তাঁর স্ত্রী ও নাতি তামিম শেখ (বয়স ৭)-কে নিয়ে মোটরসাইকেলে যাচ্ছিলেন। ভর্তা মোড় থেকে প্রধান সড়কে ওঠার সময় একটি চায়না ভ্যান-এর সঙ্গে তাঁদের বাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়।

ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় কাদের শেখের (বয়স ৪৫)। গুরুতর জখম অবস্থায় তামিম শেখ (বয়স ৭)-কে উদ্ধার করে রামপুরহাট সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানেই চিকিৎসাধীন

অবস্থায় মৃত্যু হয় তার। এই ঘটনার পরই চিকিৎসা পরিষেবা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন মৃতের পরিজনরা। তাঁদের অভিযোগ, হাসপাতালে আনার পর দীর্ঘ সময় ধরে কোনও সিনিয়র চিকিৎসক উপস্থিত ছিলেন না এবং নার্সদের তত্ত্বাবধানে শিশুটিকে ফেলে রাখা হয়েছিল। যথাসময়ে প্রয়োজনীয় চিকিৎসা না মেলার কারণেই তার মৃত্যু হয়েছে বলে দাবি তাঁদের।

এই অভিযোগ ঘিরেই ক্ষুব্ধ জনতা হাসপাতালের ভিতরে বিক্ষোভে ফেটে পড়েন এবং স্বাস্থ্যকর্মীদের ঘিরে প্রতিবাদ জানান। যদিও অভিযোগ অস্বীকার করেছেন কর্তব্যরত নার্সরা। তাঁদের দাবি, শিশুটিকে আনার পরই জরুরি ভিত্তিতে চিকিৎসা শুরু করা হয়েছিল এবং অবস্থার অবনতি হওয়ায় দ্রুত সিনিয়র চিকিৎসককে খবর দেওয়া হয়। তবে তিনি পৌঁছানোর আগেই তামিম শেখের (বয়স ৭) মৃত্যু হয়। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, পরিকাঠামোর সীমাবদ্ধতার মধ্যেই সর্বোচ্চ চেষ্টা করা হয়েছিল। ঘটনার পর এলাকায় কিছু সময় উত্তেজনা ছড়ালেও বর্তমানে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে।

‘ভয় দেখিয়ে লাভ নেই’, কেন্দ্রীয় বাহিনীকে নিশানা করে রানাঘাটে জোড়াফুলের জয়ের হুংকার দেবাশীষ গাঙ্গুলীর

চঞ্চল মজুমদার, নয়া জামানা, নদীয়া ঃ ২৯ শে এপ্রিল রাজ্যের দ্বিতীয় ও অন্তিম দফার নির্বাচনের দিনে রাজ্যের ১৪২ টি বিধানসভা কেন্দ্রের বিভিন্ন প্রান্তে নির্বাচন কমিশনের তত্ত্বাবধানে কেন্দ্রীয় বাহিনীর প্রতি সক্রিয়তা ও অবাধ স্বচ্ছ ভোট পরিচালনার নামে যেভাবে সাধারণ ভোটারদের উপর আক্রমণাত্মক ভূমিকা পালন করেছে, পাশাপাশি বিভিন্ন ভোটদান কেন্দ্রে সরাসরি তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থীদের প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা বলা চলে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থীদের প্রবেশ করতে না দেওয়ার সরাসরি প্রতিবাদ জানিয়ে এহেন পরিস্থিতিকে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস বলেই আখ্যা দিয়েছেন রানাঘাট সংগঠনিক জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা সভাপতি দেবাশীষ গাঙ্গুলী। নির্বাচনের দিন ২৯ শে এপ্রিল নির্বাচনের প্রক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার পর কল্যাণী বিধানসভার তৃণমূল কংগ্রেস মনোনীত প্রার্থী ডাঃ অতীন্দ্রনাথ মন্ডলকে সাথে নিয়ে কল্যাণী বিধানসভা কমিটির চেয়ারম্যান অরূপ মুখার্জি সহ কল্যাণী শহর তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি সুশীল তালুকদার ও কল্যাণী বিধানসভার অন্যান্য নেতৃত্বদের উপস্থিতিতে একটি সাংবাদিক বৈঠক করেন দেবাশীষ

গাঙ্গুলী। কেন্দ্রীয় বাহিনীর অতি সক্রিয়তাকে কটাক্ষ করলেও আপামর সাধারণ জনগণকে সুষ্ঠু ভোট পরিচালনায় সহযোগিতা করার জন্য তিনি ধন্যবাদ ও জ্ঞাপন করেন। তৃণমূলের রানাঘাট সংগঠনিক জেলা এবং রানাঘাট পুলিশ জেলার অন্তর্গত মোট নয়টি বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেস মনোনীত প্রার্থীদের কেই সাধারণ মানুষ বিপুল সমর্থনে জয়ী হওয়ার দাবি জানিয়েছেন। জেলা সভাপতি দেবাশীষ গাঙ্গুলীর কথায় স্পষ্ট কথা, ৪ তারিখ নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা হওয়াটা শুধুমাত্র সময়ের অপেক্ষা; ইতিমধ্যেই তিনি তার জেলার প্রত্যেকটি প্রার্থীকেই ভাবি বিধায়ক হিসাবে আখ্যা দিয়েছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, নির্বাচন কমিশন সূত্রে পাওয়া শেষ খবর অনুযায়ী নদীয়া জেলায় বিকেল পাঁচটা অবধি সম্পূর্ণ জেলায় ভোট দান হয়েছে ৯০.২৯ শতাংশ। তারই মধ্যে কল্যাণী বিধানসভার তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী ডাক্তার অতীন্দ্রনাথ মন্ডল এদিনের সাংবাদিক বৈঠকে কল্যাণী বিধানসভায় মোট ভোটের পরিসংখ্যান দিয়ে জানিয়েছেন, কল্যাণী বিধানসভায় মোট ভোটারের সংখ্যা২,৩০,৪৮৯ জন, ভোট দানের সমাপ্তি পর্যন্ত ভোট পড়েছে ৯১.৩৭ শতাংশ অর্থাৎ সর্বমোট ২,১০,৬০৯ জন ভোটার ভোট দান করেছেন। এই বিপুলসংখ্যক ভোটারদের নির্বাচনে অংশগ্রহণ করার জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে প্রার্থী নির্বাচনে জয়লাভের আশাবাদী শুধু নন, তিনি কেন্দ্রীয় বাহিনীর অতি সক্রিয়তাকে তৃণমূল কংগ্রেসের জনসমর্থনে অক্সিজেন হিসেবে ব্যাখ্যা করেই নিজের জয় লাভের দাবি জানিয়েছেন। নির্বাচন প্রক্রিয়া ও তার ফলাফল ঘোষণা একটি প্রথা তাই ফলাফল ঘোষণা শুধু অপেক্ষামাত্র। তবে তার আগেই রানাঘাট সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি দেবাশীষ গাঙ্গুলি সহ কল্যাণী বিধানসভার তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী ডাক্তার অতীন্দ্রনাথ মন্ডল সংবাদ মাধ্যমকে আগামী ৪ তারিখ তৃণমূল কংগ্রেসের বিজয় মিছিলে সামিল হওয়ার আগাম আমন্ত্রণ জানিয়েছেন।

পুলিশ সুপারের দ্বারস্থ বিজেপি

নয়া জামানা, বীরভূম ঃ ভোটের আবহ কাটতে না কাটতেই সম্ভাব্য অশান্তি রুখতে আগাম তৎপরতা শুরু করল বীরভূম জেলা বিজেপি নেতৃত্ব। ২০২১ সালের ভোট-পরবর্তী হিংসার স্মৃতি এখনও তাজা;সেই অভিজ্ঞতাকে সামনে রেখেই এবার জেলা পুলিশ সুপারের সঙ্গে দেখা করলেন বীরভূম সাংগঠনিক জেলার বিজেপি সভাপতি উদয় শঙ্কর ব্যানার্জি। বৈঠক শেষে উদয়বাবু জানান, নির্বাচন প্রক্রিয়া মোটের উপর শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন হলেও, ফল ঘোষণার পরবর্তী সময়টাই সবথেকে স্পর্শকাতর। তাঁর কথায়, বিজেপি বা তৃণমূল;যে কোনও দলই সরকার গড়ুক না কেন, সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা ও শান্তি বজায় রাখা প্রশাসনের প্রধান দায়িত্ব। আমরা স্পষ্টভাবে বলেছি, কোনওভাবেই যেন ২০২১ সালের পুনরাবৃত্তি না ঘটে।

তিনি আরও দাবি করেন, অতীতে বীরভূমের বিভিন্ন প্রান্তে ভোটের ফল প্রকাশের পর সংঘর্ষ, হামলা ও বাড়িঘর ভাঙচুরের মতো একাধিক ঘটনা ঘটেছে। সেই অভিজ্ঞতা থেকেই এবার আগে থেকেই প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। বিজেপির পক্ষ থেকে দাবি করা হয়েছে, ভোট-পরবর্তী সময়ে সংবেদনশীল এলাকাগুলিতে বাড়তি পুলিশ মোতায়েন, নিয়মিত টহলদারি এবং দ্রুত অভিযোগ গ্রহণ ও ব্যবস্থা নেওয়ার উপর জোর দেওয়া হোক।উদয়বাবুর মতে, এবারের নির্বাচন তুলনামূলকভাবে নির্বিঘ্নে হওয়ায় সাধারণ মানুষের মধ্যেও স্বস্তির বাতাবরণ তৈরি হয়েছে। সেই শান্তিপূর্ণ পরিবেশ যাতে ফল ঘোষণার পরেও অটুট থাকে, সেদিকেই নজর রাখার আর্জি জানানো হয়েছে পুলিশের কাছে।রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতে, ফল ঘোষণার আগে থেকেই এই ধরনের উদ্যোগ একদিকে যেমন প্রশাসনের উপর চাপ সৃষ্টি করে, অন্যদিকে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের কর্মী-সমর্থকদের কাছেও একটি বার্তা পৌঁছে দেয়;যে কোনও ধরনের অশান্তির বিরুদ্ধে আগাম সতর্কতা রয়েছে। ফলে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে প্রশাসনের ভূমিকা এবার কতটা কার্যকর হয়, সেটাই দেখার।

দৈনিক নয়া জামানা পত্রিকা নিয়মিত পড়ুন ও পড়ান

ভোটের মাঝে নিরাপত্তা ভাঙ্গন- গ্রামে চোরের দাপট, আতঙ্কে বাসিন্দারা

সীতারাম মুখার্জি,নয়া জামানা , রূপনারায়ণপুর ঃ রাত নামলেই রূপনারায়ণপুরে নেমে আসছে অদৃশ্য আতঙ্ক। সাম্প্রতিক ঘটনায় স্পষ্ট;এখন আর চুরি মানে লুকিয়ে কাজ সারা নয়, বরং প্রকাশ্য দুঃসাহস।জনবসতির মধ্যেই গবাদি পশুকে অচেতন করে তুলে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, যেন কোনও বাধাই নেই। শক্তপোক্ত, বড় আকারের গরুকে ইনজেকশন দিয়ে নিস্তেজ করে গাড়িতে তোলা;এ দৃশ্য ভাবলেই শিউরে উঠতে হয়।এই ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছে একটি গর্ভবতী গরু, অল্পের জন্য বেঁচে গেছে একটি বাছুর। কিন্তু বিষয়টা এখানেই শেষ নয়। এই কায়দা যদি চোরেরা এত সহজে ব্যবহার করতে পারে, তাহলে বোঝাই যাচ্ছে;এরা সাধারণ অপরাধী নয়, বরং সংগঠিত চক্র। আর সবচেয়ে ভয়ের কথা, এদের কাজের মধ্যে কোনও তাড়াহুড়ো নেই, কোনও ভয় নেই।গ্রামের মানুষ এখন আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছেন। বাড়ির সামনে যা কিছু আছে;সবই যেন ঝুঁকির মধ্যে। আজ গবাদি পশু, কাল কি মানুষের ঘরবাড়ি, নাকি আরও বড় কিছু? এই প্রশ্নই এখন ঘুরছে সবার মনে। আর এই পরিস্থিতির মধ্যেই সামনে আসছে আরও এক চরম বাস্তবতা; নির্বাচনের কারণে এলাকায় প্রায় ফাঁকা হয়ে গেছে থানা ও পুলিশ ফাঁড়িগুলি। অধিকাংশ বাহিনী ভোটের দায়িত্বে ব্যস্ত। যে গণতন্ত্রে মানুষের ভোটাধিকার রক্ষা করতে এত কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হয়, সেই ব্যবস্থার আড়ালেই কি সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা আজ উপেক্ষিত? মানুষ প্রশ্ন তুলছে;ভোট দিতে যাওয়ার নিরাপত্তা থাকবে, কিন্তু ঘর রক্ষা করার কেউ থাকবে না? এ কেমন ব্যবস্থা? একদিকে ভোটের জন্য সর্বোচ্চ সতর্কতা, অন্যদিকে গ্রাম প্রায় পাহারাহীন! এই সুযোগেই কি মাথা তুলছে দুষ্কৃতীরা?প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে ক্ষোভ বাড়ছে। যদি অপরাধীরা এমন নিশ্চিন্তে ইনজেকশন ব্যবহার করে অপারেশন চালাতে পারে, তাহলে কি তারা নিশ্চিত যে এলাকায় কোনও নজরদারি নেই? কোথায় রাতের টহল? কোথায় গোয়েন্দা নজর? নাকি সবই এখন ভোটের চাপে সরিয়ে রাখা হয়েছে? রূপনারায়ণপুরের এই ঘটনা এখন শুধু একটি অপরাধ নয়, এটি এক বড় সতর্ক সংকেত। নিরাপত্তার এই ফাঁক যদি এখনই বন্ধ না করা হয়, তাহলে পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ হয়ে উঠতে পারে।আজ মানুষ একটাই প্রশ্ন করছে;গণতন্ত্র কি শুধু ভোটের দিনেই সীমাবদ্ধ, নাকি মানুষের দৈনন্দিন নিরাপত্তাও তার দায়িত্বের মধ্যে পড়ে? যদি সেই নিরাপত্তাই না থাকে, তাহলে এই পুরো ব্যবস্থার অর্থ কোথায়?

এক পশলা বৃষ্টিতেই নিকাশি ব্যবস্থার বেহাল দশা ফুটে উঠল

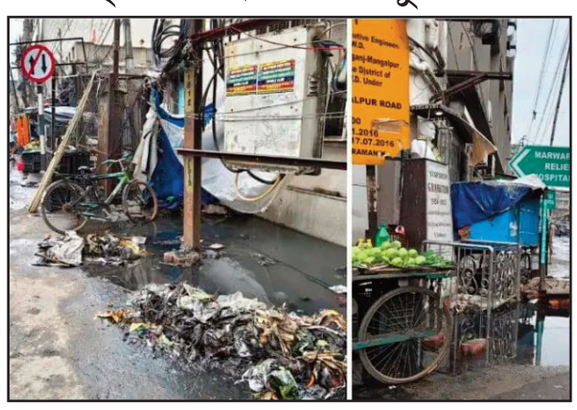

নয়া জামানা, রানিগঞ্জ ঃ এক পশলা বৃষ্টিতেই খনি শহর রানীগঞ্জের নিকাশি ব্যবস্থার হাল ফুটে উঠল রানীগঞ্জ শহর জুড়ে। রানীগঞ্জের বাজার এলাকার বিস্তীর্ণ অংশে বুধবার রাত্রের ঘন্টাখানেকের বৃষ্টি রানীগঞ্জের নালা নর্দমা গুলিকে ভরিয়ে তোলে। অবস্থা এমনই হয়ে ওঠে যে রানীগঞ্জের এতোয়ারী মোড়, হাটতলা মোড় থেকে শুরু করে রানীগঞ্জের বড়বাজার এমনকি রানীগঞ্জের শহরের মধ্যমণি এলাকা রানীগঞ্জের নেতাজি স্ট্যাচু সংলগ্ন মারওয়ারী হাসপাতালের চারপাশ, নালা নর্দমার জল উপচে পড়ে জাতীয় সড়কে তা চলে যায়। উল্লেখ্য শহরের বেশ কয়েকটি অংশেই জল নিকাশি ব্যবস্থা সঠিকভাবে রক্ষণাবেক্ষণ না করার কারণে বেশ কয়েকদিন ধরেই নালা নর্দমা গুলি ভোরে ওঠে আবর্জনায়, এমনই বেশ কয়েকটি অংশ দিয়ে জল উপচে পড়ায় রানীগঞ্জের এনএসবি রোডের ডলফিন ময়দান সংলগ্ন এলাকা রানীগঞ্জ বরো দপ্তর সংলগ্ন অংশ জলে ভরে যায় এর জেরে ব্যাপক দুর্ভোগে পড়তে হয় পথ চলতি মানুষজনদের। নোংরা আবর্জনা পূর্ণ জল রাস্তার উপরে উপচে পড়ায় সেই জল বেয়ে যাতায়াত করতে বাধ্য হয় পথ চলতি মানুষ। আর তার সঙ্গে এই জল জমে গিয়ে রাস্তার বিভিন্ন অংশে খানাখন্দে পরিণত হয়। রানীগঞ্জ শহরে ঢোকার মুখেই পাঞ্জাবি মোড়ে আন্ডারগ্রাউন্ড ড্রেনের সিস্টেম হওয়ার পর সেই সকল এলাকা গুলি সম্পূর্ণভাবে মেরামত না করায় সেই অংশের রাস্তাতেও খানাখন্দ তৈরি হয়। সবমিলিয়ে রানিগঞ্জ শহরের নিকাশি ব্যবস্থা যে অল্প একটু বৃষ্টিতেই ভেঙে পড়ে তা এই সকল বিষয় লক্ষ্য করে স্পষ্ট হয়। যদিও এ বিষয়ে বরো দপ্তরের চেয়ারম্যান মোজাম্মেল সাহাজাদা অবশ্য জানিয়েছেন সমস্ত বিষয়গুলির উপর নজর রাখা হয়েছে দ্রুত নিকাশি ব্যবস্থা স্বাভাবিক করে এলাকাগুলিকে সাফ সাফাইয়ের জন্য তারা উদ্যোগ নেবেন। এখন দেখার প্রশাসন কিরূপ কি ব্যবস্থা নেয় এই নিকাশি ব্যবস্থা সুদৃঢ় করতে।

আউশগ্রামে রেকর্ড ভোট-দ্বিতীয় দফায় নজির গড়ল জঙ্গলমহল

নয়া জামানা, বর্ধমান ঃ প্রথম দফার শেষে দ্বিতীয় দফার ভোট শেষ হয়েছে বুধবার। আর প্রথম দফার শেষে যে সংখ্যায় ভোট পড়েছিল, দ্বিতীয় দফায় সেই সংখ্যাটাও ছাপিয়ে গেল। শতাংশের হারে দ্বিতীয় দফায় বেশি ভোট পড়লো। দু একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা ছাড়া অবাধ ও শান্তিপূর্ণ ভোট হয়েছে রাজ্যের প্রায় সব জেলাতেই। অনেক জেলার বিভিন্ন বুথে বিভিন্ন কারণে নির্দিষ্ট সময়ের অনেকটা সময় পার করে ভোট গ্রহণ চলেছে। তারপর রাতে কমিশনের দেওয়া ভোটদানের সংখ্যা ঘোষণা করা হয়। সেই সংখ্যা সামনে আসার পরে দেখা যাচ্ছে এবারের দফায় ৯৫ শতাংশের বেশি ভোট পড়েছে। সেই তুলনায় পশ্চিম বঙ্গের মধ্যে রেকর্ড সৃষ্টি করেছে পূর্ব বর্ধমান জেলার জঙ্গলমহল হিসাবে পরিচিত আউশগ্রামে। এই বিধানসভা কেন্দ্রে অনেক গুলো নির্বাচনের পর এই সংখ্যায় ভোট পড়লো বলে জানা গিয়েছে। যা শুধু জেলার ক্ষেত্রে নয়, রাজ্যের ক্ষেত্রে নজীরবিহীন। রাজ্যের দ্বিতীয় দফার নির্বাচনে কলকাতা উত্তর, কলকাতা দক্ষিণ, উত্তর চব্বিশ পরগনা, দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা, নদীয়া, হাওড়া, হুগলি ও পূর্ব বর্ধমান জেলার ১৪২ আসনে ভোটগ্রহণ হয় বুধবার। রাজ্যের নিরিখে ধরলে দু দফায় ৯২.৪৭ শতাংশ ভোট পড়েছে। কিন্তু দ্বিতীয় দফায় পূর্ব বর্ধমান জেলায় ভোটদানের হার উল্লেখযোগ্যভাবে বেশি হয়েছে। এখানে গড়ে ভোটের হার ৯৩.৫৫ শতাংশ। কিন্তু নির্বাচন কমিশনের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, পূর্ব বর্ধমান জেলার আউসগ্রাম বিধানসভা কেন্দ্রে সর্বাধিক ভোট পড়েছে। এখানে ভোটের হার ৯৫.২০ শতাংশ। যে সংখ্যায় ভোট রাজ্যের আর কোন জেলার কোন বিধানসভা কেন্দ্রে পড়েনি। শুধুমাত্র ওই কেন্দ্রে নয়, জেলার ১৬ টি বিধানসভা কেন্দ্রের বেশিরভাগ আসনেই ভোট পড়েছে ৯১ থেকে ৯৪ শতাংশের বেশি। জেলার আউশগ্রামের পর বেশ কয়েকটি কেন্দ্রে ৯৪ শতাংশ ছাপিয়ে ভোট পড়েছে। আউশগ্রামের পর জামালপুর বিধানসভা কেন্দ্রে ভোট পড়েছে ৯৪ . ৭০ শতাংশ। এছাড়াও গলসিতে ৯৪.৫১ শতাংশ, মেমারিতে ৯৪.২২ , বর্ধমান উত্তরে ৯৪.১৫ , ভাতারে ৯৪.০৭ শতাংশ ভোট পড়েছে। কিন্তু সেই তুলনায় জেলার শহর কেন্দ্রিক বিধানসভা বর্ধমান দক্ষিণে ভোটের হার অনান্য সব আসনের তুলনায় কম। বর্ধমান দক্ষিণ কেন্দ্রে কমিশনের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী ৯০.৬৬ শতাংশ ভোট পড়েছে। শহর কেন্দ্রিক কালনায় ভোট পড়েছে ৯২.৮৮ শতাংশ। আর শহর কাটোয়ায় ৯১.২১ শতাংশ ভোট পড়ে। রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা বলছেন সাম্প্রতিক কালে ভোটের এই শতাংশের হার সব রেকর্ড ভেঙ্গেছে। এখন মানুষের মধ্যে একটাই জল্পনা কল্পনা এই সংখ্যার ভোট পরিবর্তন নাকি, প্রত্যাবর্তন। চুল চেড়া চর্চা শুরু হয়েছে সব মহলেই।

‘দুই লক্ষের বেশি নাম বাদ’, ট্রাইব্যুনালের পরও ভোট দিলেন ৮ জন

আমিনুর রহমান,নয়া জামানা , বর্ধমান ঃ ট্রাইব্যুনালে আবেদন করে শেষ মুহূর্তে দ্বিতীয় দফার নির্বাচনে ভোট দিলেন পূর্ব বর্ধমান জেলার ৮ জন ভোটার। যা নিয়ে তালিকায় নাম অন্তর্ভুক্তিকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক উত্তাপ চরমে পৌঁছেছিল। দ্বিতীয় দফা নির্বাচনের আগে ২৭ এপ্রিল প্রকাশিত সংশোধিত তালিকা অনুযায়ী, ট্রাইব্যুনালে আবেদন জানানোর পর জেলায় মাত্র আটজন ভোটারের নাম পুনর্ভুক্ত হয়েছিল। বিপুল সংখ্যক আবেদনকারীর দাবি অগ্রাহ্য করে বুধবারও এনিয়ে কমিশনের বিরুদ্ধে সরব ছিলেন তৃণমূল নেতৃত্বঃ

প্রশাসনিক সূত্রে খবর, ৭ এপ্রিল বিচারাধীন তালিকায় থাকা ভোটারদের যে তথ্য প্রকাশ করা হয়েছিল, তাতে জেলার ৩ লক্ষ ৬৫ হাজার ৫৩৯ জনের নাম অন্তর্ভুক্তির বিষয়টি অমীমাংসিত অবস্থায় ছিল। প্রাথমিক নিস্পত্তির পর ১ লক্ষ ৫০ হাজার ৫৪০ জনের নাম তালিকায় স্থান পেলেও ২ লক্ষ ৯ হাজার ৮০৫ জনের নাম বাদ পড়ে যায়। এই বিশাল অংশের বাদ পড়া বৈধ ভোটাররা পরবর্তীতে ট্রাইব্যুনালের দ্বারস্থ হয়েছিলেন। যাদের মধ্যে থেকে মাত্র কয়েকজন আবেদনকারী বৈধতা পেয়েছেন। তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে এই ঘটনাকে নজিরবিহীন এবং হাস্যকর বলে অভিহিত করা হয়েছে। জেলা তৃণমূল নেতা বাগবুল ইসলাম কড়া ভাষায় জানান যে, যেখানে দুই লক্ষাধিক ভোটারের নাম বাদ পড়েছিল, সেখানে ট্রাইব্যুনালের হস্তক্ষেপের পরও মাত্র আটজনের নাম যুক্ত হওয়া অত্যন্ত বিস্ময়কর। তাঁর অভিযোগ, নির্বাচন কমিশন কেন্দ্রীয় সরকারের প্রভাবে কাজ করেছে এবং দেড় কোটি ভোটারের নাম বাদ দেওয়ার যে লক্ষ্যমাত্রা বিজেপি স্থির করেছিল, কমিশন যেন সেই পরিকল্পনা বাস্তবে করে দেখালো। দ্বিতীয় দফা ভোটের আগেও তাদের বাদ রেখেই ভোট পর্ব শেষ হল। বিপুল সংখ্যক মানুষকে ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত করা গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার জন্য চরম অবমাননা বলেও দাবি করা হয়েছে।

ছাত্রের প্রাণ বাঁচাতে শিক্ষকদের সহায়তার আর্জি

নয়া জামানা, বর্ধমান ঃ ছাত্র দুরারোগ্য ক্যান্সারে আক্রান্ত। তাকে বাঁচাতে হলে কয়েক লক্ষ টাকা প্রয়োজন। পরিবারের লোকজনের পক্ষে সেই টাকা যোগাড় করা সম্ভব নয়। সেই অবস্থায় মানবিক ভূমিকা নিয়ে এগিয়ে এলেন ওই বিদ্যালয়ের শিক্ষক শিক্ষিকারা। ছাত্রের চিকিৎসার জন্য যে বিশাল পরিমাণ টাকা প্রয়োজন তা যোগাড় করার জন্য সকলের কাছে আবেদন রেখে চলেছেন। জানা গিয়েছে পূর্ব বর্ধমানের গলসিতে ক্যান্সারে আক্রান্ত ওই ছাত্রের নাম ইয়াসির আহমেদ মোল্লা। তার বাড়ি বড়োমুরিয়া গ্রামে। সে গলসি উচ্চ বিদ্যালয়ের দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র। বেশ কিছুদিন আগে ওই ছাত্র বাড়িতে মাথা ঘুরে পড়ে যায়। তারপর তাকে চিকিৎসকের কাছে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। চিকিৎসক সবকিছু পরীক্ষা নিরীক্ষা করার পর জানান, ওই ছাত্র দুরারোগ্য ব্লাড ক্যান্সারে আক্রান্ত। সাধারণ পরিবারের ওই ছাত্রের এই রোগ ধরা পড়ায় স্বাভাবিকভাবেই চিন্তার ভাঁজ পরে পরিবারের সকলের। জানা যায় ওই ছাত্রের বাবা এসরার আহমেদ মোল্লা সামান্য একজন ব্যাবসায়ী। ফলে চিকিৎসা খরচ যোগানো তাঁর পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়েছে। কারণ ইয়াসিরকে বাঁচাতে ‘ বোন ম্যারো ট্রান্সপ্লান্ট ‘ করার প্রয়োজন আছে। আর তার জন্য প্রায় ৩০ লক্ষ টাকা প্রয়োজন। সেই টাকা কোথা থেকে যোগার হবে তা নিয়ে রীতিমতো চিন্তিত বাবা- মা। পরিবারের লোকজন জানান, উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা দেবার পর থেকেই ওই ছাত্রের মাথায় যন্ত্রনা হতে থাকে বার বার। মাস খানেক আগে মাথা ঘুরে পড়ে যাবার পর শহর বর্ধমানের এক চিকিৎসকের কাছে এনে তাঁকে দেখানো হয়। ওই চিকিৎসক পরামর্শ দেন ইয়াসির কে কলকাতায় দেখানোর জন্য। সেই মতো কলকাতার একটি বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে দেখানো হয়। আর সেখানেই ধরা পড়ে মাথা যন্ত্রনা এবং মাথা ঘুরে পড়ে যাবার মতো উপসর্গ ব্লাড ক্যান্সার এর জন্য। সেখানকার ডাক্তারের পরামর্শ মতো বোন ম্যারো ট্রান্সপ্লান্ট করার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু সামান্য রোজগারে কিভাবে বড়ো ধরনের চিকিৎসা সম্ভব হবে। এই সমস্যার মধ্যে বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা ছাত্রের ওই দুরারোগ্য রোগের কথা জানতে পারেন। পরিবারের লোকজনের সঙ্গে যোগাযোগ করেন তারা। এখন ওই ছাত্রের চিকিৎসা খরচ যোগাতে এগিয়ে এসেছেন তারা। মানবিকতার পরশে সকলের কাছে আবেদন রাখছেন, যাতে তাঁকে বাঁচাতে তার সঠিক চিকিৎসা করা যায়। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক কবিরুল ইসলাম বলেন, ইয়াসির এই স্কুলের ভালো ছাত্র। তাই তার চিকিৎসা খরচ যোগাতে শিক্ষক শিক্ষিকারা একযোগে কাজ করে চলেছেন। তিনি সোস্যাল মিডিয়াতেও এ ব্যাপারে সকলের কাছে আবেদন রেখেছেন। আবেদন রেখেছেন ছাত্র- ছাত্রী, অভিভাবক, এলাকার মানুষের কাছেও। যাতে ধারাবাহিকভাবে তার চিকিৎসা চালানো সম্ভব হয়। এদিকে ঘটনার কথা জানতে পেরে শিক্ষক শিক্ষিকাদের এই উদ্যোগের জন্য তাদ সাধুবাদ জানিয়েছেন পূর্ব বর্ধমান জেলা পরিষদের অধ্যক্ষ অপার্থিব ইসলাম। তিনি বলেন, শিক্ষকরাই সমাজকে পথ দেখাবে। তাই তাদের এই মানবিক ভূমিকা অন্যদের অনুপ্রেরণা যোগাবে।

ভোট কর্মীদের নামিয়ে ফেরার পথে বাস দুর্ঘটনা

নয়া জামানা, বর্ধমান ঃ ভোট কর্মীদের নামিয়ে ফেরার পথে দুর্ঘটনার কবলে পড়লো একটি বাস। ঘটনায় ওই বাসের চালক ও খালাসি গুরুতর আহত হয়েছেন। ঘটনাটি ঘটেছে পূর্ব বর্ধমানের ভাতার থানা এলাকার ঊষা গ্রামে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে আউশগ্রামের গুসকরায় ভোট কর্মীদের নামিয়ে ফেরার পথে ঊষা গ্রামের কাছে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে যায় বাসটি। ঘটনায় আহত হন চালক ও খালাসী। পুলিশ তড়িঘড়ি আহতদের উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য পাঠায় স্বাস্থ্য কেন্দ্রে।

পরে দুটি ক্রেন এনে বাসটিকে উদ্ধার করা হয়। অন্যদিকে ভাতারের বামশোর গ্রামে একটি তেলের ট্যাংকার নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে যায়। স্থানীয়রা জানান একটি বাইক সাইকেল আরোহীকে বাঁচাতে গিয়ে এই দুর্ঘটনা ঘটে । স্থানীয়রা জানান, মাঠ থেকে ধান তোলার ফলে রাস্তায় থাকা কাদার জন্য একাধিক দুর্ঘটনা ঘটেছে ভাতারে।

৩০০ বছরের প্রাচীন ধর্মরাজের গাজন উৎসব

নয়া জামানা,কাটোয়া ঃ কাটোয়া ২ নম্বর ব্লকের জগদানন্দপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত ঘোড়ানাশ গ্রামে শুরু হয়েছে বহু প্রাচীন ধর্মরাজের গাজন উৎসব। প্রতিবছরের মতো এবছরও এই গাজনকে ঘিরে গোটা এলাকায় উৎসবের আমেজ, ভিড় জমিয়েছে অসংখ্য মানুষ। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, প্রায় ৩০০ বছরের প্রাচীন এই ধর্মরাজের পুজো একসময় জমিদার পরিবারের উদ্যোগে শুরু হলেও বর্তমানে একটি কমিটির পরিচালনায় তা অনুষ্ঠিত হয়।

জমিদার বংশের উত্তরসূরি শচীন্দ্র প্রসাদ চক্রবর্তীর কথায়, তপ্রাচীন ঐতিহ্য মেনেই প্রতি বছর গাজন উৎসব পালিত হয়ে আসছে।দ উৎসবের অঙ্গ হিসেবে ভক্ত-সন্ন্যাসীদের উত্তরীয় পরানো হয়। এরপর শোভাযাত্রার মাধ্যমে তাঁদের দাঁইহাটের ভাগীরথী নদীর ঘাটে গঙ্গাস্নানের জন্য নিয়ে যাওয়া হয়। গাজনের অন্যতম আকর্ষণ হিসেবে নির্বাচিত দুই সন্ন্যাসীর ‘বাণ ফোঁড়ানো’ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। সেই অবস্থাতেই তাঁরা নৃত্য করতে করতে গ্রাম প্রদক্ষিণ করেন। ধর্মরাজ ঠাকুরকে নিয়ে ঘোড়ানাশ সহ মুস্থূলী ও আমডাঙ্গা গ্রামের বিভিন্ন বাড়িতে পুজো করা হয়। এই উপলক্ষে নীল পুজো এবং শিবের গাজনের মতো চড়ক উৎসবও পালিত হয়।কমিটির অন্যতম সদস্য সুমল দে জানান, এবার এই গাজন উৎসবে ৫৫ জন ভক্ত সন্ন্যাসী হিসেবে অংশগ্রহণ করেছেন। আজ রয়েছে গঙ্গাস্নানের বিশেষ অনুষ্ঠান, যা ঘিরে ভক্তদের মধ্যে উৎসাহ তুঙ্গে।

ঝড়ের পর বিদ্যুৎহীন এলাকা , জিটি রোড টায়ার জ্বালিয়ে বিক্ষোভ

নয়া জামানা,আসানসোল ঃ কালবৈশাখীর দাপটে জনজীবন এখনও বিপর্যস্ত। বুধবার সন্ধ্যায় হওয়া প্রবল ঝড়ে শহরের বিভিন্ন এলাকায় গাছ পড়ে যায়। এরফলে একাধিক জায়গায় বিদ্যুৎ পরিষেবা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে।ঝড়ের পর থেকেই পরিস্থিতি স্বাভাবিক করতে আসানসোল পুরনিগমের পক্ষ থেকে কাজ শুরু হলেও, বেশ কিছু এলাকায় সমস্যা রয়ে গেছে। এরই মধ্যে বৃহস্পতিবার সকালে আসানসোলে উমারানি গড়াই মহিলা কল্যাণ স্কুলের সামনে জিটি রোডে পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখান স্থানীয় বাসিন্দারা। তাঁরা টায়ার জ্বালিয়ে রাস্তা অবরোধও করেন।স্থানীয় বাসিন্দা তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা রবিউল ইসলাম বলেন, বুধবার সন্ধ্যায় ঝড়ের সময় মহিলা কল্যাণ স্কুল ও বোতল মসজিদের মাঝখানে একটি বড় গাছ ভেঙে বিদ্যুতের খুঁটির উপর পড়ে যায়।

এর ফলে এলাকায় বিদ্যুৎ পরিষেবা সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যায়। বুধবার বিকেল ৫টা থেকে টানা প্রায় ২৪ ঘণ্টা বিদ্যুৎহীন অবস্থায় থাকতে হচ্ছে বাসিন্দাদের।তিনি অভিযোগ করেন, বারবার বিদ্যুৎ দপ্তরে জানানো হলেও বৃহস্পতিবার সকাল পর্যন্ত কোনও আধিকারিক ঘটনাস্থলে পৌঁছাননি এবং গাছ সরানোর কাজও শুরু হয়নি। এই অবস্থায় চরম দুর্ভোগে পড়েছেন এলাকার মানুষ। প্রচণ্ড গরমে বিদ্যুৎ না থাকায় পানীয় জলের সংকটও দেখা দিয়েছে।রবিউল ইসলামের আরো দাবি, রাজ্য সরকার সাধারণ মানুষের সুবিধার জন্য কোটি কোটি টাকা খরচ করছে। কিন্তু কিছু দায়িত্বজ্ঞানহীন আধিকারিকের গাফিলতির কারণে সরকারের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ হচ্ছে। তিনি স্পষ্ট জানিয়েছেন, এই ধরনের গাফিলতি কোনওভাবেই মেনে নেওয়া হবে না।

পরিস্থিতি দ্রুত স্বাভাবিক না হলে আন্দোলন আরও তীব্র হতে পারে বলেও হুঁশিয়ারি দিয়েছেন স্থানীয়রা।এদিকে, বিদ্যুৎ দপ্তরের তরফে বলা হয়েছে, বুধবারের ঝড়ে একাধিক জায়গায় গাছ ভেঙে পড়েছে। তারজন্য বিদ্যুতের ছিঁড়ে গেছে। সবকিছু ঠিক করতে একটু সময় লাগছে।

আবাসনে প্রথমবার আয়োজন,খুশি ভোটাররা

নয়া জামানা, বর্ধমান ঃ রাজ্যের অনান্য জেলার সঙ্গে পূর্ব বর্ধমান জেলাতেও আবাসন এলাকায় ভোটদানের ব্যবস্থা করা হয়। দ্বিতীয় দফায় এই ভোটের ব্যবস্থা হয় শহর বর্ধমানের দুটি আবাসনে। বুধবার বর্ধমান দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত শহরের দুই প্রান্তে এই ভোট গ্রহণ ঘিরে ভোটারদের উৎসাহ ছিল চোখে পড়ার মতো। উৎসবের মেজাজে ভোট দিতে পেরে সকলেই খুশি । এই প্রথমবার শহরের উল্লাস উপনগরীতে বিধানসভার ভোট কেন্দ্র খোলা হয়েছিল। একই সঙ্গে শহরের অপর প্রান্তে রেঁনেসা উপনগরীতেও ভোট কেন্দ্র খোলা হয়েছিল। আগে এই দুই আবাসন এলাকার বাসিন্দারা বাইরের কোন বুথে গিয়ে ভোট দিতে হতো। এতে ভোটারদের খুবই অসুবিধা হতো। বিশেষ করে বয়স্কদের সমস্যা সবচেয়ে বেশি ছিল। এবার একেবারে আবাসনের মধ্যে ভোট কেন্দ্র হওয়ায় সকলেই খুব ভালোভাবে ভোট দিতে পেরেছেন বলে জানিয়েছেন। যারা বিভিন্ন কারণে ভোট দিতে যেতে পারতেন না, তারাও নির্বিঘ্নেই ভোট দিয়েছেন। রোদ, জল ঝড় কোন কিছুরই কোন সমস্যা ছিল না। কোন রকম অশান্তি, ভয়ভীতি কোনটাই ছিল না বলে দাবি আবাসিকদের। এবার উল্লাস উপনগরীতে গ্রন্থাগারে ভোট গ্রহণ কেন্দ্র খোলা হয়েছিল। তবে এখানে দুটি বুথে ভোট গ্রহণ করা হয়েছিল। অন্যদিকে রেনেসাঁতে একটি বুথে এবার ভোটের কেন্দ্র খোলা হয়। নিজেদের আবাসনে ভোট দিতে পেরে আবাসিকরা স্বস্তি প্রকাশ করেন। তারা জানিয়েছেন বহু দিনের সমস্যা এতদিনে মিটেছে। এদিকে ভোটের দিন উল্লাস উপনগরীতে একটি বুথে ভোট দিয়েছেন বর্ধমান দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্রে বিজেপি প্রার্থী মৌমিতা বিশ্বাস মিশ্র।

ভোট মিটতেই হলদিয়ায় তৃণমূল

অফিসে ভাঙচুর, তপ্ত রাজনৈতিক তরজা

নয়া জামানা, হলদিয়া ঃ দ্বিতীয় দফার ভোটগ্রহণ শেষ হতেই হলদিয়ায় রাজনৈতিক উত্তেজনা ছড়াল দলীয় কার্যালয় ভাঙচুরকে ঘিরে। হলদিয়া পৌরসভার ১৩ নম্বর ওয়ার্ডের চিরঞ্জিবপুর এলাকায় তৃণমূল কংগ্রেসের পার্টি অফিসে হামলা ও ভাঙচুরের অভিযোগ উঠেছে। এই ঘটনায় তৃণমূলের অভিযোগের তীর বিজেপির দিকে, যদিও সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছে বিজেপি। তৃণমূল নেতৃত্বের দাবি, ভোট শেষ হওয়ার পর গতকাল গভীর রাতে বিজেপি আশ্রিত কয়েকজন দুষ্কৃতী তাদের দলীয় কার্যালয়ে হামলা চালায়। অফিসের কাচ, জানালা ও দরজায় ভাঙচুর করা হয়।

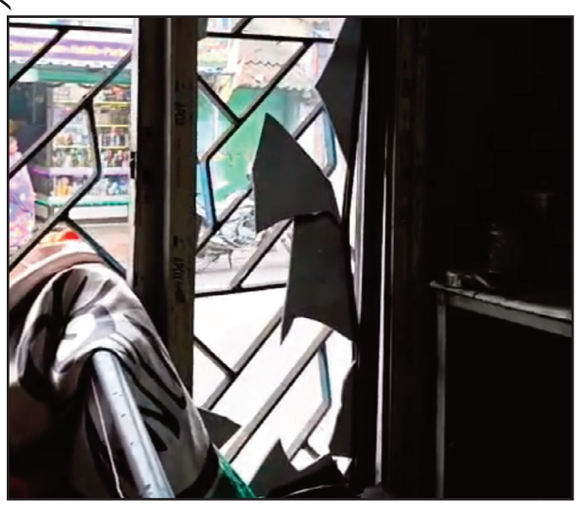

কার্যালয়ের সামনে থাকা দলীয় পতাকার স্ট্যান্ড ভেঙে দেওয়া হয় এবং পতাকাও উপড়ে ফেলা হয় বলে অভিযোগ। ঘটনার পরে সকালে এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। স্থানীয় তৃণমূল কর্মীদের দাবি, আগামী ৪ তারিখ ভোট গণনা রয়েছে। তার আগে বিরোধীরা এলাকায় ভয় ও অশান্তির পরিবেশ তৈরি করতে চাইছে। দলের পক্ষ থেকে এই ঘটনার কড়া প্রতিবাদ জানানো হয়েছে। হলদিয়ার তৃণমূল প্রার্থীর ইলেকশন এজেন্ট অরুণ দিন্দা বলেন, ভাভীর রাতে পরিকল্পিতভাবে এই হামলা চালানো হয়েছে। গণনার আগে কর্মীদের ভয় দেখানোর চেষ্টা চলছে।দ অন্যদিকে বিজেপি প্রার্থী প্রদীপ বিজলী সমস্ত অভিযোগ খারিজ করে বলেন, তএ ঘটনায় বিজেপির কোনও ভূমিকা নেই। তৃণমূলের ভিতরে গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব চরমে উঠেছে। নিজেদের কোন্দলের জেরেই পার্টি অফিস ভাঙচুর হয়েছে, এখন তার দায় বিজেপির উপর চাপানো হচ্ছে।দ ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় রাজনৈতিক চাপানউতোর তীব্র হয়েছে। প্রশাসনের পক্ষ থেকে ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। গণনার আগে এই ঘটনায় হলদিয়ার রাজনৈতিক আবহ আরও গরম হয়ে উঠল।

হিট স্ট্রোক রুখতে মাঠে নামল স্বাস্থ্য দপ্তর, বাড়ি বাড়ি আশাকর্মীদের প্রচার

নয়া জামানা,হলদিয়া ঃ প্রচণ্ড গরম ও হিট স্ট্রোকের আশঙ্কা বাড়তেই তৎপর হয়ে উঠেছে পূর্ব মেদিনীপুর জেলা স্বাস্থ্য দপ্তর। সাধারণ মানুষকে সচেতন করতে এবার বাড়ি বাড়ি ঘুরে প্রচার চালাচ্ছেন আশাকর্মীরা। কীভাবে গরম মোকাবিলা করতে হবে, কোন কোন বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে এবং হিট স্ট্রোকের লক্ষণ দেখা দিলে কী করবেন, সেই সব তথ্য তুলে ধরা হচ্ছে। ঝড়-বৃষ্টির জেরে কিছুটা স্বস্তি মিললেও আবহাওয়া দপ্তর জানিয়েছে, গরমের দাপট এখনও কমছে না। বৈশাখের দাবদাহ আরও কয়েকদিন চলবে বলেই পূর্বাভাস। ফলে আগে থেকেই সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। জেলার সব ব্লক হাসপাতাল, গ্রামীণ হাসপাতাল ও উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রকে প্রস্তুত থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। স্বাস্থ্য দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, ধান কাটার মরশুমে মাঠে কাজ করতে গিয়ে বহু মানুষ রোদে অসুস্থ হয়ে পড়ছেন। এছাড়া রাজনৈতিক সভা-মিছিল ও ভোটের কাজে থাকা কর্মী ও জওয়ানদের মধ্যেও গরমজনিত

প্রচণ্ড গরম ও হিট স্ট্রোকের আশঙ্কা বাড়তেই তৎপর হয়ে উঠেছে পূর্ব মেদিনীপুর জেলা স্বাস্থ্য দপ্তর। সাধারণ মানুষকে সচেতন করতে এবার বাড়ি বাড়ি ঘুরে প্রচার চালাচ্ছেন আশাকর্মীরা। কীভাবে গরম মোকাবিলা করতে হবে, কোন কোন বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে এবং হিট স্ট্রোকের লক্ষণ দেখা দিলে কী করবেন, সেই সব তথ্য তুলে ধরা হচ্ছে।

অসুস্থতার ঘটনা ঘটেছে। জ্বর, সর্দি-কাশি, বমি ভাব, মাথা ঘোরা, শ্বাসকষ্ট ও জ্ঞান হারানোর মতো সমস্যাও বাড়ছে। পূর্ব মেদিনীপুর স্বাস্থ্য জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক বিভাস রায় জানান, জেলার বিভিন্ন স্বাস্থ্যকেন্দ্রে হিট স্ট্রোক কর্নার তৈরি রাখা হয়েছে। সেখানে বরফ, ওআরএস, ঠান্ডা জল, প্রয়োজনীয় ওষুধ ও চিকিৎসা সরঞ্জাম মজুত রয়েছে। স্বাস্থ্য দপ্তরের পরামর্শ, দুপুর ১২টা থেকে বিকেল ৩টা পর্যন্ত অকারণে বাইরে না বেরোনোই ভালো। হালকা সুতির পোশাক পরুন, ছাতা বা টুপি ব্যবহার করুন, বেশি করে জল, লস্যি, ঘোল ও লেবু জল পান করুন। শিশু, প্রবীণ ও পোষ্যদের জন্য বাড়তি সতর্কতা নেওয়ারও আবেদন জানানো হয়েছে।

হঠাৎ বৃষ্টিতে ধান নিয়ে দুশ্চিন্তা, তবু ভরসা দিচ্ছে কৃষি দপ্তর

নয়া জামানা,পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর ঃ পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর দফায় দফায় বৃষ্টিতে পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুরের চাষিদের কপালে চিন্তার ভাঁজ পড়েছে। অনেক জায়গায় পাকা বোরো ধান এখনও মাঠে দাঁড়িয়ে রয়েছে। ফলে হঠাৎ বৃষ্টি ও ঝোড়ো হাওয়ায় ফসল নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা বাড়ছে। তাই অনেক কৃষক দ্রুত ধান কেটে ঘরে তোলার কাজে নেমে পড়েছেন। কারও বক্তব্য, সবটা না হলেও যতটা সম্ভব ধান বাঁচাতে হবে। পশ্চিম মেদিনীপুরে বুধবার সকাল থেকে বৃষ্টি শুরু হতেই বহু কৃষক জমিতে নেমে পড়েন। শালবনির এক কৃষক জানান, কিছু ধান কাটা হলেও বৃষ্টির কারণে মাঠে পড়ে থাকা ধানখড় গুছিয়ে রাখতে হিমশিম খেতে হচ্ছে। শ্রমিকের অভাব ও মেশিন না পাওয়ায় সমস্যা আরও বেড়েছে। কৃষি দপ্তর সূত্রে খবর, পশ্চিম মেদিনীপুরে প্রায় দুই লক্ষ হেক্টর জমিতে বোরো চাষ হয়েছে। ঘাটাল, দাসপুর, কেশপুর, ডেবরা, শালবনি ও নারায়ণগড় এলাকায় সবচেয়ে বেশি চাষ হয়। নির্বাচনের কারণে শ্রমিকের টান পড়ায় ধান কাটতে

দেরি হচ্ছে বলে অভিযোগ কৃষকদের। অন্যদিকে পূর্ব মেদিনীপুরে পরিস্থিতি আরও কঠিন। এখনও প্রায় ৭০ শতাংশ ধান মাঠে রয়েছে। বৃষ্টি ও ঝোড়ো হাওয়ায় বহু জমিতে জল জমে ধানগাছ লুটিয়ে পড়েছে। ফলে কাটার খরচও বাড়তে পারে। কোলাঘাটের কয়েকটি এলাকায় জলনিকাশি সমস্যা নিয়েও অভিযোগ উঠেছে। তবে ঝাড়গ্রামে এই বৃষ্টি আশীর্বাদ হয়ে এসেছে। সেখানে বোরো ধান পাকতে এখনও প্রায় ১৫ দিন বাকি। কৃষি দপ্তরের মতে, এই বৃষ্টি জমিতে জলের ঘাটতি মিটিয়েছে। পাশাপাশি তিল চাষের পক্ষেও এই বৃষ্টি উপকারী। তাই সেখানে কৃষকদের মুখে কিছুটা স্বস্তির হাসি ফুটেছে।

দেহাটি বাজারে দাঁড়ানো বাসে

পিকআপের ধাক্কা, আহত ৭ জনে চাঞ্চল্য

নয়া জামানা , সবং ঃ পশ্চিম মেদিনীপুরের সবং ব্লকের দশগ্রামের দেহাটি বাজার এলাকায় বৃহস্পতিবার বিকেলে ভয়াবহ সড়ক দুর্ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায়। রাস্তার ধারে যাত্রী নামানোর জন্য দাঁড়িয়ে থাকা একটি বাসের পিছনে দ্রুতগতির পিকআপ ভ্যান সজোরে ধাক্কা মারলে এই দুর্ঘটনা ঘটে। ঘটনায় মোট সাতজন আহত হয়েছেন বলে জানা গিয়েছে। স্থানীয় সূত্রে খবর, বালিচক থেকে পটাশপুরগামী একটি যাত্রীবোঝাই বাস নির্ধারিত স্টপেজে দাঁড়িয়ে যাত্রী নামাচ্ছিল। সেই সময় পিছন দিক থেকে আসা একটি পিকআপ ভ্যান আচমকা নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বাসটির পিছনে ধাক্কা মারে। সংঘর্ষের জেরে বাসের পিছনের অংশ এবং পিকআপ ভ্যানের সামনের অংশ ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আহতদের মধ্যে রয়েছেন পিকআপ ভ্যানের চালক, খালাসি এবং বাসে থাকা পাঁচজন স্কুলছাত্রী। দুর্ঘটনার পরেই স্থানীয় মানুষজন দ্রুত উদ্ধারকাজে নেমে পড়েন।

আহতদের উদ্ধার করে নিকটবর্তী স্বাস্থ্যকেন্দ্র ও হাসপাতালে পাঠানো হয়। কয়েকজনের আঘাত গুরুতর বলেও জানা গিয়েছে। প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, অতিরিক্ত গতি এবং সময়মতো ব্রেক না করতে পারার কারণেই এই দুর্ঘটনা ঘটে। বিকেলের ব্যস্ত সময়ে এমন ঘটনায় এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। কিছু সময়ের জন্য রাস্তার উপর ভিড় জমে যায় এবং যান চলাচলেও সমস্যা তৈরি হয়। খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছয় সবং থানার পুলিশ। পুলিশ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এনে ক্ষতিগ্রস্ত যানবাহন সরিয়ে যান চলাচল স্বাভাবিক করে। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের অনুমান, বেপরোয়া গতি ও অসাবধানতাই দুর্ঘটনার মূল কারণ। স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, এই ব্যস্ত বাজার এলাকায় স্পিড কন্ট্রোল, ট্রাফিক নজরদারি এবং নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও জোরদার করা জরুরি, না হলে ভবিষ্যতে আরও বড় দুর্ঘটনা ঘটতে পারে।

পুরুলিয়ায় কার দখলে কত আসন ?

ভোটের অঙ্কে তুঙ্গে জল্পনা

নয়া জামানা , পুরুলিয়া ঃ ভোটগ্রহণ শেষ হতেই পুরুলিয়া জেলায় শুরু হয়েছে জোর রাজনৈতিক হিসাব-নিকাশ। তৃণমূল না বিজেপি; কোন দল কতটি আসন পেতে পারে, তা নিয়েই এখন চায়ের দোকান থেকে রাজনৈতিক মহল সর্বত্র আলোচনা চলছে। আগামী ৪ মে গণনার দিনেই স্পষ্ট হবে জনতার রায়, তবে তার আগেই নানা সমীকরণ ঘিরে উত্তেজনা তুঙ্গে। ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে পুরুলিয়া জেলার ৯টি আসনের মধ্যে ৬টিতে এগিয়ে ছিল বিজেপি। অন্যদিকে তৃণমূল কংগ্রেস পেয়েছিল ৩টি আসন। কিন্তু এবারের নির্বাচনে সেই সমীকরণ বদলাতে পারে বলেই মনে করছেন রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের একাংশ। বিভিন্ন সূত্রের দাবি, ২০২৬ সালের নির্বাচনে বিজেপি ৭টি আসনে এগিয়ে থাকতে পারে। অন্যদিকে তৃণমূল কংগ্রেস ২টি আসন দখল করতে পারে বলে জল্পনা চলছে। যদিও সবটাই এখন অনুমান, চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত জানাবে ভোটবাক্স। জেলায় প্রায় ৯০ শতাংশ ভোট পড়েছে বলে জানা গিয়েছে।

এত বেশি ভোট পড়ায় রাজনৈতিক দলগুলির আশাও বেড়েছে। বিশেষ করে এবারের ভোটে বহু পরিযায়ী শ্রমিক বাড়ি ফিরে ভোট দিয়েছেন, যা ফলাফলে বড় ভূমিকা নিতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। ভারত জাকাত মাঝি পারগানা মহলের পুরুলিয়া জেলা পারগানা রতনলাল হাঁসদান্ড বলেন, ভাণতন্ত্রের উৎসবে সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। মানুষ শান্তিপূর্ণভাবে ভোট দিয়েছেন, এখন ফলাফলের অপেক্ষা।দ রাজনৈতিক মহলের মতে, বাম-কংগ্রেসের ভোট কোন দিকে যাবে,

আদিবাসী সমাজের ভোট কার পক্ষে যাবে এবং গ্রামীণ এলাকায় কোন দল বেশি প্রভাব ফেলেছে;এই তিন বিষয়েই নির্ভর করবে ফলাফল। এদিকে তৃণমূলের কিছু গুরুত্বপূর্ণ আসন হাতছাড়া হওয়ার আশঙ্কা যেমন রয়েছে, তেমনই বিজেপির জয়পুর আসন নিয়েও জোর আলোচনা শুরু হয়েছে। সব মিলিয়ে এখন পুরুলিয়ার নজর একটাই দিনে;৪ মে গণনা।

চটজলদি অভিযান ! পুঞ্চায় চোলাই মদের ঠেক ভাঙল আবগারি দপ্তর

নয়া জামানা, পুরুলিয়া ঃ চোলাই মদের বিরুদ্ধে বড়সড় অভিযান চালিয়ে সফলতা পেল মানবাজার সার্কেল আবগারি দপ্তর। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে বৃহস্পতিবার সকালে পুঞ্চা থানার একাধিক এলাকায় একযোগে তল্লাশি অভিযান চালানো হয়। দীর্ঘদিন ধরে ওইসব এলাকায় বেআইনিভাবে চোলাই মদ তৈরির কারবার চলছিল বলে অভিযোগ ছিল। সেই অভিযোগের ভিত্তিতেই পরিকল্পনা করে অভিযান চালায় আবগারি দপ্তরের বিশেষ দল। জানা গিয়েছে, এদিন পুঞ্চা থানার বরাকোচা, পাটারিগড়া, বাঁধবহাল এবং পুঞ্চা মোড় এলাকায় তল্লাশি চালানো হয়। বিভিন্ন ঝোপঝাড়, ফাঁকা জায়গা এবং গোপন আস্তানায় তল্লাশি চালিয়ে বিপুল পরিমাণ চোলাই মদ ও মদ তৈরির সরঞ্জাম উদ্ধার করা হয়। আবগারি দপ্তর সূত্রে খবর, মোট ৬৩০ লিটার চোলাই মদ তৈরির উপকরণ নষ্ট করা হয়েছে। পাশাপাশি ৩৫ লিটার প্রস্তুত চোলাই মদ বাজেয়াপ্ত করে তা ধ্বংস করা হয়। এছাড়াও মদ তৈরির কাজে ব্যবহৃত পাঁচটি অ্যালুমিনিয়ামের বড় হাঁড়ি এবং চারটি প্লাস্টিক ড্রাম উদ্ধার করে বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। অভিযানের সময় বেশ কয়েকজন কারবারি পালিয়ে যায় বলে জানা গিয়েছে। তবে তাদের খোঁজে তল্লাশি চলছে এবং জড়িতদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার প্রস্তুতি শুরু হয়েছে। আবগারি দপ্তরের আধিকারিকেরা জানিয়েছেন, চোলাই মদ শুধু বেআইনি নয়, এটি মানুষের স্বাস্থ্যের পক্ষেও অত্যন্ত ক্ষতিকর। তাই এই ধরনের কারবার রুখতে আগামী দিনেও নিয়মিত অভিযান চলবে।

ডিজিটাল দুনিয়ায়
সব খবর সবার
আগে

১৪ পৃষ্ঠা
রঙ্গিন

দৈনিক
নয়া
জামানা

উঃ ও দঃ ২৪ পরগণা

নয়া জামানা

ঝড়-বৃষ্টিতে ইভিএম আনতে দেরি, কাকদ্বীপ স্ট্রংরুমে কড়া নিরাপত্তা

গোপাল শীল, নয়া জামানা,দক্ষিণ ২৪ পরগনা ঃ ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনের ভোটগ্রহণ শেষ হতেই দক্ষিণ ২৪ পরগনার কাকদ্বীপ মহকুমায় শুরু হয়েছে প্রবল ঝড় ও বৃষ্টি।

দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার জেরে নির্বাচনী কাজের গতি অনেকটাই ব্যাহত হয়েছে। বিশেষ করে পাথরপ্রতিমা বিধানসভা কেন্দ্রের নদীবেষ্টিত একাধিক গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকা থেকে ইভিএম স্ট্রংরুমে পৌঁছাতে বড় সমস্যা তৈরি হয়েছে। এই সমস্ত এলাকায় যাতায়াতের প্রধান ভরসা লঞ্চ, ভুটভুটি ও নৌপথ। মূল ভূখণ্ডের সঙ্গে যোগাযোগ ব্যবস্থা সীমিত হওয়ায় ভোট শেষে রাতভর চেষ্টা চালিয়েও সব ইভিএম দ্রুত আনা সম্ভব হয়নি। প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার দুপুর ১টা বেজে গেলেও এখনও সমস্ত ইভিএম কাকদ্বীপ সুন্দরবন মহাবিদ্যালয়ের স্ট্রংরুমে পৌঁছায়নি।

এর ফলে প্রশাসনিক স্তরে বাড়তি তৎপরতা শুরু হয়েছে। কীভাবে নিরাপদে বাকি ইভিএম দ্রুত স্ট্রংরুমে আনা যায়, তা নিয়ে নির্বাচন কর্মী, পুলিশ ও প্রশাসনের আধিকারিকরা সমন্বয় রেখে কাজ করছেন। শুধু ইভিএম পৌঁছানোই নয়, আবহাওয়ার কারণে ইতিমধ্যেই এসে পৌঁছানো মেশিনগুলির সিলিং প্রক্রিয়াও সম্পূর্ণ করা যায়নি বলে খবর। ফলে স্ট্রংরুম ঘিরে নিরাপত্তা আরও জোরদার করা হয়েছে। কাকদ্বীপ মহকুমার তিনটি বিধানসভা কেন্দ্রের ইভিএম এই স্ট্রংরুমে রাখা হচ্ছে। নিরাপত্তার স্বার্থে কলেজ চত্বরে সাধারণ মানুষের প্রবেশ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। মোতায়েন রয়েছে বিশাল পুলিশ বাহিনী ও কেন্দ্রীয় নিরাপত্তারক্ষী। পরিস্থিতির উপর নজর রাখছে প্রশাসন।

ভোট মিটলেও ফলতায় উত্তেজনা, জাহাঙ্গীর খানের এলাকায় কেন্দ্রবাহিনীর ধরপাকড়ের অভিযোগ

নয়া জামানা ।। দক্ষিণ ২৪ পরগনা

শেষ দফার ভোটগ্রহণ শেষ হয়েছে গতকাল। কিন্তু তার পরের দিনও দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার ফলতা বিধানসভা এলাকায় উত্তেজনার পরিবেশ কাটেনি। হটস্পট হিসেবে পরিচিত ফলতার বিভিন্ন গ্রামে এখনও কেন্দ্রীয় বাহিনীর টহলদারি চলছে। আজ সকালে সাঁইপুর-সহ জাহাঙ্গীর খানের এলাকার একাধিক গ্রামে কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরা তল্লাশি চালায় বলে অভিযোগ উঠেছে।

স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, বাহিনীর সদস্যরা গ্রামে ঢুকে বাড়ি বাড়ি গিয়ে খোঁজখবর নেন এবং একটি তালিকা ধরে কয়েকজনের নাম জিজ্ঞাসা করেন। অভিযোগ, বেশ কয়েকজনকে বাড়ি থেকে জোর করে তুলে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। এই ঘটনাকে ঘিরে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। পরিবারগুলির দাবি, কোনও স্পষ্ট কারণ না জানিয়েই তাঁদের আত্মীয়দের নিয়ে যাওয়া হয়েছে। ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়তেই দুপুরে ফলতার সাঁইপুর গ্রামে পৌঁছে যান তৃণমূল প্রার্থী জাহাঙ্গীর খান। তাঁকে সামনে পেয়ে ক্ষোভে ফেটে পড়েন গ্রামবাসীরা। মহিলারা কান্নায় ভেঙে পড়ে দ্রুত আটক ব্যক্তিদের ফিরিয়ে আনার দাবি জানান। বহু মানুষ কেন্দ্রীয় বাহিনীর আচরণ নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। জাহাঙ্গীর খান বলেন, ভোট শেষ হয়ে যাওয়ার পরেও সাধারণ মানুষের মধ্যে আতঙ্ক তৈরি করা উচিত নয়। তিনি ঘটনার তীব্র প্রতিবাদ জানান এবং প্রশাসনের কাছে বিষয়টি খতিয়ে দেখার দাবি তোলেন। এলাকায় এখনও চাপা উত্তেজনা রয়েছে। পরিস্থিতির দিকে নজর রাখছে প্রশাসন।

কড়া পাহারায় দক্ষিণ ২৪ পরগনায় ইভিএম রওনা, ৩১ বিধানসভায় জোর তৎপরতা

নয়া জামানা , দক্ষিণ ২৪ পরগনা ঃ আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে দক্ষিণ ২৪ পরগনার ৩১টি বিধানসভা কেন্দ্রে ইভিএম পাঠানোর কাজ জোরকদমে শুরু হয়েছে। সোমবার সকাল থেকেই জেলার বিভিন্ন বিতরণ কেন্দ্র থেকে কড়া নিরাপত্তার মধ্যে ভোটযন্ত্র নির্দিষ্ট বুথ ও কেন্দ্রগুলির উদ্দেশ্যে রওনা দেয়। গোটা প্রক্রিয়ায় নির্বাচন কমিশনের কড়া নজরদারি রয়েছে। প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রতিটি ইভিএম বহনকারী গাড়ির সঙ্গে কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ান মোতায়েন করা হয়েছে। যাতে পরিবহণের সময় কোনওরকম অপ্রীতিকর ঘটনা, বাধা বা বিশৃঙ্খলা তৈরি না হয়, সে জন্য বিশেষ সতর্কতা নেওয়া হয়েছে। গুরুত্বপূর্ণ রুটগুলিতে অতিরিক্ত পুলিশ পিকেট ও নজরদারিও রাখা হয়েছে। জেলার বিভিন্ন জায়গায় ইভিএম পাঠানোর আগে যন্ত্রগুলি পরীক্ষা করে দেখা হয়। কমিশনের আধিকারিকরা উপস্থিত থেকে সমস্ত

প্রক্রিয়া খতিয়ে দেখেন। কোথাও যাতে গাফিলতি না থাকে, সে বিষয়ে প্রশাসন যথেষ্ট কড়া মনোভাব নিয়েছে। অন্যদিকে, স্বচ্ছতা বজায় রাখতে প্রতিটি রাজনৈতিক দলের পক্ষ থেকেও নির্ধারিত এজেন্টদের উপস্থিতি দেখা গিয়েছে। তাঁরা আলাদা গাড়িতে করে ইভিএম পরিবহণ প্রক্রিয়ার উপর নজর রাখছেন। ভোটযন্ত্র ঠিকঠাক গন্তব্যে পৌঁছচ্ছে কি না, সেই বিষয়েও তাঁরা খোঁজ রাখছেন। প্রশাসনের দাবি, শান্তিপূর্ণ ও অবাধ ভোট করাতে সবরকম প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে। দক্ষিণ ২৪ পরগনার বিস্তীর্ণ এলাকায় ভোটের আগে ইভিএম পাঠানোকে কেন্দ্র করে প্রশাসনিক তৎপরতা এখন তুঙ্গে।

ভোট শেষ, রায়দিঘিতে উড়ল আগাম জয়ের আবির ! উচ্ছ্বাসে তৃণমূল শিবির

নুরউদ্দিন, নয়া জামানা,দক্ষিণ ২৪ পরগনাঃ রায়দিঘি বিধানসভায় ভোটগ্রহণ শেষ হতেই জয়ের আগাম উচ্ছ্বাসে মেতে উঠলেন তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মী-সমর্থকরা। বিকেল গড়াতেই বিধানসভার বিভিন্ন এলাকায় দলীয় কর্মীদের আবির খেলায় অংশ নিতে দেখা যায়। বিশেষ করে কাঠানদিঘি এলাকায় তৃণমূল সমর্থকদের উচ্ছ্বাস ছিল সবচেয়ে বেশি চোখে পড়ার মতো। ঢাক-ঢোল না থাকলেও রঙের খেলায় উৎসবের আবহ তৈরি হয়। স্থানীয় সূত্রে খবর, ভোটের দিন বিভিন্ন বুথ থেকে তৃণমূলের পক্ষে ভালো ফলের ইঙ্গিত আসতেই কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস বাড়তে শুরু করে। সেই খবর ছড়িয়ে পড়তেই একাংশ যুবক রাস্তায় নেমে আবির মাখিয়ে আনন্দে সামিল হন। অনেকেই দাবি করেন, রায়দিঘিতে এবার বড় ব্যবধানে জয় আসতে চলেছে। সমর্থকদের দাবি, তৃণমূল

প্রার্থী তাপস মণ্ডল প্রায় ৪০ হাজার ভোটে এগিয়ে জিতবেন বলে তাঁদের আশা। সেই আত্মবিশ্বাস থেকেই ফল ঘোষণার আগেই উল্লাসে মেতে ওঠেন অনেকে। উল্লেখ্য, এর আগেও মথুরাপুর লোকসভা নির্বাচনের দিন সন্ধ্যায় একইভাবে আবির খেলায় মেতেছিলেন স্থানীয় তৃণমূল সমর্থকরা। পরে ওই কেন্দ্রে প্রার্থী বাপি হালদার বড় ব্যবধানে জয়ী হন। ফলে সেই পুরনো স্মৃতি ঘিরেও কর্মীদের আত্মবিশ্বাস আরও বেড়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। তবে রাজনৈতিক মহলের একাংশের মতে, ভোটের ফল প্রকাশের আগে এমন উদযাপন কতটা বাস্তবসম্মত, তা নিয়ে প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে। এখন সকলের নজর আগামী ৪ মে-র গণনার দিকে। সেদিনই স্পষ্ট হবে, আগাম উচ্ছ্বাস কতটা সত্যি হলো।

ভোটের দিনে পথে সাঁজোয়া গাড়ি, উৎসাহের সঙ্গে ছড়াল ভয়ও

ভোটের দিন হঠাৎ এলাকায় সাঁজোয়া গাড়ির প্রবেশ ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়াল দেগঙ্গা, হাবরা ও অশোকনগর বিধানসভা কেন্দ্রের বিভিন্ন এলাকায়। কেউ বিস্ময়ে থমকে দাঁড়ালেন, কেউ আবার ভয় পেয়ে দ্রুত বাড়ির ভিতরে ঢুকে পড়লেন। আধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত এই গাড়ি ঘিরে দিনভর নানা আলোচনা চলল সাধারণ মানুষের মধ্যে।

নয়া জামানা , দেগঙ্গা ঃ ভোটের দিন হঠাৎ এলাকায় সাঁজোয়া গাড়ির প্রবেশ ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়াল দেগঙ্গা, হাবরা ও অশোকনগর বিধানসভা কেন্দ্রের বিভিন্ন এলাকায়। কেউ বিস্ময়ে থমকে দাঁড়ালেন, কেউ আবার ভয় পেয়ে দ্রুত বাড়ির ভিতরে ঢুকে পড়লেন। আধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত এই গাড়ি ঘিরে দিনভর নানা আলোচনা চলল সাধারণ মানুষের মধ্যে। বুধবার ভোটগ্রহণ চলাকালীন দুপুর সাড়ে ১২টা নাগাদ টাকি রোড হয়ে একটি সাঁজোয়া গাড়ি দেগঙ্গা এলাকায় প্রবেশ করে। গাড়িতে ছিলেন সাত থেকে আটজন কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ান। তাঁদের হাতে ছিল অত্যাধুনিক আগ্নেয়াস্ত্র। সাঁজোয়া গাড়িটির পিছনে আরও দু'টি নিরাপত্তার গাড়িও ছিল। এরপর দেগঙ্গার চাঁদপুর, আমুলিয়া, কোলাপোল, গুমা হয়ে হাবরার বিভিন্ন বুথ এলাকায় চক্কর কাটে গাড়িটি। বুথের আশপাশে কোথাও বেশি মানুষের জটলা দেখলেই জওয়ানরা গিয়ে সবাইকে সরে যেতে বলেন। কোনও রাজনৈতিক দলের চার জনের বেশি কর্মী একসঙ্গে দাঁড়িয়ে থাকলেও তাঁদের সরিয়ে দেওয়া হয় বলে স্থানীয়দের দাবি। এলাকার একাংশের অভিযোগ, ভোট মোটের উপর শান্তিপূর্ণ হলেও অযথা ভয় তৈরি করতেই এই ধরনের কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। জীবনপুর বাজার এলাকার বাসিন্দা ফারুক মোল্লা ও গিয়াসউদ্দিন হাওলাদারদের কথায়, তএ বার কোথাও গন্ডগোল হয়নি, বোমা-গুলির শব্দও শোনা যায়নি। তবুও সাঁজোয়া গাড়ি ঘুরিয়ে ভোটারদের মনে আতঙ্ক তৈরি করা হয়েছে।দ তবে অনেকেই আবার প্রথমবার কাছ থেকে এমন গাড়ি দেখে উৎসাহও প্রকাশ করেন। সব মিলিয়ে ভোটের দিনে সাঁজোয়া গাড়ি ঘিরে কৌতূহল, আলোচনা ও আতঙ্ক; তিনটিই ছিল চোখে পড়ার মতো।

বিরাট কোহলির ভক্ত শ্বেতদাত্রীর বাজিমাত, আই এস সি -তে পেল ৯৯.৭৫% নম্বর

নয়া জামানা, উত্তর ২৪ পরগনা ঃ বারাসাত বারাসতের দত্তপুকুর থানার আলগড়িয়া এলাকার কৃতী ছাত্রী শ্বেতদাত্রী সাহা এবারের আই আই এস সি দ্বাদশ শ্রেণির পরীক্ষায় অসাধারণ সাফল্য অর্জন করেছে। ৪০০ নম্বরের মধ্যে ৩৯৯ নম্বর পেয়ে সে পেয়েছে ৯৯.৭৫ শতাংশ নম্বর। এই দুর্দান্ত ফলাফলে পরিবার, শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং এলাকাবাসীদের মধ্যে খুশির হাওয়া বইছে। শ্বেতদাত্রী বর্তমানে বারাসতের অক্সিলিয়াম কনভেন্ট স্কুলের ছাত্রী। ছোটবেলায় চাঁদপাড়ায় তার শিক্ষাজীবনের শুরু হলেও তৃতীয় শ্রেণিতে পরিবার নিয়ে বারাসতে চলে আসে। এরপর পঞ্চম শ্রেণি থেকে একই স্কুলে নিয়মিত পড়াশোনা করেছে সে। মাধ্যমিক পরীক্ষাতেও ৯৭.৬ শতাংশ নম্বর পেয়ে নজর কেড়েছিল শ্বেতদাত্রী। উচ্চমাধ্যমিকে সে বিজ্ঞান নয়, হিউম্যানিটিজ বিভাগ বেছে নেয়। নিজের লক্ষ্য স্থির করে নিয়মিত পড়াশোনা, মক টেস্ট, স্কুলের অ্যাসাইনমেন্ট এবং গৃহশিক্ষকদের

সহায়তায় প্রস্তুতি নিয়েছিল। তার কথায়, পরিকল্পনা মেনে এগোনোর ফলেই এই সাফল্য এসেছে। ভবিষ্যতে সে ইউ পি এস সি পরীক্ষার প্রস্তুতি নিতে চায় এবং দেশের সেবায় নিজেকে যুক্ত করতে চায়। শ্বেতদাত্রীর মা একজন অধ্যাপিকা এবং বাবা ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত। মেয়ের এই সাফল্যে আবেগাপ্লুত মা জানান, ছোটবেলা থেকে কখনও মেয়ের উপর পড়ার চাপ দেননি, বরং সবসময় উৎসাহ জুগিয়েছেন। পড়াশোনার বাইরে গান গাওয়া, গিটার বাজানো, ছবি আঁকা, গল্পের বই পড়া এবং ক্রিকেট দেখা শ্বেতদাত্রীর প্রিয় শখ। ভারতীয় ক্রিকেট তারকা বিরাট কোহলির বড় ভক্ত সে। মেধা, পরিশ্রম এবং আত্মবিশ্বাসে শ্বেতদাত্রীর এই সাফল্য এখন বারাসতের গর্ব।

পাঁচশোয় পাঁচশো ! ব্যারাকপুরের অনুষ্কার দুর্দান্ত সাফল্য, লক্ষ্য আইআইটি থেকে ইসরো

নয়া জামানা,ব্যারাকপুর ঃ আইএসসি পরীক্ষায় নজির গড়লেন ব্যারাকপুরের কৃতি ছাত্রী অনুষ্কা ঘোষ। পাঁচশো নম্বরের পরীক্ষায় তিনি পেয়েছেন পূর্ণ ৫০০। পানিহাটির সেন্ট জেভিয়ার্স ইনস্টিটিউশনের ছাত্রী অনুষ্কা পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন, গণিত, কম্পিউটার সায়েন্স ও ইংরেজি; সব বিষয়েই শতভাগ নম্বর অর্জন করেছেন। তাঁর এই সাফল্যে খুশির হাওয়া পরিবার, স্কুল এবং গোটা ব্যারাকপুর জুড়ে। সিআইএসসিই বোর্ড আনুষ্ঠানিকভাবে মেধাতালিকা প্রকাশ না করলেও অনুষ্কার পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, সর্বভারতীয় স্তরে তিনিই প্রথম স্থানে থাকতে পারেন।

ফল প্রকাশের পর অনুষ্কা জানান, তাঁর আগামী লক্ষ্য দেশের প্রথম সারির আইআইটিগুলির একটিতে এরোস্পেস ইঞ্জিনিয়ারিং পড়া। ভবিষ্যতে তিনি ইসরো বা নাসার বিজ্ঞানী হতে চান। অনুষ্কা বলেন,

ভালো ফলের কোনও শর্টকাট নেই। সারা বছর নিয়মিত পড়াশোনা করতে হয়। শুধু পরীক্ষার আগে নয়, প্রতিদিন মন দিয়ে বই পড়া এবং পাঠ্যবই ভালোভাবে বুঝে পড়াই সাফল্যের মূল চাবিকাঠি। এটাই প্রথম নয়, আগেও মেধার পরিচয় দিয়েছিলেন তিনি। আইসিএসই পরীক্ষায় ৫০০-র মধ্যে ৪৯৮ নম্বর পেয়েছিলেন অনুষ্কা। পড়াশোনার পাশাপাশি কবিতা ও গল্প লিখতে ভালোবাসেন তিনি। অবসরে পছন্দের খাবার বিরিয়ানি খেতেও ভালবাসেন। মেয়ের এই সাফল্যে গর্বিত বাবা অনির্বাণ ঘোষ ও মা অবিষী ঘোষ। বাবা রেলের ইঞ্জিনিয়ার, মা গৃহবধূ। মা জানান, ছোটবেলা থেকেই মেয়েকে লক্ষ্য স্থির করে এগিয়ে যেতে শেখানো হয়েছিল। পরিবারও জানায়, অনুষ্কার সাফল্যের পিছনে স্কুলের শিক্ষকদেরও বড় ভূমিকা রয়েছে।

রায়দিঘি রোডে ভয়াবহ ধাক্কা, কেন্দ্রীয় বাহিনীর গাড়ির সঙ্গে অটোর সংঘর্ষে জখম বহুজন

নয়া জামানা,দক্ষিণ ২৪ পরগনা ঃ দক্ষিণ ২৪ পরগনার রায়দিঘি রোডে বৃহস্পতিবার দুপুরে ঘটে গেল ভয়াবহ সড়ক দুর্ঘটনা। কেন্দ্রীয় বাহিনীর একটি চারচাকা গাড়ির সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষে গুরুতর আহত হলেন এক অটোচালকসহ একাধিক যাত্রী। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মথুরাপুর থানার অন্তর্গত কৃষ্ণচন্দ্রপুর পেট্রোল পাম্পের কাছে এই দুর্ঘটনা ঘটে। রায়দিঘির উদ্দেশ্যে যাত্রী নিয়ে একটি অটো যাচ্ছিল।

সেই সময় উল্টো দিক থেকে আসা কেন্দ্রীয় বাহিনীর একটি গাড়ির সঙ্গে আচমকাই মুখোমুখি ধাক্কা লাগে। সংঘর্ষের তীব্রতায় অটোর সামনের অংশ একেবারে দুমড়ে-মুচড়ে যায়। পাশাপাশি চারচাকা গাড়িটিও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। দুর্ঘটনার পর অটোর যাত্রীরা রাস্তায় ছিটকে পড়েন। অটোর ভিতরে থাকা পাঁচজন যাত্রী

এবং চালক গুরুতর জখম হন। স্থানীয় বাসিন্দারাই দ্রুত উদ্ধারকাজে এগিয়ে আসেন। পরে আহতদের উদ্ধার করে রায়দিঘি গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, অটোচালক মুকুন্দ ঘোষের অবস্থা আশঙ্কাজনক। তাঁর শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় দ্রুত অন্য হাসপাতালে রেফার করা হয়েছে। আহতদের মধ্যে এক যাত্রীর পা ভেঙে গিয়েছে বলেও জানা গিয়েছে। আরও কয়েকজনের মাথায় ও শরীরের বিভিন্ন অংশে গুরুতর আঘাত লেগেছে। ঘটনার খবর পেয়ে মথুরাপুর থানার পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। দুর্ঘটনাগ্রস্ত যান দুটি সরিয়ে যান চলাচল স্বাভাবিক করা হয়। প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে, অতিরিক্ত গতি বা নিয়ন্ত্রণ হারানোর কারণেই এই দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

গৃহপ্রবেশের জল আনতে গিয়ে গঙ্গায় বিপদ, দুই বোনের মর্মান্তিক পরিণতি

নয়া জামানা, ব্যারাকপুর ঃ গৃহপ্রবেশের শুভ অনুষ্ঠানের আগে গঙ্গাজল ও পবিত্র মাটি আনতে গিয়ে ভয়াবহ দুর্ঘটনার শিকার হল দুই বোন। বৃহস্পতিবার সকালে ব্যারাকপুরের মঙ্গল পান্ডে ঘাটে এই মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, নিখোঁজ দুই বোনের নাম আঁচল ঠাকুর (২০) ও কোমল ঠাকুর (১৮)। পরে একজনকে উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠানো হলেও অন্যজনের খোঁজে দীর্ঘক্ষণ তল্লাশি চালানো হয়। পরিবারের সদস্যরা জানান, পয়লা মে তাঁদের নতুন বাড়ির গৃহপ্রবেশ অনুষ্ঠান রয়েছে। সেই উপলক্ষে সকালে পরিবারের কয়েকজন সদস্যকে নিয়ে দুই বোন

মঙ্গল পান্ডে ঘাটে যান। উদ্দেশ্য ছিল গঙ্গাজল ও ঘাটের মাটি সংগ্রহ করা। প্রথমে পরিবারের সদস্যরা জল তোলেন। এরপর দুই বোন গঙ্গায় নামেন স্নান করতে। প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, সেই সময় গঙ্গায় জোয়ার ছিল এবং স্রোতও বেশ প্রবল ছিল। আচমকাই পা পিছলে গিয়ে দুই বোন গভীর জলে তলিয়ে যায়। পরিবারের লোকজন চিৎকার করে সাহায্য চাইতে শুরু করেন। স্থানীয় মানুষজনও উদ্ধারকাজে নামেন। পরে খবর পেয়ে ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট গ্রুপ ঘটনাস্থলে পৌঁছে তল্লাশি শুরু করে। কিছু সময় পরে একজনকে উদ্ধার করে দ্রুত হাসপাতালে পাঠানো হয়। পরিবারের অভিযোগ, উদ্ধারকারী দল পৌঁছতে দেরি হওয়ায় পরিস্থিতি আরও জটিল হয়ে ওঠে। ঘটনাকে ঘিরে এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে। উল্লেখ্য, সম্প্রতি হুগলির উত্তরপাড়াতেও গঙ্গায় স্নান করতে নেমে এক পরীক্ষার্থীর মৃত্যু হয়েছিল। ফের একই ধরনের ঘটনায় নদীতে নামার নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে।

ডায়মন্ড হারবারের হুগলি নদীর শান্ত জলে নোঙর করে দাঁড়িয়ে রয়েছে একটি নৌকা। নদীর বুকজুড়ে নিস্তব্ধতা আর অপেক্ষার আবহ যেন ফুটে উঠেছে ছবিতে। সুন্দর এই মুহূর্ত লেন্সবন্দি করেছেন অদিতি চট্টোপাধ্যায়।

১১
১ মে ২০২৬

হরেকরকম

নয়া জামানা

১ থেকে ৮ মে ২০২৬
কেমন যাবে?
রইল সাপ্তাহিক রাশিফল

মেষ রাশি
কোনও বন্ধুর সৌজন্যে ব্যবসায় লাভ হতে পারে। ভ্রমণের পক্ষে সপ্তাহটি শুভ নয়। মা-বাবার সঙ্গে বিরোধ বাধতে পারে। অংশীদারি ব্যবসায় সাফল্য আসতে পারে। স্ত্রীর সঙ্গে বিবাদে মনঃকষ্ট। গুরুজনের শরীর নিয়ে চিন্তা ও খরচ বাড়তে পারে।

বৃষ রাশি
খেলাধুলার ক্ষেত্রে ভাল কিছু খবর আসতে পারে। কর্মস্থানে বিশেষ পরিবর্তন হবে না।কোনও আত্মীয়ের জন্য ব্যবসায় ক্ষতি হতে পারে। সপ্তাহের প্রথমে ব্যবসায় নতুন কারও সাহায্য পেতে পারেন। বাড়িতে কোনও দামি জিনিস চুরি হওয়ার যোগ। দূরে কোথাও ভ্রমণের আলোচনা বন্ধ রাখাই ভাল হবে।

মিথুন রাশি
সপ্তাহের প্রথম দিকে বেহিসেবি খরচের জন্য সংসারে অশান্তি হতে পারে। প্রতিবেশীদের সঙ্গে কোথাও ভ্রমণের পরিকল্পনা। কর্মক্ষেত্রে অস্থিরতা বৃদ্ধি পাবে। ছোটখাটো চোট লাগতে পারে।

কর্কট রাশি
এই সপ্তাহে বাড়ির লোকের জন্য প্রেমে জটিলতা দেখা দিতে পারে। সন্তানদের নিয়ে নাজেহাল হতে হবে। পেটের সমস্যার জন্য ভ্রমণে বাধা। ব্যবসায় অশান্তি নিয়ে চিন্তা বাড়তে পারে। দাম্পত্য বিবাদ অনেক দূর পর্যন্ত যেতে পারে। পুলিশি ঝঞ্ঝাট থেকে সাবধান থাকুন।

সিংহ রাশি
সপ্তাহের প্রথম দিকে আপনার চঞ্চল মনোভাব কর্মক্ষেত্রে সমস্যা ডেকে আনবে। অন্যের বিষয় নিয়ে বিবাদ বাড়িতে আসতে পারে।খুব কাছের কারও বিষয়ে খুশির খবর পেতে পারেন। সেবামূলক কাজে শান্তিলাভ। প্রেমের ব্যাপারে মানসিক চাপ বাড়তে পারে।

কন্যা রাশি
সকলকে কাছে পেয়েও নিজেকে খুব নিঃসঙ্গ বলে মনে হবে। শারীরিক সমস্যা থাকবে না।প্রবাসীরা ঘরে ফিরে আসতে পারেন। বেকারদের জন্য কাজের ভাল খবর আসতে পারে। সপ্তাহের প্রথমে ব্যবসায় কোনও খারাপ খবর পেতে পারেন।

তুলা রাশি
সপ্তাহের প্রথম দিকে কর্মক্ষেত্রে অর্থপ্রাপ্তি হতে পারে। গাড়ি চালানোর সময় খুব সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে। শত্রুদের ষড়যন্ত্র ভেস্তে দিতে সক্ষম হবেন। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ সময়। রাস্তাঘাটে একটু সাবধান থাকুন। চাকরির স্থানে কাজের চাপ বাড়তে পারে। চিকিৎসার খরচ বৃদ্ধি পেতে পারে।

বৃশ্চিক রাশি
সপ্তাহের প্রথমে গুরুজনদের সুপরামর্শে বিপদ থেকে মুক্তি পেতে পারেন। উচ্চাকাঙ্ক্ষী কোনও ব্যক্তির ফাঁদে পড়তে পারেন। গৃহে সুখশান্তি বজায় থাকবে। প্রেমে কোনও বাধা থাকবে না। যুক্তিপূর্ণ কথায় শত্রু পিছু হঠতে পারে। ব্যবসায় ভাল আয়ের যোগ রয়েছে।

ধনু রাশি
অতিরিক্ত কর্মব্যস্ততার ফলে শারীরিক অসুস্থতার যোগ। যেচে পরের উপকার করতে যাবেন না। বাড়িঘর নির্মাণের ব্যাপারে ভাল যোগাযোগ হবে। আত্মীয়দের নিয়ে চাপ বাড়তে পারে। পেটের সমস্যার জন্য কাজের ক্ষতি হওয়ার যোগ।

মকর রাশি
সপ্তাহের প্রথম দিকে কারও সঙ্গে জমি ক্রয় নিয়ে আলোচনা হতে পারে। দীর্ঘ দিন ধরে আটকে থাকা কাজ সম্পূর্ণ হতে পারে। কুটুমদের সঙ্গে অশান্তি বাধতে পারে। বাকপটুতার জন্য সুনাম অর্জন করতে পারেন। শেয়ারে অর্থ নষ্ট হতে পারে। কোনও কিছু চুরি যেতে বা হারাতে পারে।

কুম্ভ রাশি
সপ্তাহের প্রথম দিকে প্রতিবেশীদের কাছ থেকে উপকার পেতে পারেন। সন্তানদের নিয়ে চিন্তা বৃদ্ধি পেতে পারে। বুদ্ধির দোষে কাজের ক্ষতি হতে পারে। উচ্চপদস্থ ব্যক্তির কাছে অপমানিত হতে পারেন। পিতার শরীর নিয়ে সমস্যা বাড়তে পারে।

মীন রাশি
আয় ভালই থাকবে। প্রতিবেশীদের সঙ্গে খুব সামান্য কারণে মতবিরোধ হতে পারে। সম্পত্তি ক্রয়ের সুযোগ হাতছাড়া হয়ে যেতে পারে। মানসিক অস্থিরতা কাজের ক্ষতি ডেকে আনতে পারে।

মিষ্কী বিউটি তামান্নার উজ্জ্বল ত্বকের রহস্য মায়ের শেখানো ঘরোয়া টোটকায়, আপনিও মেনে চলতে পারেন

নয়া জামানা ঃ বলিউড ও দক্ষিণী সিনেমার জনপ্রিয় অভিনেত্রী তামান্না ভাটিয়ার রূপ ও সৌন্দর্যের চর্চার শেষ নেই। জনপ্রিয় এই অভিনেত্রীকে অনেকেই অমিল্ক বিউটিদ বলে ডাকেন।৪০ এর দোরগোরায় দাঁড়িয়েও কিভাবে তিনি এমন দুধ সাদা ত্বক ধরে রেখেছেন তার জানার আগ্রহেরও শেষ নেই। তার উজ্জ্বল, দুধের মতো ফর্সা ত্বক এবং প্রাকৃতিক সৌন্দর্যই এই নামের কারণ। তবে তার সৌন্দর্যের পেছনে রয়েছে নিয়মিত যত্ন, স্বাস্থ্যকর জীবনযাপন এবং কিছু সহজ বিউটি সিক্রেট।তামান্না যতটা সম্ভব প্রাকৃতিক উপাদান ব্যবহার করতে পছন্দ করেন। তিনি প্রায়ই বেসন, দই ও মধু মিশিয়ে ফেসপ্যাক ব্যবহার করেন। এতে ত্বক পরিষ্কার হয় এবং প্রাকৃতিক উজ্জ্বলতা বাড়ে।মেকআপ করার পর তিনি কখনও মেকআপ না তুলে ঘুমান না। ত্বক পরিষ্কার রাখতে দিনে অন্তত দুইবার মুখ ধোয়ার অভ্যাস রয়েছে।তামান্না মনে করেন সুন্দর ত্বকের জন্য শরীর হাইড্রেটেড থাকা জরুরি। তাই তিনি প্রতিদিন পর্যাপ্ত জল ও ডিটক্স ড্রিঙ্ক পান করেন।তার ডায়েটে থাকে ফল, সবজি, সালাদ, নারকেল জল এবং প্রোটিনসমৃদ্ধ খাবার। জাঙ্ক ফুড ও অতিরিক্ত তেল-মশলা তিনি এড়িয়ে চলেন।ফিট ও গ্লোয়িং থাকতে তিনি যোগব্যায়াম, পিলাটিস এবং কার্ডিও করেন। এতে শরীর সুস্থ থাকে এবং ত্বকও সতেজ দেখায়।সুন্দর ত্বকের জন্য তিনি প্রতিদিন ৭,৮ ঘণ্টা ঘুমকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ মনে করেন। পর্যাপ্ত ঘুম ত্বকের ক্লান্তি দূর করে।শুটিং ছাড়া তিনি খুব বেশি মেকআপ ব্যবহার করেন না। হালকা মেকআপ এবং সানস্ক্রিন ব্যবহার করে ত্বককে সুরক্ষিত রাখেন। তামান্নার সৌন্দর্যের রহস্য হলো প্রাকৃতিক যত্ন, স্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস, পর্যাপ্ত পানি ও নিয়মিত ব্যায়াম। এক ইন্টারভিউতে তামান্না জানিয়েছিলেন ত্বকের যত্নে মায়ের শেখানো ঘরোয়া উপকরণেই ভরসা করেন তিনি। তার মা তাকে ঘরোয়া স্ক্রাব এবং মাস্ক এর ব্যবহার শিখিয়েছিলেন। ছোটবেলা থেকে তিনি এই পদ্ধতিই অনুসরণ করে আসছেন। জেনে নিন তামান্নার ঘরোয়া স্ক্রাবের উপকরণ ও ব্যবহারের পদ্ধতি।প্রথমে একটি পাত্রে এক চা চামচ চন্দন গুড়ো এবং এক চা চামচ কফি গুঁড়ো ভালো করে মিশিয়ে পুরো মুখে লাগিয়ে নিন। এরপর ১০ মিনিট ধরে আলতো হাতে মুখে মেসাজ করুন এবং তারপরে গরম জলে মুখ ধুয়ে নিন। এরপর একটি শুকনো ও পরিষ্কার টাওয়াল দিয়ে মুখ মুছে ময়েশ্চারাইস করে নিন। এরপর ফেস মাস্কের জন্য একটা পাত্রে এক চা চামচ বেসন, এক চা চামচ টক দই ও এক চা চামচ গোলাপ জল ভালো করে মিশিয়ে খুব বেশি পাতলা না আবার খুব বেশি ঘন না, আপনার চোখের আন্দাজে ফেস মাস্ক যেমনটা হয় সেই ঘনত্বের করে নিন। মুখে দশ মিনিট লাগিয়ে রাখুন। এরপর হালকা গরম জলে মুখ ধুয়ে মুখে ময়শ্চারাইজার মেখে নিন।

কেন উপহারের খামে ১০০র বদলে ১০১ টাকা দিতে হয়? জানলে অবাক হবেন

নয়া জামানা ঃ বিয়ে বাড়ি হোক কিংবা পুরোহিতের দক্ষিণা নতুন শাড়ি বা পাঞ্জাবি পড়ে হাতে একটা সুন্দর নকশা করা খাম ধরিয়ে দিলেন। অথচ সেই খামের কোনে তাকিয়ে দেখলেন আঠা দিয়ে সাঁটিয়ে রয়েছে একটি এক টাকার উজ্জ্বল মুদ্রা। কখনো কি আপনার মনে প্রশ্ন জেগেছে, যে খামের ভিতর যেখানে হাজার হাজার টাকার নোট রয়েছে সেখানে বাইরে সেই খুচরা এক টাকার গুরুত্ব ঠিক কতখানি? এর পিছনে রয়েছে বিশেষ কারণ।উপহারের খামে ১০০ টাকার বদলে ১০১ টাকা দেওয়ার প্রথা ভারতীয় সংস্কৃতিতে অনেকদিন ধরে প্রচলিত। এর পেছনে মূলত ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক বিশ্বাস কাজ করে।৩১দ মানে শুভ সূচনা,১০০ একটি পূর্ণ সংখ্যা, অর্থাৎ এখানে যেন সমাপ্তির ইঙ্গিত থাকে। কিন্তু ১০১-এ অতিরিক্ত ৩১দ যোগ করা মানে;সমাপ্তি নয়, বরং নতুন কিছুর শুরু এবং ভবিষ্যতে আরও বৃদ্ধি হওয়ার কামনা। তাই বিয়ে, অন্নপ্রাশন, গৃহপ্রবেশ বা পূজোর মতো শুভ অনুষ্ঠানে ১০১ টাকা দেওয়া হয়।হিন্দু সংস্কৃতিতে বিশ্বাস করা হয়, ১০০-এর সাথে ১ যোগ করা মানে আশীর্বাদ যেন বাড়তে থাকে। অর্থাৎ শুধু বর্তমানেই নয়, ভবিষ্যতেও সমৃদ্ধি বাড়ুক;এই শুভকামনা প্রকাশ করা হয়।অনেক পূজা বা দানের সময় ১১, ২১, ৫১, ১০১, ১০০১ ইত্যাদি ৩বিজোড়দ সংখ্যা দেওয়ার রীতি আছে। বিজোড় সংখ্যাকে শুভ ও চলমানতার প্রতীক ধরা হয়।উপহারের খামে ১০১ টাকা দেওয়া মানে শুধু অর্থ দেওয়া নয়, তার সাথে শুভেচ্ছা, আশীর্বাদ ও সৌভাগ্যের কামনাও দেওয়া। তাই অনেকেই ১০০ টাকার বদলে ১০১ টাকা দিতে বেশি পছন্দ করেন। ১০১ টাকা দেওয়া হয় কারণ এটি শুভ সূচনা, বৃদ্ধি ও সমৃদ্ধির প্রতীক;যা ভবিষ্যতে আরও ভালো কিছু ঘটার আশীর্বাদ বোঝায়। কাগজের নোটের সাথে একটি এক টাকার কয়েন দেওয়ার মানে প্রাপকের হাতে সৌভাগ্যের ছায়া পৌঁছে দেওয়া। অনেকে এটিকে বিনিয়োগের বীজ হিসেবেও দেখেন। এক টাকা দিয়ে নতুন সংখ্যার গণনা শুরু হয়। তাই বিশ্বাস করা হয় উপহারের প্রাপক যেন জীবনে কোনদিনও শূন্য হাতে না দাড়ান, তার উন্নতির চাকা যেন ১এর হাত ধরেই চলতে থাকে। পরেরবার যখন টাকা খামে ভরে কাউকে উপহার দেবেন তখন মনে রাখবেন আপনি কেবল টাকা দিচ্ছেন না, বরং ওই টাকার মধ্য দিয়ে তার উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ এবং দীর্ঘস্থায়ী বন্ধুত্বের প্রার্থনা করছেন।

নজরে INSTA

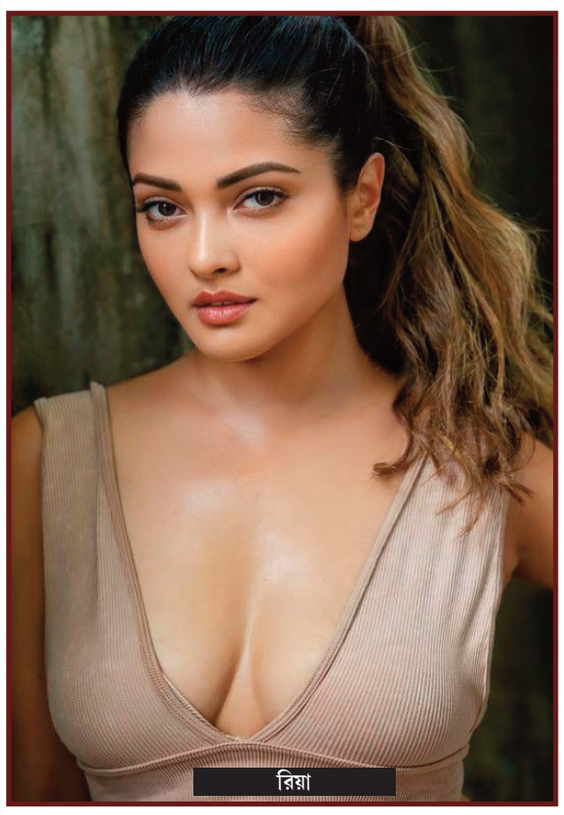
রিয়া

পার্নো

বৈদিকা

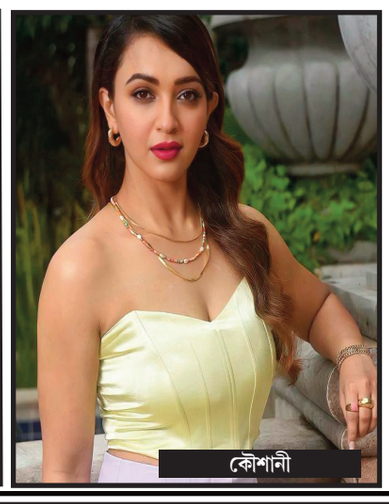
কৌশানী

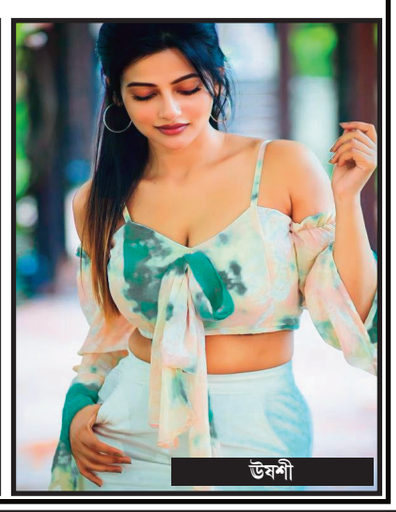
উষশী

চালে পোকা ধরার ভয়? জেনে নিন এই পাঁচটি উপায়

নয়া জামানা ঃ বাঙালি হেঁসেলে আর যাই থাকুক না কেন; চালের মজুত থাকা চাই। কিন্তু মুশকিল বাধে অন্য কোথাও। চাল বেশি দিন ঘরে মজুত রাখা যায় না, তাতে পোকা ধরে যায়। তবে এতে বেশি ঘাবড়ানোর কিছু নেই। চালে পোকা ধরা একটি সাধারণ সমস্যা, বিশেষ করে আর্দ্র ও উষ্ণ আবহাওয়ায়।বেশি টাকা খরচ না করে ঘরোয়া কিছু উপকরণ ব্যবহার করেই আপনি চাল দিনের পর দিন মজুত করে রাখতে পারবেন। নিচে কারণ ও নিরাময়ের উপায় সংক্ষেপে তুলে ধরা হলো;

পোকা ধরার কারণ

১. আর্দ্রতা বেশি হওয়া চালের আর্দ্রতা ১২,১৪ এর বেশি হলে পোকা দ্রুত বংশবিস্তার করে।

২. উষ্ণ তাপমাত্রা ২৫,৩৫ন্সসে তাপমাত্রায় পোকা (যেমন রাইস উইভিল) দ্রুত বৃদ্ধি পায়।

৩. দীর্ঘদিন সংরক্ষণ পুরোনো চাল বেশি দিন রেখে দিলে পোকা ধরার ঝুঁকি বাড়ে।

৪. বাতাস চলাচল না থাকা বদ্ধ, স্যাঁতসেঁতে জায়গায় রাখলে সমস্যা বাড়ে।

৫. আগে থেকেই ডিম থাকা অনেক সময় ধান/চালে আগে থেকেই পোকার ডিম থাকে, যা পরে ফুটে বের হয়।

নিরাময়ের উপায়

১. রোদে শুকানো চাল ২,৩ ঘণ্টা কড়া রোদে মেলে দিলে আর্দ্রতা কমে ও পোকা নষ্ট হয়।

২. বায়ুরোধী পাত্রে রাখা কাচ/প্লাস্টিকের এয়ারটাইট ড্রাম বা স্টিলের পাত্র ব্যবহার করুন।

৩. নিমপাতা বা তেজপাতা ব্যবহার চালের মধ্যে শুকনো নিমপাতা বা তেজপাতা রাখলে পোকা দূরে থাকে।

৪. ফ্রিজে রাখা (স্বল্প পরিমাণে) ৩,৪ দিন ফ্রিজে রাখলে ডিম ও লার্ভা নষ্ট হয়।

৫. পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা সংরক্ষণের আগে ড্রাম/গুদাম ভালোভাবে শুকিয়ে নিন।

পরামর্শ নতুন চাল কিনে পুরোনো চালের সাথে মেশাবেন না। নিয়মিত চাল পরীক্ষা করলে প্রাথমিক অবস্থায়ই সমস্যা সমাধান করা যায়। এছাড়াও চালের ড্রামে পাঁচ থেকে ছয়টা লবঙ্গ বা একমুঠো গোলমরিচ ছড়িয়ে দিন, পোকামাকড়েরা লবঙ্গ-গোলমরিচের গন্ধ সহ্য করতে পারে না। দীর্ঘ সময় ধরে চাল মজুত রাখার জন্য এই পদ্ধতিটি সবচেয়ে কার্যকরী।

ভসিজারিয়ান বনাম নরমাল ডেলিভারি কোনটা নিরাপদ?

নয়া জামানা ঃ সিজার বা খিঁচুনি হলো মস্তিষ্কের হঠাৎ অস্বাভাবিক বৈদ্যুতিক কার্যকলাপের ফল, যার কারণে শরীরের নড়াচড়া, অনুভূতি, আচরণ বা চেতনায় সাময়িক পরিবর্তন দেখা যায়। একবার খিঁচুনি হলেই তাকে সবসময় মৃগী বলা যায় না; বারবার অকারণে খিঁচুনি হলে তাকে মৃগী বলা হয়।সিজারের কারণ বিভিন্ন হতে পারে;মাথায় আঘাত, মস্তিষ্কে সংক্রমণ, জ্বর (বিশেষ করে শিশুদের ক্ষেত্রে), স্ট্রোক, টিউমার, রক্তে শর্করার মাত্রা কমে যাওয়া, ঘুমের অভাব, অতিরিক্ত মদ্যপান ইত্যাদি। কখনও স্পষ্ট কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না।

সিজারের ধরন দুই প্রধান ভাগে বিভক্ত;

১) ফোকাল সিজার মস্তিষ্কের নির্দিষ্ট অংশে শুরু হয়। রোগী আংশিক সচেতন থাকতে পারেন।

২) জেনারালাইজড সিজার পুরো মস্তিষ্কে একসাথে শুরু হয়। এতে রোগী হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে যেতে পারেন, শরীর শক্ত হয়ে যাওয়া, হাত-পা কাঁপা, মুখে ফেনা আসা ইত্যাদি লক্ষণ দেখা যায়।খিঁচুনি হলে আতঙ্কিত না হয়ে রোগীকে নিরাপদ স্থানে শুইয়ে দিতে হবে, মাথার নিচে নরম কিছু দিতে হবে এবং পাশ ফিরিয়ে রাখতে হবে যাতে শ্বাস নিতে সুবিধা হয়। মুখে কিছু ঢোকানো উচিত নয়। খিঁচুনি পাঁচ মিনিটের বেশি স্থায়ী হলে বা বারবার হলে দ্রুত হাসপাতালে নিতে হবে।

সিজারের চিকিৎসায় অ্যান্টি-এপিলেপটিক ওষুধ ব্যবহার করা হয়। নিয়মিত ওষুধ খাওয়া এবং চিকিৎসকের পরামর্শ মেনে চলা খুব জরুরি। অনেক ক্ষেত্রে সঠিক চিকিৎসায় রোগী স্বাভাবিক জীবনযাপন করতে পারেন।সঠিক সচেতনতা ও সময়মতো চিকিৎসা সিজার নিয়ন্ত্রণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। অন্যদিকে স্বাভাবিক প্রসব হলো এমন একটি প্রক্রিয়া যেখানে গর্ভবতী মায়ের গর্ভ থেকে শিশুর জন্ম যোনিপথের মাধ্যমে স্বাভাবিকভাবে ঘটে, কোনো বড় অপারেশন ছাড়াই। চিকিৎসা ভাষায় একে তভ্যাজাইনাল ডেলিভারিদ বলা হয়। এটি প্রসবের সবচেয়ে প্রাকৃতিক ও প্রচলিত পদ্ধতি।স্বাভাবিক প্রসব সাধারণত তিনটি ধাপে সম্পন্ন হয়। প্রথম ধাপে জরায়ুর মুখ (সার্ভিক্স) ধীরে ধীরে প্রসারিত হয় এবং নিয়মিত প্রসব বেদনা শুরু হয়। এই সময়ে ব্যথা ক্রমশ বাড়তে থাকে। দ্বিতীয় ধাপে শিশুটি জন্মগ্রহণ করে। মায়ের চাপ দেওয়ার মাধ্যমে শিশুটি বাইরে আসে। তৃতীয় ধাপে প্লাসেন্টা বা গর্ভফুল বের হয়।স্বাভাবিক প্রসবের অনেক উপকারিতা রয়েছে। এতে মায়ের শরীরে অপারেশনের ঝুঁকি কম থাকে, রক্তক্ষরণ তুলনামূলক কম হয় এবং সুস্থ হতে সময়ও কম লাগে। এছাড়া নবজাতক শিশুর শ্বাসপ্রশ্বাসের সমস্যা কম হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। মায়ের শরীরে হরমোনের স্বাভাবিক নিঃসরণ শিশুর সঙ্গে বন্ধন গড়ে তুলতে সহায়তা করে।তবে কিছু ক্ষেত্রে স্বাভাবিক প্রসব সম্ভব না-ও হতে পারে, যেমন;শিশুর অবস্থান ভুল হলে, অতিরিক্ত রক্তচাপ, ডায়াবেটিস, বা অন্য কোনো জটিলতা থাকলে চিকিৎসক সিজারিয়ান অপারেশনের পরামর্শ দিতে পারেন।গর্ভাবস্থায় নিয়মিত চেক-আপ, সুষম খাবার, হালকা ব্যায়াম এবং চিকিৎসকের পরামর্শ মেনে চললে স্বাভাবিক প্রসবের সম্ভাবনা বাড়ে। মানসিকভাবে প্রস্তুত থাকা এবং পরিবারের সমর্থনও খুব গুরুত্বপূর্ণ।সঠিক পরিচর্যা ও সচেতনতার মাধ্যমে স্বাভাবিক প্রসব মা ও শিশুর জন্য নিরাপদ ও উপকারী হতে পারে।

দেশ বিদেশ

নয়া জামানা

শ্রমিক বোঝাই পিকআপ ভ্যান-গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষ

মধ্যপ্রদেশে মৃত ১২

বুধবার রাতে ভয়াবহ দুর্ঘটনা মধ্যপ্রদেশে। পিকআপ ভ্যান ও চারচাকা গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষ। মৃত ১২ শ্রমিক, আহত ২০ জন। ঘটনায় শোকপ্রকাশপ্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির। মৃতদের পরিবারকে আর্থিক সাহায্য ঘোষণা করা হয়েছে। আর্থিক সাহায্য ঘোষণা করেছে মধ্যপ্রদেশ সরকারও। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মধ্যপ্রদেশের ধর জেলার বাগ্গাদ এলাকায় পিকআপ ভ্যানে বাড়ি ফিরছিলেন ৩৫ জন শ্রমিক। রাত আনুমানিক ৯ টার পরে দ্রুত গতিতে ছুটে চলা পিকআপ ভ্যানটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উলটোদিক থেকে আসা একটি এসইউভিতে ধাক্কা মারে। মুখোমুখি সংঘর্ষে উলটে গাড়িটি। অভিঘাতে রাস্তায় ছিটকে পড়েন শ্রমিকরা। রক্ত ভেসে যায় এলাকা। বিকট শব্দ শুনে আসেন স্থানীয়রা।পুলিশে খবরদিয়ে প্রাথমিক উদ্ধার কাজে হাত লাগান স্থানীয়রাই। দ্রুত ঘটনাস্থলে আসে পুলিশ। শ্রমিকদের উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে ১২ জনকে মৃত বলে ঘোষণা করেন চিকিৎসকরা। ২০ জন আহত অবস্থায় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। তাঁদের মধ্যে কয়েকজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে খবর। ধর জেলার কালেক্টর অভিষেক চৌধুরী জানিয়েছেন, দুর্ঘটনাস্থলেই ১২ জনের মৃত্যু হয়। আহতদের উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। তাঁরা সেখানেই চিকিৎসাধীন। ঘটনায় শোকপ্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। মৃতদের পরিবারকে সমবেদনা জানিয়ে, আর্থিক সাহায্যের কথা ঘোষণা করেছেন তিনি। প্রধানমন্ত্রী রিলিফ ফান্ড থেকে মৃতদের পরিবারকে ২ লক্ষ টাকা ও আহতদের ৫০ হাজার টাকা আর্থিক সাহায্যের কথা ঘোষণা করেছেন তিনি। মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী মোহন যাদবও ঘটনায় শোকপ্রকাশ করেছেন। রাজ্য সরকারের তরফে মৃতদের পরিবারকে ৪ লক্ষ ও গুরুতর আহতদের ১ লক্ষ ও আহতদের ৫০ হাজার টাকা আর্থিক ক্ষতিপূরণ দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছেন তিনি। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

বঙ্গভোট মিটতেই জামিন আইপ্যাক ডিরেক্টর ভিনেশ চান্ডেলের

বঙ্গে ভোটপর্ব মিটতেই জামিন পেলেন রাজ্যের শাসকদলের রাজনৈতিক পরামর্শদাতা সংস্থা আইপ্যাকের ডিরেক্টর ভিনেশ চান্ডেল। বৃহস্পতিবার সকালে দিল্লির পাটিয়ালা হাউস কোর্টে মামলার শুনানিতে ইডি জামিনের বিরোধিতা করেনি। ফলে বিচারকরা চান্ডেলের জামিন মঞ্জুর করেন। সংস্থার আর্থিক দুর্নীতি মামলায় গত ১৩ এপ্রিল ভিনেশকে দিল্লি থেকে গ্রেপ্তার করেছিল কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাএনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট। বাংলার ভোট মিটতেই তাঁকে জামিন দেওয়া হল। এর মধ্যে রাজনৈতিক যোগসাজশ দেখছেন অনেকেই।রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচনের ঠিক আগে একাধিক আর্থিক দুর্নীতি মামলার কিনারা করতে তৎপরতা বাড়িয়ে তুলেছিল ইডি। এ রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেসের ভোটকুশলী সংস্থা আইপ্যাকের অন্যতম ডিরেক্টর ভিনেশ চান্ডেলকে কয়লা পাচার মামলায় গ্রেপ্তার করা হয়।তাঁর বিরুদ্ধেবেআইনিআর্থিক লেনদেনের অভিযোগ ওঠায় এই গ্রেপ্তারি। সেটা ছিল ১৩ এপ্রিল। বাংলার ভোটের ঠিক ১০ দিন আগে।স্বাভাবিকভাবেইএই গ্রেপ্তারির নেপথ্যে কেন্দ্রের শাসকদলের কলকাঠি রয়েছে বলে সেসময় রাজনৈতিক মহলের একাংশ সমালোচনা করেছিল। তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতিক্রিয়া ছিল, দবিজেপি বিরোধী হলে আপনিই পরের টার্গেট।দ ভোটের ঠিক আগেই আকস্মিকভাবে আইপ্যাকের তরফে ঘোষণা করা হয়, আপাতত বাংলায় তাঁরা কাজ বন্ধ করছে। আগামী ২০ দিন কর্মীদের ছুটিতে পাঠানো হয়েছে। এনিয়ে যথেষ্ট ধোঁয়াশা তৈরি হয়। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজে জানান, যদি তেমন পরিস্থিতি হয়, তাহলে তৃণমূল কংগ্রেস আইপ্যাক কর্মীদের চাকরির ব্যবস্থা করবে।আইপ্যাক ও বঙ্গভোটের সম্পর্ককে যে এক রেখায় জুড়ে দেওয়া হয়েছিল, তা আরও স্পষ্ট হল ভোট শেষের ঠির পরদিন সংস্থার ডিরেক্টরের জামিন পাওয়া। জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার সকালে দিল্লির পাটিয়ালা হাউস কোর্টের শুনানিতে ইডি ভিনেশের জামিনের বিরোধিতাই করেনি। অতিরিক্ত জেলা দায়রা আদালতের বিচারক অমিত বনসাল জামিন মঞ্জুর করেন জানান, পিএমএলএ-র ৪৫ ধারা অনুযায়ী জামিনের বিরোধিতা করার সুযোগ ছিল ইডির কাছে। কিন্তু তারা কোনও বিরোধিতা করেনি। ফলে ভিনেশ চান্ডেলের জামিন পেতে কোনও বাধা নেই। তবে কবে তিনি জেলমুক্ত হবেন, তা এখনও জানা নেই।

‘অভব্য’ ট্রাম্প

রানিকে টপকে করমর্দন

অস্বস্তিতে ফেললেন চার্লসকেও

সাধারণ সৌজন্যমূলক করমর্দন। সেখানেও অসৌজন্য দেখিয়ে ফেললেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প! ব্রিটেনের রাজা তৃতীয় চার্লস ও রানি কামিলা এসেছেন মার্কিন সফরে। সেখানে মার্কিন আধিকারিকদের সঙ্গে পরিচয় করানোর সময় কামিলাকে টপকে গেলেন ট্রাম্প। তাঁর আগে নিজেই করমর্দন করতে লাগলেন! যা দেখে থমকে গেলেন রানি। খানিক পরে একই অভিজ্ঞতা হল রাজারও। দৃশ্যতই তাঁদের বিব্রত দেখিয়েছে ট্রাম্পের এমন আচরণের সামনে! ট্রাম্প ও ফার্স্ট লেডির আতিথেয়তা গ্রহণের পর গত মঙ্গলবার হোয়াইট হাউসে আসেন সস্ত্রীক চার্লস। সাউথ লনে দাঁড়িয়েছিলেন মার্কিন প্রশাসনের গুরুত্বপূর্ণ পদে থাকা মানুষেরা। মার্কিন প্রতিরক্ষা সচিব পিট হেগসেথ, বাণিজ্য সচিব লুটনিক, চিফ অফ স্টাফ সুসি ওয়াইলসের সঙ্গে পরিচয় পর্যন্ত ব্যাপারটা ঠিক ছিল। হঠাৎই ট্রাম্প গেলেন ‘বিগড়ে’। কী খেয়াল হল, তিনি হনহন করে হেঁটে এসে রানি কামিলাকে টপকে গিয়ে সামনে থাকা ব্যক্তিদের সঙ্গে করমর্দন করতে শুরু করলেন। তা দেখে থমকে গেলেন কামিলা। ট্রাম্পের অবশ্য সেদিকে খেয়াল ছিল না। এরপর অস্বস্তিতে পড়তে হল রাজা চার্লসকে। তিনি একজনের সঙ্গে করমর্দন করতে গেলে। কিন্তু তাঁকে এড়িয়ে সেটা করে ফেললেন ট্রাম্প! স্বাভাবিক ভাবেই চার্লসও থমকে যান। তাঁর চোখে-মুখেও একই রকম বিব্রত ভাব লক্ষ করা যাচ্ছিল।বলে রাখা ভালো, এই বিষয়ে কোনও নির্দিষ্ট রাজকীয় আচরণবিধি নেই। কিন্তু স্বাভাবিক সৌজন্যে কেউই রানির আগে হাঁটেন না। ট্রাম্পের আচরণে সেসবের বালাই ছিল না। নিজের খেয়ালে তিনি কী করে অতিথিদের অগ্রাহ্য করতে পারেন তা নিয়েই উঠছে প্রশ্ন। এদিকে হোয়াইট হাউসে নৈশভোজের সময় দুই রাষ্ট্রনায়কের মধ্যে কথা হয় দুই দেশের বিশেষ সম্পর্ক নিয়ে। আর তখনই আচমকা ট্রাম্পকে খোঁচা দেন চার্লস। আসলে ট্রাম্প গত জানুয়ারিতে বিশ্ব অর্থনৈতিক ফোরামের বার্ষিক সম্মেলনে দাবি করেছিলেন, আমেরিকা না থাকলে ইউরোপীয় দেশগুলি জার্মান ভাষায় কথা বলত। সেই কথাটি যে ব্রিটেন ভালোভাবে নেয়নি তা এদিন পরিষ্কার হয়ে যায়। রাজা তৃতীয় চার্লস ট্রাম্পকে বলেন, দমিস্টার প্রেসিডেন্ট, আপনি সম্প্রতি মন্তব্য করেছিলেন, আমেরিকা না থাকলে ইউরোপীয় দেশগুলো জার্মান ভাষায় কথা বলত। আমি কি তবে এ কথা বলার ধৃষ্টতা দেখাতে পারি যে, আমরা না থাকলে আপনারা ফরাসি ভাষায় কথা বলতেন?দ একথায় হাসির ফোয়ারা ওঠে উপস্থিত অভ্যাগতদের মধ্যে।

যুদ্ধ আবহে ট্রাম্পের সঙ্গে ৯০ মিনিট ফোনে কথা পুতিনের

ইরান যুদ্ধের জট এখনও কাটেনি। এই পরিস্থিতিতে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পেরসঙ্গে৯০ মিনিটেরও বেশি সময় ফোনে কথা বললেন রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন। বুধবার বিষয়টি প্রকাশ্যে এনেছে ক্রেমলিন। ক্রেমলিন আধিকারিক ইউরি উশাকভ সংবাদসংস্থা ‘এএফপি’কে জানিয়েছেন, মধ্যপ্রাচ্য এবং ইউক্রেন যুদ্ধ নিয়ে দুই রাষ্ট্রনেতার আলোচনা হয়েছে। তবে আলোচনায় পুতিন এবং ট্রাম্প দু'জনেই ইরান ও পারস্য উপসাগরীয় অঞ্চলের পরিস্থিতির উপর বিশেষ মনোযোগ দিয়েছেন। তাঁর কথায়, ট্রাম্পের যুদ্ধবিরতির মেয়াদ বাড়ানোর সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছেন পুতিন। রুশ প্রেসিডেন্টের মতে,এরফলে দু'পক্ষই আলোচনার সুযোগ পাবে এবং সার্বিকভাবে পরিস্থিতি স্থিতিশীল হবে।দ তবে ফোনালাপে পুতিন ট্রাম্পকে বিশেষ সতর্কবাণীও দিয়েছেন বলেজানিয়েছেন উশাকভ। তিনি বলেন, তরুশ প্রেসিডেন্ট স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন, আমেরিকা এবং ইজরায়েল যদি মধ্যপ্রাচ্যে ফের সামরিক অভিযান চালায় তাহলে গোটা বিশ্বের জন্য তা বিপদ ডেকে আনবে।

অন্যদিকে, ক্রেমলিন সূত্রে খবর, চার বছর ধরে চলা ইউক্রেন যুদ্ধ নিয়েও কথা বলেছেন দুই রাষ্ট্রনেতা।উল্লেখ্য, ফেব্রুয়ারির শেষ থেকে এপ্রিলের শুরু পর্যন্ত রক্তাক্ষয়ী সংঘর্ষে লিপ্ত ছিল ইরান-আমেরিকা। একের পর এক ড্রোন-ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় তছনছ হয়ে গিয়েছিল ইরান। কিন্তু তা-ও লড়াইয়ের ময়দান থেকে সরে আসেনি তেহরান। ইরানের পালটা জবাবে লন্ডভন্ড হয়ে গিয়েছিল গোটামধ্যপ্রাচ্য। প্রাথমিভাবে সেখানে ছড়িয়ে ছটিয়ে মার্কিন ঘাঁটিগুলিকে লক্ষ্যবস্তু করা হয়। কিন্তু তারপর মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে বেপরোয়া হামলা চালাতে শুরু করে তেহরান। অবশেষে ৪০ দিন পর সাময়িক সংঘর্ষবিরতিতে রাজি হয়েছে দু'দেশ। তবে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠা এখনও হয়নি।

প্রকাশিত আইসিএসই ও আইএসসির ফলাফল

পাশের হারে ছেলেদের টেক্কা দিল মেয়েরা

বৃহস্পতিবার সকাল ১১টায় দশম শ্রেণির আইসিএসই ও দ্বাদশ শ্রেণির আইএসসি পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ করল সিআইএসসিই। এবার মোট ৩ লক্ষ ৬২ হাজার ৩৭ জন এই দুই পরীক্ষায় অংশ নেয়। আইসিএসই পরীক্ষায় ২,৯৫৭টি স্কুল থেকে ২,৫৮,৭২১ জন পরীক্ষার্থী পরীক্ষা দিয়েছেন। আইএসসি পরীক্ষায় ১,৫৫৩টি স্কুল থেকে ১,০৩,৩১৬ জন পরীক্ষার্থী পরীক্ষা দেন। বোর্ড জানিয়েছে, ১ মে থেকে ৪ মে পর্যন্ত খাতা রিভিউ করার জন্য আবেদনকরতে পারবেন পড়ুয়ারা। জুন-জুলাই মাসে ফের পরীক্ষা দিতে পারবেন ইচ্ছুক পরীক্ষার্থীরা। দুই পরীক্ষাতেই পাশের হার ৯৯ শতাংশের বেশি। আইএসসি পরীক্ষায় মোট পাসের হার ৯৯.১৩ শতাংশ। এর মধ্যে ছাত্রীদের পাশের হার ৯৯.৪৮ শতাংশ এবং ছাত্রদের পাশের হার ৯৮.৮১ শতাংশ। আইসিএসই পরীক্ষায় মোট পাশের হার ৯৯.১৮ শতাংশ। এর মধ্যে ছাত্রীদের পাশের হার ৯৯.৪৬ শতাংশ এবং ছাত্রদের পাশের হার ৯৮.৯৩ শতাংশ। দশম ও দ্বাদশ দুটি পরীক্ষাতেই ছাত্রীদের ফল তুলনামূলকভাবে ভালো হয়েছে।আইএসসি পরীক্ষায় ৫৪,১১৮ জন ছাত্র (৫২.৩৮ু) এবং ৪৯,১৯৮ জন ছাত্রী (৪৭.৬২ু) পরীক্ষা দিয়েছে। অন্যদিকে আইসিএসই পরীক্ষায় ১,৩৭,৫০৩ জন ছাত্র (৫৩.১৫ু) এবং ১,২১,২১৮ জন ছাত্রী (৪৬.৮৫ু) পরীক্ষা অংশগ্রহণ করেছে। দ্বাদশ শ্রেণির পরীক্ষায় দক্ষিণাঞ্চলের রাজ্যগুলিতে পাশের হার সর্বোচ্চ (৯৯.৮৭ শতাংশ)। এরপরই রয়েছে পশ্চিমাঞ্চল (৯৯.৫৫ শতাংশ)। আইসিএসই পরীক্ষায় পশ্চিমাঞ্চলের রাজ্যগুলি পাশের হারে শীর্ষে রয়েছে (৯৯.৮৫ শতাংশ)। পাশের হারে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে দক্ষিণাঞ্চলের রাজ্যগুলি (৯৯.৮১ শতাংশ)। আইএসসিতে ৩০৫ জন লার্নিং ডিফিকাল্টি থাকা পরীক্ষার্থীর মধ্যে ৩৬ জন ৯০ শতাংশের বেশি নম্বর পেয়েছে। ২২ জন দৃষ্টিহীন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ৯০ শতাংশের বেশি নম্বর পেয়েছে ৯ জন। আইসিএসইতে ১,৩১৩ জন লার্নিং ডিফিকাল্টি থাকা পরীক্ষার্থীর মধ্যে ১৩২ জন এবং ৫৪ জন দৃষ্টিহীন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ১৭ জন ৯০ শতাংশের বেশি নম্বর পেয়েছে।

মাকে খুনের পর ডিপ ফ্রিজে দেহ রাখল কিশোরী

৪৫ লক্ষ টাকা ও একটি চাকরির জন্য প্রেমিককের সঙ্গে মিলে মাকে খুন করল কিশোরী। ঝাড়খণ্ডের রাঁচির এই ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়েছে। এই ঘটনায় অভিযুক্ত কিশোরী, তাঁর প্রেমিক-সহ আরও দুজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। জানা গিয়েছে, কয়েকদিন ধরে টাকাপয়সা নিয়ে মায়ের সঙ্গে অশান্তি হচ্ছিল। খুনের পর ডিপ ফ্রিজে রাখা হয়েছিল দেবে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃতের নাম নহিদা পারভিন। তাঁর বাড়ি রাঁচির মানিটোলায়। চার বছর আগে স্বামী মারা যাওয়ার পর তিনি তাঁর ১৭ বছরের মেয়ের সঙ্গে থাকতেন। এই কিশোরী নহিদার দত্তক সন্তান। তাঁর স্বামী বিদ্যুৎ দপ্তরে চাকরি করতেন।

সেখান থেকে ৪৫ লক্ষ টাকা ও একটি চাকরি পেয়েছিলেন নহিদা। এই টাকার কথা জানত কিশোরী। অভিযোগ, সে প্রায়ই ব্যাঙ্ক থেকে টাকা তুলে তার প্রেমিক আরবাজকে দিত। বিষয়টি জানতে পেরে পারভিন মেয়ের জন্য ব্যাঙ্কের অ্যাকসেস বন্ধ করে দেন। এরপর থেকেই মা-মেয়ের সম্পর্কের অবনতি হতে থাকে। মা'কে সরিয়ে দেওয়া গেলে সব টাকাপয়সা, সম্পত্তি সে-ই পাবে বলে ভেবেছিল মেয়ে। এমনকী চাকরিটাও তাকে দেওয়া হবে। এই ভেবেই প্রেমিকের সঙ্গে মিলে মাকে খুনের পরিকল্পনা শুরু করে কিশোরী।তদন্তে জানা যায়, গত ২৪ এপ্রিল রাতে যখন পারভিন ঘুমোচ্ছিলেন তখন বালিশ চাপা দিয়ে তাঁকে খুন করা হয়। এই কাজে ওই কিশোরী ও তার প্রেমিক তাদের ৩ বন্ধুর সাহায্য নেয়। খুনের জন্য তাদের ১২ লক্ষ টাকা দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। ঘটনার সময় একজন বালিশ চাপা দেয়, অন্যরা হাত-পা চেপে ধরে। পাশাপাশি নহিদার গলাতেও আঘাত করা হয়। অতিরিক্ত রক্তপাত ও শ্বাসরোধ হয়ে একটা সময় তাঁর মৃত্যু হয়। খুনের পর দেহটি একটি ডিপ ফ্রিজে রাখা হয়েছিল বলে জানা গিয়েছে। পরের দিন সকালে ওই কিশোরী আত্মীয়দের ফোন করে জানায়, তার মা বাথরুমে পড়ে মারা গিয়েছেন। তড়িঘড়ি নহিদার শেষকৃত্যও সম্পন্ন করা হয়।

তবে মৃতার গলায় আঘাতের চিহ্ন দেখে আত্মীয়দের মধ্যে কয়েকজনের মনে সন্দেহ দানা বাঁধে। পরে পারভিনের দেওর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ দেহ কবর থেকে তুলে ময়নাতদন্তের জন্য রাজেন্দ্র ইন্সটিটিউট অফ মেডিকেল সায়েন্সেসে পাঠায়। এরপরই পুলিশ অভিযুক্ত কিশোরী, তাঁর প্রেমিক-সহ দুজনকেগ্রেপ্তারকরে।

ভারতে ফিরছে দুর্মূল্য কোহিনুর

কোহিনুর। নামেই দ্যুতি ছড়ায়। বিশ্বের সবচেয়ে দামী হিরেটি পাওয়ার স্বপ্ন একবারের জন্যও দেখে ননি, এমন ব্যক্তির সংখ্যা নগণ্যই। কিন্তু ভাগ্যচক্রে মহামূল্যবান, ঔজ্জ্বল্যময় হীরক খণ্ডের অধিকারী এককভাবেই ব্রিটিশ রাজপরিবারের, যা নিয়ে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে চলছে বিতর্ক। এই পরিস্থিতিতে নিউ ইয়র্কের মেয়র জোহরান মামদানির মুখে কোহিনুর ফেরানোর বাসনা। সম্প্রতি মার্কিন ভূমে গিয়েছিলেন ব্রিটেনের রাজা তৃতীয় চার্লস। সেখানে তাঁর সঙ্গে দেখা করেন ভারতীয় বংশোদ্ভূত মামদানি। বৈঠকের আগে মামদানি একটি সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন, তব্রিটেনের রাজার সঙ্গে আলাদাভাবে যদি আমি সাক্ষাৎ করতে পারতাম, তাহলে আমি তাঁকে কোহিনুর হীরেটি ভারতে ফিরিয়ে দিতে উৎসাহিত করতাম।দ তবে দু'জনের বৈঠকে বিষয়টি উত্থাপিত হয়েছে কি না, সেটা জানা যায়নি। ভারতে কোহিনুর ফেরানোর দাবি উঠেছে বহুবার। নয়াদিল্লি একসময়ে বলেছিল, তকোহিনুর একটি মূল্যবান শিল্পকর্ম, যার শিকড় দেশের ইতিহাসে গভীরভাবে প্রোথিত। কিন্তু শেষ পর্যন্ত মহামূল্যবান হীরেটি নিজেদের কাছেই রেখে দিয়েছে ব্রিটিশ রাজপরিবার। এই পরিস্থিতিতে মামদানির মন্তব্য যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করা হচ্ছে। যদিও নিউ ইয়র্কের মেয়রের এই মন্তব্য নিয়ে কোনও প্রতিক্রিয়া দেয়নি ব্রিটিশ রাজপরিবার।উল্লেখ্য, ১৮৪৯ সেলে ভারত থেকে কোহিনুর হীরে ইংল্যান্ডে নিয়ে যায় ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি। সেখানে রানি ভিক্টোরিয়া হিরেটিকে রাজভূষণের অংশ করে নেন তিনি। ১৯৩৭ সালে রাজা পঞ্চম জর্জের রাজ্যাভিষেকের সময় তাঁর স্ত্রী রানি দ্বিতীয় এলিজাবেথের মুকুটে বসানো হয় কোহিনুরকে।

লাল-সন্ত্রাস দমনে অপারেশনের মাঝে লোকমুখে স্কুলের কাহিনি

‘মাওবাদী রক্তচক্ষু’র ভীতি কেটে গিয়েছে, লাল সন্ত্রাস অতীত। সরকারিভাবে একথা ঘোষণা করেছে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক। তার মধ্যেই তেলেঙ্গানার সিদ্দিপেট জেলার লোকজন স্মরণ করছেন মাওবাদী আন্দোলনের একটি পৃথক ফসলের কথা। সেই ফসল আর কিছুই নয়, কমিউনিটি বা গ্রামবাসীদের শ্রমে তৈরি হওয়া একটি স্কুল, যা আজও টিকে রয়েছে। এখনও বাচ্চাদের পড়াশোনা অব্যাহত রয়েছে সেই প্রতিষ্ঠানে। নয়ের দশকে তৈরি হয়েছিল সেই স্কুল। সেই সময়টা মাওবাদী, নিরাপত্তা বাহিনীর সংঘর্ষ ছিল নিত্যদিনের ব্যাপার। কিন্তু তার মধ্যেই প্রবল ঝুঁকি নিয়ে গ্রামবাসীদের সংগঠিত করে স্কুল নির্মাণে হাত দেয় মাওবাদী নেতৃত্ব। মাওবাদীদের সঙ্গে পুলিশ, সরকারি বাহিনীর এনকাউন্টারে রক্তাক্ত হত গ্রামের রুক্ষ মাটি। তাদের গ্রামে আশ্রয় দেওয়া কার্যত অকল্পনীয় ব্যাপার ছিল। সরকারে রোষের মুখে পড়ার ভয় ছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও অক্ষর জ্ঞানের প্রতি প্রবল আকর্ষণ, তাগিদ থেকে মাওবাদীদের প্রয়াসে শামিল হন গ্রামের লোকজন। ডুব্বাক এলাকার একাধিক গ্রামের লোকজন জানাচ্ছেন, মাওবাদীরা শুধুই হিংসার রাজনীতি করেনি, বেশ কিছু সামাজিক গঠনমূলক কর্মসূচিও হাতে নিয়েছিল। যে সময়টায় মাওবাদীরা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ছিল, রাতের আলো আঁধারি ছায়ায় ঢাকা পথে গ্রামে ঢুকত সশস্ত্র মাওবাদীরা। তাদের প্রাথমিক টার্গেট যদিও অত্যাচারী ভূস্বামী-জমিদাররা, একইসঙ্গে তারা গ্রামবাসীদের সঙ্গে বৈঠক করত কমিউনিটি অর্থাৎ সম্প্রদায়কেন্দ্রিক নানা প্রকল্প নিয়েও।দুমপালাপল্লি গ্রামে এককালে গাছের তলায় পড়াশোনা করতে বাধ্য হত, কারণ মজবুত স্কুলবাড়ি বলে কিছু ছিল না। ১৯৯১ নাগাদ লাগাতার বর্ষায় গাছতলায় পড়াশোনা করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। নাচার হয়ে গ্রামবাসীরা মাওবাদীদের শরণাপন্ন হয়। কোনও এক রাতে মাওবাদী নেতা ‘নাগান্নার দলম’ গ্রামে এলে তাদের কাছে সমস্যাটাখুলেবলেগ্রামের লোকজন। সেই রাতেই সভা ডাকে মাওবাদীরা। সেখানেই স্কুল তৈরির সিদ্ধান্ত হয়। মাওবাদীরা কিছু অর্থ দেয়, গ্রামবাসীরাও সাধ্যমতো অর্থ দেন। নির্মাণ শুরু হয়। কিন্তু নির্মাণ শেষ, ক্লাস শুরু হওয়া পর্যন্ত যাতে এই উদ্যোগের সঙ্গে মাওবাদীদের যোগ প্রকাশ না হয়, সে ব্যাপারে সতর্ক থাকেন গ্রামবাসীরা। তাঁরা এটা পুরো গোপন রাখেন। এলাকার প্রাক্তন কাউন্সিলর শ্রীনিবাস বলছেন, ১৯৯১-এ স্কুল বসত ছাউনি ঢাকা কুঁড়েঘরে। বৃষ্টি হলেই স্কুল ছুটি হয়ে যেত। নাগান্নারস্কোয়াডকে জানানোর পর ওরা এই স্কুল ভবন তৈরি করে। গ্রামবাসীরাও তাঁদের শ্রম দান করেন। বেশ কয়েকবছর বাদে ২০০৫-এ সেই কুঁড়েঘর যখন ভেঙে পড়ার উপক্রম হয়, রাজ্যের শিক্ষা দপ্তরের কর্তারা প্রস্তাব দেন, সেটি ভেঙে নতুন কাঠামো তৈরি করে দেবেন। কিন্তু গ্রামবাসীরা প্রবল আপত্তি জানান। তাঁরা অনড় মনোভাব নেন, প্রকৃত স্কুলবাড়িটা অক্ষত রাখতে হবে। নতুন স্কুলবাড়ি তৈরি হলে অন্য জায়গা বাছাই করা হোক। মাওবাদী যোগ থাকা কাঠামো ভেঙে দেওয়ার অভিযান চালায় সরকার।প্রবলবাধাদেন গ্রামবাসীরাই। আজ সেই প্রাথমিক বিদ্যালয় চলছে একই বাড়ি থেকেই।

মিসরির সফরের আগেই বিতর্কিত মানচিত্র প্রকাশ নেপালের

জম্মু-কাশ্মীর পাকিস্তানের অংশ! ভারতের এমন বিকৃত মানচিত্র প্রকাশ করল ‘বন্ধু’ নেপালই।বুধবার দেখা যায়, নেপালের সরকারি উড়ান সংস্থা নেপাল এয়ারলাইন্সের তরফ থেকে প্রকাশ করা হয়েছে একটি রুট ম্যাপ। সেখানেই জম্মু-কাশ্মীর এবং লাদাখ কে পাকিস্তানের অংশ হিসাবে দেখানো হয়। সেই ছবি হুহু করে ভাইরাল নেটদুনিয়ায়। গোটা ঘটনায় বিদেশমন্ত্রকের বিবৃতিও দাবি করেন নেটিজেনরা। বুধবার নেপাল এয়ারলাইন্সের একটি বিজ্ঞাপনী পোস্ট করা হয় এক্স হ্যান্ডেলে। সেখানে উত্তর-পশ্চিম ভারতের বিরাট অংশকে পাকিস্তানি ভূখণ্ডের অন্তর্ভুক্ত হিসাবে দেখানো হয়। কোন শহরে উড়ান পরিষেবা প্রদান করে নেপাল এয়ারলাইন্স, সেটাই ওই ম্যাপের মাধ্যমে তুলে ধরা হয়েছে। ভারতের বিকৃত মানচিত্রের ছবি প্রকাশ্যে আসতেই নেটদুনিয়ায় হইচই পড়ে যায়। ভারতীয় নেটিজেনরা এই পোস্টের তীব্র প্রতিবাদ করেন। **Boycott Nepal Airline** ট্রেন্ডিং হয়ে যায় বুধবার।নেপালের এহেন কাণ্ডের পর বিদেশমন্ত্রকের বিবৃতি দাবি করেন নেটিজেনদের একাংশ। সেই দলে রয়েছেন বিখ্যাত ভোজপুরি গায়ক-অভিনেতা খেসারিলাল যাদবও। ক্ষোভ উগরে দিয়ে এক্স হ্যান্ডেলে তিনি লেখেন, ‘কেউ বলতে পারেন, নেপাল এয়ারলাইন্স কী করে ভারতের এমন বিকৃত মানচিত্র প্রকাশ করল? সেটাও আবার জম্মু-কাশ্মীর নিয়ে? এটা কোনও ছোট্ট ঘটনা নয়। আমি মনে করি এটা ইচ্ছাকৃতভাবে করা হয়েছে, উসকানি দেওয়ার চেষ্টা চলছে।

Naya Jamana......14 january...2026.........._Layout 1 01-05-2026 04:23 Page 13

মাঠে ময়দানে

নয়া জামানা

চলার শক্তিটুকু নেই, তবু বন্ধু শচীনকে সমর্থন করতে ওয়াংখেড়েতে কাম্বলি

দিনকয়েক আগে গিয়েছিলেন আতুঁড়ঘর শিবাজি পার্কে। এবার পৌঁছে গেলেন প্রিয় ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে, যেখানে একটা সময় ব্যাট হাতে শাসন করেছেন। কিন্তু মাঠ কাঁপানো বিনোদ কাম্বলি আজ নিজের পায়ে দাঁড়াতে পর্যন্ত পারেন না। অন্যদের সাহায্য নিয়ে চলাফেরা করতে হয়। তবে সেই অবস্থতেও তিনি বুধবার পা রাখলেন ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে। কাম্বলির এহেন অবস্থার ভিডিও নেটদুনিয়ায় ভাইরাল। তাঁর দ্রুত সুস্থতা কামনা করেছেন নেটিজেনরা। চলতি মাসের শুরুর দিকে খবর ছড়ায়, কাম্বলি গুরুতর অসুস্থ। মস্তিষ্কে রক্ত জমাট বাঁধায় স্মৃতিশক্তি দুর্বল হয়ে পড়ছে ক্রমশ। মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছেন প্রাক্তন ক্রিকেটার, এমনটাও শোনা যায়। তবে কাম্বলির স্ত্রী আন্দ্রেয়া হিউইট জানান, পরিস্থিতি এতটাও গুরুতর নয়। তারপর থেকে বেশ কয়েকবার জনসমক্ষে দেখা গিয়েছে কাম্বলিকে। একটি আইসক্রিমের বিজ্ঞাপন করেছেন। ছোটবেলার বন্ধু শচীন তেণ্ডুলকরকে জন্মদিনে শুভেচ্ছাও জানিয়েছেন। শৈশবে যেখানে ক্রিকেটর হাতেখড়ি, সেই শিবাজি পার্ক থেকেই বন্ধুকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানান।বুধবার আইপিএলের ম্যাচ চলাকালীনই দেখা যায়, ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে ঢুকছেন কাম্বলি। তবে একা হাঁটাচলা করার ক্ষমতা একেবারেই নেই। দু'দিকে দু'জনের হাত ধরে হাঁটতে দেখা যায় কাম্বলিকে। প্রাক্তন ক্রিকেটারকে এই অবস্থায় দেখে আশেপাশের অনেকেই তাঁর দ্রুত সুস্থতা কামনা করেন। তাঁদের দেখে 'থামস আপ' ভঙ্গি করেন। সেই ভিডিও নেটদুনিয়ায় ভাইরাল। নেটিজেনরা বলছেন, শচীনের দল মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের হয়ে গলা ফাটাতে বুধবার ওয়াংখেড়েতে গিয়েছিলেন কাম্বলি।উল্লেখ্য, সাম্প্রতিক সময়ে গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েছেন কাম্বলি। মস্তিষ্কে রক্ত জমাট বেঁধেছে প্রাক্তন ক্রিকেটারের। যার জেরে স্মৃতিশক্তি দুর্বল হয়ে পড়ছে ক্রমশ। শুধু তাই নয়, প্রাক্তন ক্রিকেটারের ব্রেন স্ট্রোক হয়ে যাওয়ার আশঙ্কাও রয়েছে। তাঁর চিকিৎসায় পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন শচীন। খরচ জোগানো থেকে শুরু করে নানা দায়িত্ব পালন করছেন ক্রিকেটের ঈশ্বর।

রেফারির সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ করলেই লাল কার্ড
বিশ্বকাপে বড়সড় শাস্তি আনছে ফিফা

আসন্ন বিশ্বকাপে ফুটবলারদের 'অভব্যতা' নিয়ে কড়া হচ্ছে ফিফা। খেলা চলাকালীনবিপক্ষের প্লেয়ারের সঙ্গে তর্কাতর্কির সময় কোনও প্লেয়ার যদি জার্সি বা হাত দিয়ে নিজের মুখ ঢেলে ফেলেন, কিংবা রেফারির সিদ্ধান্তে অসন্তোষ দেখিয়ে মাঠ ছাড়েন, তা হলে সংশ্লিষ্ট প্লেয়ারকে সোজা লাল কার্ড দেখিয়ে দেওয়া হতে পারে! খবর যা, ফিফা কংগ্রেসের বৈঠকের আগে এই দুই বদলে সিলমোহর দিয়ে দিয়েছে ফুটবলের সর্বোচ্চ নিয়ামক সংস্থা। জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, ফুটবল বিশ্বকাপ থেকে সেই নিয়ম বদল প্রয়োগ করা হবে। তবে বিশ্বকাপ বাদে অন্যান্য টুর্নামেন্টে এই নিয়ম-বদল প্রযোজ্য হবে কি না, তা নির্ভর করবে সে সমস্ত টুর্নামেন্টের আয়োজকদের উপর। রেফারির সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে মাঠ ছাড়ার শাস্তি হিসেবে প্লেয়ারকে লাল কার্ড দেখানোর যে সিদ্ধান্ত নিতে চলেছে ফিফা, তার কারণ এ বছরের আফ্রিকা নেশনস ফাইনাল। সেই ম্যাচে রেফারির পেনাল্টির সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে সেনেগালের একাধিক প্লেয়ার মাঠ ছেড়ে বেরিয়ে যান। কিন্তু মজার হল, মরক্কোর ব্রাহিম দিয়াজ সেই পেনাল্টি মিস করেন। এবং শেষ পর্যন্ত মাঠে ফিরে এসে ফাইনাল জেতেন সেনেগাল প্লেয়াররাই! একস্ট্রা টাইমে। ফিফার পক্ষ থেকে এক বিবৃতি মারফত বলা হয়েছে, 'কোনও প্লেয়ার যদি রেফারির সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে মাঠ ছাড়ে, তা হলে তাকে লাল কার্ড দেখানো হতে পারে। তবে সেটা পুরোপুরিনির্ভরকরবে আয়োজকদের উপর।'সঙ্গে আরও জুড়ে দেওয়া হয়েছে, 'শুধুমাত্র প্লেয়ার নয়। কোনও টিম অফিশিয়াল যদি দলের প্লেয়ারকে উসকায় মাঠ ছাড়তে, তা হলে তাকেও লাল কার্ড দেখানো হবে। কোনও টিম যদি খেলা পণ্ড করে দেওয়ার চেষ্টা করে, তা হলে বিপক্ষ টিম ওয়াকওভার পেয়ে যাবে।'একইরকম ভাবে বিপক্ষের প্লেয়ারের সঙ্গে তর্কাতর্কি করার সময় কেউ যদি জার্সি বা হাত দিয়ে মুখ ঢেকে নেন, তা হলেও লাল কার্ড দেখানো হবে। যার নেপথ্যে আবার ব্রাজিলেরতারকা উইঙ্গার ভিনিসিয়াস জুনিয়রের সঙ্গে ঘটা অপ্রীতিকর ঘটনা। গত ফেব্রুয়ারিতে চ্যাম্পিয়ন্স লিগের বেনফিকা বনাম রিয়াল মাদ্রিদের ম্যাচে বেনফিকা প্লেয়ার জিয়ানলুকা প্রেস্তিয়ান্নির বিরুদ্ধে ভিনিসিয়াস অভিযোগ এনেছিলেন যে, নিজের মুখ জার্সি দিয়ে ঢেকে তাঁর উদ্দেশে বর্ণবিদ্বেষী মন্তব্য করেছেন প্রেস্তিয়ান্নি। যার পর বেনফিকা প্লেয়ারকে ছয় ম্যাচের নির্বাসনে পাঠিয়েছে উয়েফা। ফিফা প্রেসিডেন্ট জিয়ান্নি ইনফান্তিনো-তিনিও কঠোর শাস্তির দাবি তুলেছিলেন। মহাবিতর্কিত আফ্রিকান নেশসন কাপ ফাইনাল নিয়েও বিরক্তি প্রকাশ করেছিলেন তিনি।

ড্রেসিংরুমে ধূমপান করেও 'নামমাত্র' শাস্তি রিয়ানের
প্রশ্নে বিসিসিআইয়ের ভূমিকা

ম্যাচ চলাকালীন ড্রেসিংরুমে বসে ধূমপান করছেন দলের অধিনায়ক। কিন্তু সেই অপরাধের কোনও শাস্তিই নেই বিসিসিআইয়ের নিয়মাবলিতে! রিয়ান পরাগের ই-সিগারেট কাণ্ডে প্রকাশ্যে এল এমনই চাঞ্চল্যকর তথ্য। যেহেতু কোনও শাস্তির নিয়ম নেই, তাই রিয়ান কার্যত পার পেয়ে গেলেন। মাঠে বসে ই-সিগারেট টানার অপরাধে ম্যাচ ফি'র মাত্র ২৫ শতাংশ জরিমানা করা হল রাজস্থান রয়্যালস অধিনায়কের। শাস্তির নিরিখে যা অতি সামান্য। মঙ্গলবার পাঞ্জাব কিংসের বিরুদ্ধে রাজস্থান রয়্যালস ইনিংসের ১৬তম ওভারে দেখা যায়, ড্রেসিংরুমে সতীর্থদের পাশে বসে ই-সিগারেট টানছেন রিয়ান। সেই দৃশ্য সোশাল মিডিয়ায় হু হু করে ছড়িয়ে পড়ে। প্রবল বিতর্ক শুরু হয় তারপর। কারণ ই-সিগারেট সেবন ভারতে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। ড্রেসিংরুমে বসে যেকোনও রকমের ধূমপান করাই দণ্ডনীয় অপরাধ। বোর্ডের তরফ থেকে গোটা ঘটনার ব্যাখ্যা চাওয়া হয় রিয়ানের কাছে। প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছিল, বোর্ডের নিয়মের আওতায় থেকেই শাস্তি দেওয়া হতে পারে রিয়ানকে। জরিমানা বা নির্বাসনের মতো সাজা পেতে পারেন।শেষ পর্যন্ত বিসিসিআই কোনও কড়া পদক্ষেপ করল না রিয়ানের বিরুদ্ধে। বোর্ডের তরফ থেকে বলা হয়, ই-সিগারেট সেবন সংক্রান্ত কোনও নিয়ম নেই বিসিসিআইয়ের। যেহেতু প্রথমবার এমন অপরাধ করতে দেখা গেল রিয়ানকে, তাই ২৫ শতাংশ ম্যাচ ফি কেটে নেওয়া হয়েছে তাঁর। সঙ্গে একটি ডিমেরিট পয়েন্ট দেওয়া হয়েছে। বোর্ড সূত্রে খবর, এই ইস্যুতে আরও কঠিন শাস্তি দেওয়া যায় কিনা সেটা নিয়ে চিন্তাভাবনা চলছে। উল্লেখ্য, ২০১৯ সাল থেকে ভারতে ই-সিগারেট সেবন, উৎপাদন এবং বিক্রি পুরোপুরি নিষিদ্ধ।

কোনও ব্যক্তিকে যদি ই-সিগারেট সেবন করতে দেখা যায় তাহলে তাঁকে ওয়ারেন্ট ছাড়াই গ্রেপ্তার করতে পারে পুলিশ। প্রথমবার ই-সিগারেট সেবনেও এক বছরের কারাদণ্ড মিলতে পারে অথবা ১ লক্ষ টাকা জরিমানা। প্রশাসন চাইলে রিয়ানের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করতে পারে। তবে গুরুতর অপরাধ করেও বোর্ডের তরফ থেকে অতি সামান্য সাজা পেলেন রিয়ান, এমনটাই মনে করছে ক্রিকেটমহল।

ওড়িশা ম্যাচেও নজর ছিল মুম্বইয়ের দিকে
বড় পরিকল্পনার কথা ফাঁস

মঙ্গলবার গোয়ার মাটিতে ওড়িশাকে উড়িয়ে দিয়ে চ্যাম্পিয়নশিপে প্রবলভাবে উঠে এসেছে ইস্টবেঙ্গল। তার মধ্যে টানা ছয় ম্যাচে অপরাজিত। এই তথ্যটিও যথেষ্টই গুরুত্বপূর্ণ। ইস্টবেঙ্গলের এখন আর বাকি চার ম্যাচ। লাল হলুদ কোচ মনে করছেন আগামী মুম্বই, পাঞ্জাব ও মোহনবাগান-এই তিনটে ম্যাচই লিগে ইস্টবেঙ্গলের ভাগ্য নির্ধারণ করবে। ওড়িশা ম্যাচে প্রথম একদাশে ঝুঁকি নিয়ে রশিদ আর আনোয়ারকে রাখেননি অস্কার। তা নিয়েও সমস্যা হয়নি। বরং পরিবর্ত হিসাবে নেমে জোড়া গোল করে ইউসেফ যে পারফরম্যান্স দেখালেন তাতে যথেষ্টই প্রশংসার দাবি রাখেন তিনি। শুধু জোড়া গোলই নয়, এই মুহূর্তে নয় গোল করে এবারের আইএসএলের সর্বোচ্চ গোলদাতার দৌড়ে শীর্ষে রয়েছেন। পিছনে ফেলে দিয়েছেন জেমি ম্যাকলারেনকে। মোহনবাগান তারকা স্ট্রাইকারের গোল সংখ্যা ৮। ম মঙ্গলবার ম্যাচ জিতে উঠে অস্কার বলেন, তভালো ধারাবাহিকতা দেখ াচ্ছে টিম। দল ভালো খেলছে, উন্নতি করছে। প্রতিটি ম্যাচের চাহিদার সঙ্গে খুব ভালোভাবে মানিয়ে নিচ্ছে। আমরা টানা ছয় ম্যাচ হারিনি। এই ধারাটা ধরে রাখতে চাই। কারণ, সামনে আমাদের তিনটি কঠিন প্রতিপক্ষ মুম্বই, পাঞ্জাব এবং মোহনবাগান। আশা করি এই ম্যাচগুলোই আমাদের মরশুমের ফল নির্ধারণ করবে।দআনোয়ার, রশিদ, ইউসেফদের প্রথম একাদশে না রেখেও ওড়িশাকে নড়তে দেননি অস্কার। পরের গুরুত্বপূর্ণ মুম্বই সিটি এফসি ম্যাচের দিকে তাকিয়েই আনোয়ারদের প্রথম একাদশে না রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন তিনি। বরং শেষের দিকে পরিবর্ত হিসাবে নেমে ইউসেফ জোড়া গোল করে চমক দিয়েছেন। এই প্রসঙ্গে আরও যোগ করেন, অ্যাচে আমরা কিছু খে লোয়াড়কে বেঞ্চে রেখেছিলাম। ওড়িশার আগের ম্যাচগুলো দেখে বুঝতে পেরেছিলাম ম্যাচের ৬০ থেকে ৭০ মিনিট পর তাদের স্কোয়াডের গভীরতার সমস্যা দেখা দেয়। পরিবর্ত হিসাবে নামা রাশিদ, জেরি, জে, ইউসুফ, ডেভিড মাঠে নেমে দারুণ খেলেছে। গোল করার পাশাপাশি ম্যাচে প্রাধান্য নিয়ে প্রতিপক্ষকে হারানোর ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে।দ ইস্টবেঙ্গলের পরের ম্যাচেই প্রতিপক্ষ মুম্বই সিটি এফসি। এই ম্যাচটি আগামী তিনটে ম্যাচের মধ্যে অন্যতম কঠিন ম্যাচ। আপাতত ৯ ম্যাচে ১৮ পয়েন্ট পেয়ে লিগ টেবিলের চতুর্থ স্থানে রয়েছেন সল ক্রেসপোরা। শীর্ষে থাকা মোহনবাগান সম-সংখ্যক ম্যাচ খেলে পেয়েছে ২০ পয়েন্ট। মাঝে দ্বিতীয় স্থানে থাকা এফসি গোয়া ১০ ম্যাচে ১৯ পয়েন্ট। তৃতীয় স্থানে থাকা মুম্বই সিটিও পেয়েছে ১০ ম্যাচে ১৯ পয়েন্ট। স্বাভাবিকভাবেই লিগ টেবিলের এমন অবস্থান যে প্রত্যেকটি দলের কাছেই পরবর্তী প্রত্যেকটি ম্যাচ যথেষ্টই গুরুত্বপূর্ণ। সেদিক থেকে দেখলে একটি ম্যাচে খারাপ ফল হলেই চ্যাম্পিয়নশিপ থেকে দূরে সরে যেতে পারে লিগ টেবিলের উপরের দিকে থাকা দলগুলো।

বিরাট-রাহুলদের দেখে বাড়ি ফেরার পথে মর্মান্তিক দুর্ঘটনা
মৃত্যু ২০ বছর বয়সি ক্রিকেটারের

শয়নে-স্বপনে-জাগরনে ছিল ক্রিকেট। কিন্তু সেই প্রিয় ক্রিকেটই কেড়ে নিল ২০ বছরের তরতাজা প্রাণ। আইপিএলের ম্যাচ দেখে ফেরার পথে মর্মান্তিক পরিণতি হল দুই ভাইয়ের। বাইকে চেপে বাড়ি ফেরার পথে ফোনে বাবার সঙ্গে কথা বলছিলেন এক ভাই। সেসময়ে ট্রাকের ধাক্কায় দুমড়েমুচড়ে যায় বাইকটি। ঘটনাস্থলেই দুই ভাইয়ের মৃত্যু হয়। ক্রিকেটমহলে চর্চা চলছে এই ভয়ংকর ঘটনা ঘিরে। মৃত দুই ভাইয়ের নাম যজ্ঞ ভাটিয়া (২০) এবং আভাব ভাটিয়া (১৪)। দিল্লি ক্যাপিটালস বনাম রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু ম্যাচ দেখতে গিয়েছিলেন দুই ভাই।

মাঠে প্রচুর ছবি তুলে ইনস্টাগ্রামে পোস্টও করেন। ম্যাচ শেষ হওয়ার পরে বাইকে চেপে বাড়ি ফিরছিলেন দুই ভাই। পিছনের আসনে থাকা আভাব ফোন করছিলেন বাবাকে। সেই কথোপকথনের মধ্যেই আচমকা বাইকে ধাক্কা মারে একটি ট্রাক। সঙ্গে সঙ্গে দুই ভাইয়ের মৃত্যু হয়। জোরালো আওয়াজ পেয়ে বারবার ফোন করতে থাকেন যজ্ঞদের বাবা। কিন্তু সাড়া পাননি। পরে ছেলেদের মৃত্যুসংবাদ পান।জানা গিয়েছে, যজ্ঞ কলেজের টিমে নিয়মিত খেলতেন। আইপিএলে নেট বোলার হিসাবেও বেশ কয়েকবার সুযোগ পেয়েছেন, তারকা ক্রিকেটারদের বল করেছেন। তাঁর সোশাল মিডিয়াজুড়েও ছড়িয়ে রয়েছে ক্রিকেট মাঠের নানা ছবি-ভিডিও। পাশাপাশি গানবাজনার দিকেও ঝোঁক ছিল তাঁর। তরুণ ক্রিকেটারের এমন পরিণতিতে শোকে মুহ্যমান পরিচিতরা সকলেই। অন্যদিকে, আরসিবি ম্যাচের চারদিন পরেই ছিল আভাবের ১৫তম জন্মদিন। কিন্তু ট্রাকের ধাক্কায় শেষ হয়ে গেল তার জীবন।

পুলিশ সূত্রে খবর, ট্রাকের ধাক্কায় শূন্যে উড়ে যায় বাইকটি। দুই ভাইয়ের মাথার উপর দিয়ে চলে যায় ঘাতক ট্রাক। দুর্ঘটনার পরে দ্রুত গতিতে এলাকা ছেড়ে পালান ট্রাকের চালক। বেশ কয়েকঘণ্টা পরে ট্রাকটি উদ্ধার করা হয়। কিন্তু চালকের খোঁজ এখনও পায়নি পুলিশ। আপাতত ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে দিল্লি পুলিশ।

বড় লোকসানের মুখে অংশগ্রহণকারী দেশগুলি
বিশ্বকাপ বাঁচাতে তড়িঘড়ি বড় সিদ্ধান্ত ফিফার

ইউরোপের একাধিক দেশের প্রবল আপত্তি। নাম প্রত্যাহারের হুমকি। যার জেরে আমেরিকা-কানাডা এবং মেক্সিকোর ফুটবল বিশ্বকাপ নিয়ে বড় সিদ্ধান্ত নিল ফিফা। বিশ্বকাপের পুরস্কারমূল্য একধাক্কায় অনেকটাই বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে ফুটবলের সর্বোচ্চ নিয়ামক সংস্থা। জানা গিয়েছে নির্ধারিত পুরস্কার মূল্যের পাশাপাশি লভ্যাংশের একটা বড় ভাগও দেওয়া হবে অংশগ্রহণকারী দলগুলিকে। আগামী বছর ১১ জুন থেকে শুরু ফুটবল বিশ্বকাপ। তার আগে ফুটবল বিশ্বকাপে পুরস্কারমূল্য অনেকটাই বৃদ্ধি করল ফিফা। প্রাথমিকভাবে ২০২৬ বিশ্বকাপের জন্য ৬৫৫ মিলিয়ন ডলার পুরস্কারমূল্য ঘোষণা করে ফিফা। ভারতীয় মুদ্রায় যা প্রায় ৬৫৬৩ কোটি টাকা। ঠিক হয়েছিল, বিশ্বকাপ জয়ী দল পাবে ৫০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। ভারতীয় মুদ্রায় যা প্রায় ৪৫১ কোটি টাকা। বিশ্বকাপের রানার্সরা পাবে ২৯৭ কোটি টাকা। তৃতীয় স্থান অর্জনকারী দেশ পাবে ২৬১ কোটি টাকা। চতুর্থ স্থানে শেষ করা দলের পকেটে ঢুকবে ২৪৩ কোটি টাকা। ৩৩ থেকে ৪৮তম স্থানে শেষ করার দলে ভাঁড়ারে ঢুকবে ৮১ কোটি টাকা।কিন্তু ওই পুরস্কারমূল্যে সন্তুষ্ট ছিল না ইউরোপের একাধিক দেশ। তাদের যুক্তি, বিশ্বকাপ বেশি দিন চলবে। তাতে দলগুলির খরচ বাড়বে। তা ছাড়া তিনটি দেশ মিলিয়ে হবে এ বারের প্রতিযোগিতা। যে দলগুলি কোয়ার্টার ফাইনাল পর্যন্ত পৌঁছোবে, তাদের খরচ অনেকটাই বাড়বে। এই সব দেশের দাবি মেনেই বিশ্বকাপের পুরস্কারমূল্য বেশি খানিকটা বাড়ানো হচ্ছে। ফিফার এক কর্তা বলছেন, তদেশগুলিকে ইতিমধ্যেই জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, বিশ্বকাপের আরও বেশি লভ্যাংশ ভাগ করে দেওয়া হবে। তবে কতটা সেটা ফিফা কাউন্সিলের বৈঠকে ঠিক করা হবে। আশা করা যায় সংখ্যাটা অনেকটাই বাড়বে।দ মনে করা হচ্ছে এবারের বিশ্বকাপ থেকে ১৩ বিলিয়ন ডলার আয়ের সম্ভাবনা রয়েছে। যা আগের বিশ্বকাপ থেকে আয়ের দ্বিগুণ। ২০২২ বিশ্বকাপ থেকে আয় হয়েছিল ৭.৬ বিলিয়ন ডলার। তবে এত সবের পরেও একটা খটকা থেকেই যাচ্ছে।

যোগীরাজ্যে অতি উৎসাহী দর্শকের থেকে বাঁচতে লোহার জালে 'বন্দি' চিয়ারলিডাররা

যোগীরাজ্যে অতি উৎসাহী দর্শকের থেকে বাঁচতে লোহার জালে 'বন্দি' চিয়ারলিডাররা! শুনতে অবাক লাগলেও 'ইহাই সত্য'। আইপিএল মানেই টাকার খেলা। গ্ল্যামার আর বিনোদনের এক বর্ণিল উৎসব। সেই বিনোদনের রঙ্গমঞ্চে ক্রিকেট অবশ্যই মধ্যমণি। যেখানে ব্যাট-বলের লড়াইই মূল আকর্ষণ। তবে ক্রিকেটের পাশাপাশি অন্য যে বিষয়গুলি বিনোদনের রসদ জোগায়, সেগুলির মধ্যে অন্যতম চিয়ারলিডাররা। তাঁদের সঙ্গেই ঘটে গেল 'লজ্জাজনক' ঘটনা। ম্যাচ চলাকালীন ব্যাটিং দল বাউন্ডারি বা ওভার বাউন্ডারি মারলেই তাঁদের নাচতে দেখা যায়। বোলিং পক্ষ উইকেট পেলে নেচে ওঠেন চিয়ারলিডাররা। ম্যাচের মধ্যের বিরতি, স্ট্র্যাটেজিক টাইম আউটের মতো বিরতিতে দর্শকদের মনোরঞ্জনের দায়িত্ব থাকে এই নর্তকীদের উপরই। একানা স্টেডিয়ামের সব কিছুর রসদ ছিল। কিন্তু ম্যাচ চলাকালীন অদ্ভুত এক দৃশ্য নজরে আসে। মাঠের একাংশে লোহার জাল দিয়ে ঘেরা মঞ্চে এলএসজি'র চিয়ারলিডারদের নাচতে দেখা যায়।ঘটনার ভিডিও সোশাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়তেই শুরু হয় জোর আলোচনা। কিন্তু কেন ইস্পাতেরজালদিয়ে চিয়ারলিডারদের ঘিরে দেওয়া হয়েছিল? নেটমাধ্যমে অনেকের দাবি, দর্শকদের একাংশের অশালীন আচরণের কারণেই এই ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। অভিযোগ, কিছু দর্শক চিয়ারলিডারদের দিকে নিজেদের যোগাযোগ নম্বর লেখা নোট ছুড়ে দিচ্ছিলেন। সেই কারণেই নিরাপত্তার স্বার্থে এই ব্যবস্থা করা হয়। যদিও আইপিএল কর্তৃপক্ষর তরফে এ বিষয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে কিছু জানানো হয়নি।ঘটনাটি সামনে আসতেই নেটিজেনদের মধ্যে মিশ্র প্রতিক্রিয়া। কেউ লিখেছেন, 'এটা নিরাপত্তার জন্য হলে ঠিক সিদ্ধান্ত।' আবার কারও কটাক্ষ, 'চিয়ারলিডারদের নয়, অসভ্য দর্শকদেরই জালের আড়ালে রাখা উচিত ছিল।' আরেকজনের মন্তব্য, 'ক্রিকেট দেখতেই মানুষ মাঠে আসে। এই ধরনের আচরণ লজ্জাজনক।' আরও এক নেটিজেন লেখেন, 'যদি সত্যিই এমন ঘটনা ঘটে থাকে, তা হলে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া দরকার।' উল্লেখ্য, টানা পাঁচ ম্যাচে হেরে পয়েন্ট টেবিলের একেবারে তলানিতে এলএসজি।

চ্যাম্পিয়ন হওয়ার মুহূর্তই সবচেয়ে দামি
ট্রফি জয়ের বিরাট-মুহূর্তে বিহ্বল হয়ে যান কোহলি

প্রায় একটা বছর কেটে গিয়েছে আইপিএল চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর। কিন্তু সেই সোনালি এই মুহূর্তটা এখনও খুব স্পষ্ট বিরাট কোহলির কাছে। শুধু চ্যাম্পিয়ন হওয়ার মুহূর্তটাই নয়, আরসিবি তারকার স্মৃতিতে অমলিন সেই ম্যাচের অন্য মুহূর্তগুলোও। এক অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে বিরাট শোনালেন সে কথাই।দীর্ঘ ১৮ বছরের অপেক্ষার পর আইপিএল জিতেছে আরসিবি, জিতেছেন বিরাট। ফলে এই লিগে দেড় যুগের বেশি সময় কাটিয়ে ফেলেও চ্যাম্পিয়ন হওয়ার মুহূর্তটাই সবচেয়ে দামি তাঁর কাছে। সঙ্গে ফাইনালের আরও কিছু মুহূর্তও অমূল্য বিরাটের মননে। যেমন এবি ডি'ভিলিয়ার্সের সঙ্গে উদযাপন। ভারতীয় ক্রিকেট নক্ষত্র বলছিলেন, তআইপিএল জেতাটাই সেরা মুহূর্ত, সেটা নিয়ে কোনও দ্বিমত নেই। তবে আরও মুহূর্ত আছে যেগুলো ভোলা সম্ভব নয়। যেমন, এক সময় আমি বাউন্ডারিতে ফিল্ডিং করছিলাম আর এবিডি ঠিক তার উলটো দিকে ছিল। প্রতিপক্ষের একটা উইকেট পড়ার পর দু'জন একই আবেগ দিয়ে উদযাপন করছিলাম। আমরা যে একসঙ্গে এই ফ্র্যাঞ্চাইজির হয়ে লড়েছি, জিতেছি, ব্যর্থ হয়েছি, দু'বার ফাইনালে গিয়ে ট্রফি জিততে পারিনি, এই আবেগ তারই প্রমাণ।দ গতবছর পাঞ্জাব কিংসকে হারিয়ে আরসিবি চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর মাঠে একসঙ্গে উদযাপনও করেন বিরাট-এবিডি।দেড় যুগের

ধারাবাহিক ব্যর্থতার পর জেতার আশা কার্যত ছেড়ে দিয়েছিলেন বিরাট। ফলে ট্রফি জয়ের দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে বিহ্বল হয়ে পড়েন তিনি। বিরাট শোনালেন, ত১৮ বছর ধরে চেষ্টার ফল না পেলে নিজের উপরেই সন্দেহ হয়। যে সেটা আমার ভাগ্যে আদৌ আছে কি না। আমি তো ভুলতেই বসেছিলাম ট্রফি জয়ের মুহূর্তটা কেমন হবে। ফলে সেদিন যখন আমাদের জয় নিশ্চিত হল, আমি কেমন একটা ঘোরের মধ্যে চলে গিয়েছিলাম। কিছুই বুঝতে পারছিলাম না যেন। কারণ তখনও তিন বল বাকি ছিল।দ ক্রিকেটের সর্বোচ্চ পর্যায়ে আঠারো বছর কাটিয়ে, রেকর্ড আর ট্রফির পাহাড় গড়েও প্রতিদিন নিজেকে ছাপিয়ে যাওয়াই লক্ষ্য থাকে বিরাটের। সাফল্যের জন্য তাঁর প্রেসক্রিপশন, তপেশাগত জীবন হোক বা ব্যক্তিগত, প্রতিদিন নিজের সেরা পারফরম্যান্স দিতে হবে। আগের দিনের থেকে নিজেকে আরও ভালো করতে হবে। তাহলেই সাফল্য মিলবে।

স্টেডিয়ামে বসে ধূমপানে বিরাট শাস্তির মুখে রাজস্থান অধিনায়ক

ই-সিগারেটে সুখটান দেওয়ার দরুণ জেলযাত্রা হতে পারে রিয়ান পরাগের মঙ্গলবার ম্যাচ চলাকালীন ড্রেসিংরুমে তাঁকে ভ্যাপিং বা ইলেকট্রনিক সিগারেট ব্যবহার করতে দেখা গিয়েছে। ঘটনার ভিডিও সোশাল মিডিয়ায় ভাইরাল। ইতিমধ্যেই তাঁর কাছে জবাব তলব করেছে বিসিসিআই। সূত্রের খবর, এই ক্ষেত্রে বোর্ডকে বেশ কঠিন সিদ্ধান্ত নিতে হতে পারে। ভারতীয় আইন অনুযায়ী পদক্ষেপ করতে বাধ্য থাকবে বোর্ড। সেরকম হলে একবছরের জন্য হাজতবাস করতে হতে পারে রিয়ানকে। মঙ্গলবার পাঞ্জাব কিংসের বিরুদ্ধে রাজস্থান রয়্যালস ইনিংসের ১৬তম ওভারে দেখা যায়, ড্রেসিংরুমে সতীর্থদের পাশে বসে ই-সিগারেট টানছেন রিয়ান। সেই দৃশ্য সোশাল মিডিয়ায় হু হু করে ছড়িয়ে পড়ে। প্রবল বিতর্ক শুরু হয় তারপর। কারণ ই-সিগারেট সেবন ভারতে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। ড্রেসিংরুমে বসে যেকোনও রকমের ধূমপান করাই দণ্ডনীয় অপরাধ। কিন্তু সেসবের তোয়াক্কা না করেই রিয়ান যেভাবে ধূমপান করেছেন, সেটা যথেষ্ট ধিক্কারজনক। ইতিমধ্যেই বোর্ডের তরফ থেকে গোটা ঘটনার ব্যাখ্যা চাওয়া হয়েছে। প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছিল, বোর্ডের নিয়মের আওতায় থেকেই শাস্তি দেওয়া হতে পারে রিয়ানকে। জরিমানা বা নির্বাসনের মতো সাজা পেতে পারেন।কিন্তু বিষয়টি আরও গুরুতর মোড় নিতে চলেছে বলেই মত ক্রিকেটমহলের। যে ভাবে ড্রেসিংরুমে বসে পরাগ 'ভেপিং' করেছেন, তা বোর্ড কর্তারা মেনে নিতে পারছেন না। বেসরকারি ভাবে বলা হচ্ছে, প্রচুর ক্রিকেটারই ই-সিগারেট সেবন করেন। কিন্তু কেউ পরাগের মতো ড্রেসিংরুমে বসে এ ভাবে তাতে টান দেন না। বিশেষত সোশাল মিডিয়ার এমন রমরমার যুগে, 'ক্ষুধার্ত' ক্যামেরার আমলে। অনেকেই মনে করছেন, যা হল, তার পর বোর্ডের পক্ষে ব্যাপারটাকে ছেড়ে ফেলা সম্ভব হবে না। বরং পরাগের বিরুদ্ধে কোনও না কোনও ব্যবস্থা নিতে বাধ্য হবে বোর্ড।

প্রতিভায় এআই'কে দশ গোল বৈভবের

বৈভব সূর্যবংশী। ভারতীয় ক্রিকেটের অন্যতম সেরা আবিষ্কার। ঘরোয়া ক্রিকেট হোক বা আন্তর্জাতিক টুর্নামেন্ট-১৫ বছর বয়সি এই ব্যাটার মাঠে নামলেই যেন রেকর্ডের ফুলঝুরি।খুব অল্প বয়স থেকেই সংবাদমাধ্যমের শিরোনামে উঠে এসেছে বিহারের সমস্তিপুরের এই কিশোর। বয়সের তুলনায় অনেক বেশি ঝোড়ো ব্যাটিং করে ক্রিকেটদুনিয়ার নজরে চলে আসে বৈভব।২০২৫ আইপিএলে কোটি টাকায় এই বিস্ময় প্রতিভাকে দলে নেয় রাজস্থান রয়্যালস। তারপর থেকেই কেবল ভারত নয়, গোটা বিশ্বের ক্রিকেটমহলে চর্চায় উঠে আসে বৈভবের নাম।মাত্র ১৫ বছর বয়স। শরীর এখনও পূর্ণবয়স্ক ক্রিকেটারদের মতো পরিণত হয়নি, পেশির জোর পুরোপুরি বাড়েনি। তা সত্ত্বেও বৈভব কী করে তাবড় বোলারদের বিরুদ্ধে ঝোড়ো ব্যাটিং করছে এই 'শিশু'?বৈভবের ব্যাটিং রহস্য ভেদ করতে ক্রিকেটমহলে নানা আলোচনা হয়েছে। কেউ বলেন ভয়ডরহীন মানসিকতাই বৈভবের সাফল্যের মূল কারণ, কেউ বা বলেন বল মারার দক্ষতা।কিন্তু যাবতীয় আলোচনাকে পিছনে ফেলে দিয়েছে এক আজব তত্ত্ব। ক্রিকেটমহলের একটা অংশ মনে করছে, বৈভবের ব্যাটিংয়ের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে রয়েছে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা! প্রকাশ্যে সেসব দাবি করেছেন বিখ্যাত ব্যক্তিত্বরা।বৈভবের 'এআই' যোগ নিয়ে প্রথমবার মুখ খোলেন পাক ক্রিকেট বিশেষজ্ঞ নৌমান নিয়াজ। তিনি দাবি করেন, যেভাবে ডোপ পরীক্ষা করা হয়।

Naya Jamana.....14 january...2026....._Layout 1 01-05-2026 04:23 Page 14

ভক্তের ভগবান

গৃহহীন ফ্যানের মাথায় হাত বুলিয়ে খাবারের ব্যবস্থা শাহরুখের

শুধু সিনেমার পর্দাতেই নয় বাস্তব জীবনেও 'সুপারস্টার' শাহরুখ খান । অভিনয় দক্ষতায় তাঁর খ্যাতি যেমন আসমুদ্রহিমাচল বিস্তৃত ঠিক তেমনই ব্যক্তিগত জীবনেও মানবিকতার নজির গড়েন বারবার। আসন্ন ছবি 'কিং' নিয়ে উত্তেজনার মাঝেই 'মসিহা' বলিউডের বাদশা! সম্প্রতি সোশাল মিডিয়ায় ভাইরাল ২০১৭ সালের শাহরুখের একটি পুরনো ভিডিও। যেখানে দেখা যাচ্ছে, শাহরুখের মন্নতের সামনে ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষা করে রয়েছেন গৃহহীন এক ভক্ত। প্রিয় নায়ককে দেখেই বলে ওঠেন, দশাহরুখ ভাই, আপনার জন্য অনেকক্ষণ অপেক্ষা করছি। একটু খাবার দিন না আমাকে।দ সঙ্গে সঙ্গে শাহরুখ অনুরাগীর সামনে এসে তাঁর মাথায় আলতো করে হাত বুলিয়ে দেন। শুধু তাই নয়, ওই ব্যক্তির জন্য খাবারের ব্যবস্থার নির্দেশ দেন দেহরক্ষীকে। সমাজমাধ্যমে এই ভিডিও ছড়িয়ে পড়তেই ব্যাপক প্রশংসা কুড়িয়েছেন কিং খান। ভিডিওটি শেয়ার করে এক ভক্ত ক্যাপশনে লেখেন, 'রাত করে রেস্তরাঁ থেকে বের হওয়ার সময় একজন গরিব মানুষের জন্য খাবারের ব্যবস্থা করতে বলছেন শাহরুখ। ভাবুন, এমন একজন অসহায় মানুষ যাকে হয়তো অনেকেই অবজ্ঞা করে এড়িয়ে গিয়েছেন অথচ শাহরুখের মতো একজন স্টারের আশীর্বাদ পেলেন।' সত্যিই ভক্তের ভগবান শাহরুখ খান !অপর এক অনুরাগী শাহরুখের ব্যবহারে প্রসন্ন হয়ে লিখেছেন, 'আমি তো বাবতেই পারছি না খোদ শাহরুখ খান এসে ওই ব্যক্তির জন্য খাবারের ব্যবস্থা করেছেন, এত সহানুভূতি দেখিয়েছেন।' বাদশায় মুগ্ধ এক ব্যক্তির সংযোজন, 'শাহরুখ খান সত্যিই অনন্য'। দুই দশকেরও বেশি সময় ইন্ডাস্ট্রিতে 'শাহরুখ রাজ' অব্যাহত। সিনেমার পারিশ্রমিকের ক্ষেত্রেও সৎ মানসিকতার পরিচায় দিয়েছেন বাদশা।২০০২ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত ছবি 'হাম তুমহারে হ্যায় সনম' বক্স অফিসে খুব একটা ভালো ব্যবসা করতে সক্ষম হয়নি। সম্প্রতি এক পডকাস্টে ওই সিনেমার প্রযোজক জানান, বক্স অফিসে মাঝারি সাফল্য পাওয়ার পরও শাহরুখ খান তাঁর বকেয়া প্রায় ৯৫ লক্ষ টাকা নেননি। গল্প নিয়ে কিছু দ্বিধা থাকলেও শাহরুখ ছবিটিতে কাজ করতে রাজি হন। পরে, যখন প্রযোজক যখন বাকি পারিশ্রমিক দেওয়ার প্রসঙ্গ তোলেন তখন শাহরুখ নিজেই তা মুকুব করে দেন। 'দিলদরিয়া' শাহরুখের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতের কথা স্মরণ করে প্রযোজক বলেন, তিনি একটি তামিল ছবির রিমেক করার পরিকল্পনা করছিলেন এবং শাহরুখকে প্রস্তাব দেন। প্রায় ২০ দিনের শুটিংয়ের জন্য তিনি দু'কোটি কোটি টাকার প্রস্তাব দেন। কারণ সেই সময়ে শাহরুখের পারিশ্রমিক সাধারণত এক থেকে দেড় কোটির স্কেলের আসেপাশেই ঘোরাফেরা করত।পরের দিনই তামিল ছবিটি দেখতে চলে আসেন শাহরুখ। মজার একটি ঘটনা উল্লেখ করে বলেন, তপরিচালকের চেহারা একটু অদ্ভুত ছিল। তাই আমি শাহরুখের সামনে আসতে বারণ করেছিলাম। উনি আসনে শাহরুখ পালিয়ে যেতে পারেন বলে আমি একদম নিশ্চিত ছিলাম।দ উল্লেখ্য, তামিল এবং হিন্দি রিমেক দুটি ছবিই পরিচালনা করেছিলেন কে.এস. আধিয়ামান। ছবিটি দেখার পর শাহরুখ বলেছিলেন, তএই ধরনের ছবি আমি ঠিক বুঝি না, কিন্তু আপনার জন্য আমি করব।দসিনেমাটি তৈরি করতে প্রায় ছয় বছর সময় লেগেছিল। শাহরুখ-সলমনের যুগলবন্দিও বক্স অফিসে আশানুরূপ ফল করতে পারেনি।

এদিকে শাহরুখের ৯৫ টাকা লক্ষ টাকা পারিশ্রমিক বাকি। প্রযোজককে তিনি বলেছিলেন, তচিন্তা করবেন না, আমি ৫ মিনিটের জন্য কোনও বিয়ের অনুষ্ঠান থেকে ৯৫ লক্ষ টাকা রোজগার করতে পারি। কিন্তু আপনাকে এই টাকা দিতে গেলে সম্পত্তি বিক্রি করতে হবে।দ এই ঘটনা স্মরণ করে প্রযোজক বলেন, তএভাবে কে বলে! এটা ওঁর উদার মানসিকতার পরিচয়।

খরচ মেটাতে কনটেন্ট ক্রিয়েটরের সঙ্গে নাচ

কটাক্ষের মুখে চাঁছাছোলা জবাব 'আশিকি' রাহুলের

সিনেদুনিয়ায় আবির্ভাবের পর আচমকা ইন্ডাস্ট্রি থেকে গায়ের হয়ে যাওয়া শিল্পীদের সংখ্যা নেহাতই কম কিছু নয়। কেরিয়ারের শুরুতেই বক্স অফিস কাঁপানো ছবি উপহার দিয়েও অন্তরালে চলে যান! নয়ের দশকের ব্লকবাস্টার মুভি 'আশিকি'র নায়ক তারই উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। তবুও সিনেপ্রেমীদের স্মৃতিতে অমলিন রাহুল রয় ।সম্প্রতি কনটেন্ট ক্রিয়েটর ডঃ বনিতা ঘাড়্গো দেশাইয়ের সঙ্গে রিল বানিয়ে তুমুল কটাক্ষের শিকার। সমাজমাধ্যমে ভিডিওটি ছড়িয়ে পড়তেই আশিকি খ্যাত রাহুলের দিকে ধেয়ে এসেছে কটূক্তি। ডঃ বনিতাই ভিডিওটি তাঁর ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্টে শেয়ার করেন। ১৯৯৩ সালে রাহুল অভিনীত রোম্যান্টিক মুভি 'ফির তেরি কাহানি ইয়াদ আয়ি'র 'তেরে দর পে সনম'- এ রোম্যান্টিক মুডে ধরা দিতেই সমাজমাধ্যমে হাসির পাত্র রাহুল রয়! তাঁর এই ভিডিও দেখে অনেকেই প্রশ্ন করেছেন, এই ভিডিও তৈরি করাটা খুব জরুরি ছিল?ট্রোলের মুখে নীরবতা ভেঙেছেন অভিনেতা। আর্থিক চাহিদা মেটাতেই বিকল্প পথ বেছে নিয়েছেন নয়ের দশকের এই জনপ্রিয় অভিনেতা রাহুল রয়। ইনস্টা হ্যান্ডেলে বিশদে জানিয়েছেন, 'আমি আমার কাজ অত্যন্ত সততা ও বিনয়ের সঙ্গে করি। আমাকে আইনি খরচ বহন করতে হয়। আর সেগুলো আজকের নয়, ব্রেন স্ট্রোক হওয়ার আগে থেকেই করি।' সমালোচকদের উদ্দেশে যোগ করেন, তআপনারা যদি আমার সরলতা নিয়ে বিদ্রূপ করেন বা আমার সংগ্রামকে উপহাস করেন তাহলে সেটা আপনাদের রুচির পরিচয়, আমার নয়। যদি সত্যিই আমাকে নিয়ে এত চিন্তিত হন তাহলে আমার জন্য কিছু কাজের ব্যবস্থা করে দিন। আমি সৎ পথে যে কোনও কাজ করতে আগ্রহী। আমাকে আইনি খরচের টাকা জোগাড় করতে হয়। পরিশ্রম করে উপার্জন করছি, অন্যের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে তাঁকে উপহাস করে নয়।দট্রোলের জবাব দিয়ে আরও বলেন, 'ব্রেন স্ট্রোকের পর আমার সক্রিয় থাকাটা খুবই জরুরি। আমি যতদিন বেঁচে আছি ততদিন কাজ করতে চাই। এতে আমার মন সক্রিয় থাকে এবং আমি এখনও কাজ করছি। হ্যাঁ, মাঝে মাঝে একটু কষ্ট হয় কিন্তু আমার মনের জোর ভাঙতে পারবেন না।' রাহুলকে শেষ দেখা গিয়েছিল ২০২৩ সালে কানু বহেল পরিচালিত 'আগরা'-তে। ২০২৫ সালের নভেম্বর মাসে ভারতীয় প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পায়।

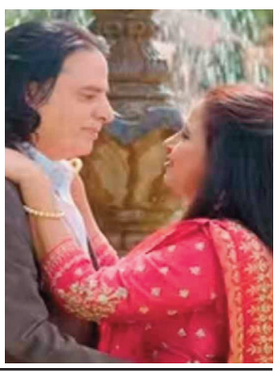

'ধুরন্ধর'-এ ব্যবহার হয়েছে পাঁচশো লিটার পেট্রল

সাফল্যের মাঝেই প্রকাশ্যে

ধুরন্ধর ছবির প্রথম পর্ব থেকেই উৎসাহ ছিল দ্বিতীয় পর্ব নিয়ে। দ্বিতীয় পর্ব পর্দায় আসতেই একইভাবে ধুমধারাক্কা হিট। হাজার কোটির ব্যবসা ছাড়িয়ে ফেলেছে ইতিমধ্যেই। এখনও বাকি ওটিটি পর্ব। তার আগেই রেকর্ড গড়ে চলেছে রণবীর সিংয়ের 'ধুরন্ধর দ্য রিভেঞ্জ' (**Dhurandhar ২**)। আর যত দিন এগচ্ছে ততই প্রকাশ্যে আসছে ছবি তৈরির নেপথ্যের নানা গল্প। আদিত্য ধারের এই ছবিতে পাকিস্তান-বিরোধী চিত্রনাট্য, অভিনয় ছাড়াও ছবিটির অ্যাকশন দৃশ্য ছিল অন্যতম আকর্ষণ। আরও মজার বিষয়, ছবির অ্যাকশন দৃশ্যে বিশেষ করে ক্লাইম্যাক্সে রণবীর সিং এবং অর্জুন রামপালের লড়াইয়ের সময় দেখানো বিস্ফোরণগুলো ছিল কিন্তু পুরোপুরি খাঁটি। কোনও জল মেশোনো ছিল না। পুরোদস্তুর বিস্ফোরণ ঘটিয়েই তার ছবি তোলা হয়েছিল। শুটের জন্য নাকি ব্যবহার করা হয়েছিল ৫০০ লিটার পেট্রোল। পর্দায় এই ধরনের ভয়াবহ বিস্ফোরণের দৃশ্যের ক্ষেত্রে পরিচালকেরা সাধারণত প্রযুক্তির ব্যবহার করে থাকেন। কিন্তু এই ছবির ক্ষেত্রে নাকি তেমন কিছুই হয়নি। ছবির অ্যাকশন ডিরেক্টর প্রকাশ জানান, আদিত্য ধার আগেই জানিয়ে দিয়েছিলেন যে, দৃশ্য তিনি পুরো পুরি স্বাভাবিক এবং সাধারণ ভাবে দেখাতে চান।তিনি কোনও ধরনের প্রযুক্তি ব্যবহার করতে চান না। যদিও এই ধরনের ভয়ানক দৃশ্য শুট করাটা বেশ ঝুঁকিপূর্ণ। বিশেষত যেখানে অভিনেতারা নিজেরাও উপস্থিত থাকছেন। 'ধুরন্ধর'-এর শেষ দৃশ্যে একের পর এক বিস্ফোরণ, বন্দুকের গোলাগুলি থেকে শুরু করে গোটা তেলের ট্যাঙ্ক স্কার উড়িয়ে দেওয়ার মতো দৃশ্য রয়েছে। এই সব কিছুই তাঁরা বাস্তবে শুট করেন বলে জানিয়েছেন অ্যাকশন ডিরেক্টর।তাঁর স্বীকারোক্তি, তবিষয়টা নিয়ে আমার উপর অনেক চাপ ছিল। তারজন্য আসল ট্রেনের 'বেস' এবং 'কন্টেনার' ব্যবহার করা হয়েছিল। সেটা একটা বড় চ্যালেঞ্জ ছিল। আমাকে বলা হয়েছিল ২৫০ লিটার পেট্রোল ব্যবহার করতে। কিন্তু আমি জেদ ধরেছিলাম যে, অন্তত ৫০০ লিটারই লাগবে ঠিকঠাক বিস্ফোরণটা দেখানোর জন্য।দ প্রতিটি ট্যাঙ্কে তিনি বাড়তি ২৫ কেজি বিস্ফোরক ভরেছিলেন বলে জানিয়েছেন প্রকাশ। তবে শুটিংয়ের শেষে সকলেই তাঁর কাজের প্রশংসা করেছিলেন বলে জানান তিনি। অর্জুন রামপাল এবং রণবীর সিং দু'জনেই সহযোগিতা করেছিলেন বলে জানিয়েছেন অ্যাকশন ডিরেক্টর।আরও একবার আদিত্য-রণবীর জুটির কামাল পর্দায় দেখার অপেক্ষায় হিন্দি ছবির দর্শক। বলিউড সংবাদমাধ্যম সূত্রে খবর, সিনেপ্রেমীদের ভালোবাসায় 'ধুরন্ধর'-এর সাফল্যের মাঝেই নাকি পরবর্তী প্রজেক্ট নিয়ে চিন্তাভাবনা শুরু করেছেন। পরিচালক আদিত্য ধার তাঁর পরবর্তী বড় প্রজেক্টের প্রস্তুতি নিচ্ছেন। নতুন একটি ভাবনা নিয়ে এগচ্ছেন আদিত্য। জানা যাচ্ছে, ২০২৭ সালের মার্চ মাসে এই ছবির শুটিং শুরু করার পরিকল্পনা রয়েছে। এবং সেই ছবিতেও প্রধান চরিত্রে দেখা যাবে রণবীর সিংকে।

ভোট উৎসবের মাঝে টিআরপিতে বিরাট রদবদল

একদিকে ২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচন ঘিরে টানটান উত্তেজনা তো অন্যদিকে আইপিএলের মরশুম। এর মাঝে কিছুটা হলেও কোণঠাসা বাংলা ধারাবাহিক। প্রতি সপ্তাহের মতো এপ্রিলের শেষ সপ্তাহেও হাতে এসে গিয়েছে বাংলা মেগার রিপোর্ট কার্ড। বিগত কয়েক সপ্তাহের মতো চলতি সপ্তাহেও টিআরপি তালিকায় আমূল পরিবর্তন। লক্ষ্মীবারে কোন ধারাবাহিকের ঝুলি ফুলেফেঁপে উঠল, কোন মেগা প্রথম পাঁচ বা দশ থেকে ছিটকে গেল বা প্রতিযোগীতার ময়দানে কে এগিয়ে বা পিছিয়ে রইল নম্বরের ভিত্তিতে তারই উল্লেখ থাকে রিপোর্ট কার্ডে। টিআরপি তালিকা নিয়ে দর্শকের বিশেষ উন্মাদনা না থাকলেও কলাকুশলীদের কাছে এই রিপোর্ট কার্ড একটি বিরাট ভূমিকা পালন করে। বিশেষ করে 'বেঙ্গল টপার'-এ কোনও ওলটপালট হল কিনা তা নিয়ে একটু বেশিই উন্মাদনা থাকে শিল্পীমহলে। এক নজরে দেখে নেওয়া যাক, ২৪ এপ্রিল থেকে ৩০ এপ্রিল পর্যন্ত টিআরপিতে সেরা দশের তালিকায় ঠাঁই পেল কোন কোন মেগা?'পরিণীতা' ও তারে 'ধরি ধরি মনে করি'-এর মধ্যে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই অব্যাহত। ফের রূপমঞ্জরীকে হারিয়ে পয়লা স্থানাধিকারী 'পরিণীতা'। ৫.২ পয়েন্ট নিয়ে বেঙ্গল টপারের তকমা ছিনিয়ে ছিল এই মেগা। ৫.১ পয়েন্ট নিয়ে দ্বিতীয় স্থানেতারে গোরা- রূপমঞ্জরী জুটির প্রথম সিরিয়াল 'তারে ধরি ধরি মনে করি'। ভক্তি রসের মিশেলে দর্শক মনে বেশ ভালোই ছাপ ফেলেছে। গত সপ্তাহের মতো চলতি সপ্তাহেও নিজের স্থানে অপরিবর্তিত 'পরশুরাম আজকের নায়ক'। ৫.০ পয়েন্টের ভিত্তিতে টিআরপি তালিকায় তৃতীয় স্থানে বিবারজমান 'পরশুরাম'।প্রথম পাঁচে জায়গা পেয়েছে দুই বোন উজি ও নিশার গল্পের প্রেক্ষাপটে নির্মিত 'জোয়ার ভাঁটা'। ৪.৯ পয়েন্ট নিয়ে চতুর্থ স্থানে রয়েছে এই ধারাবাহিক। আর পঞ্চমে 'ও মোর দরদিয়া'। মোট প্রাপ্তি ৪.৬ পয়েন্ট। প্রথম পাঁচের তালিকা কিছুটা হলেও স্বস্তিকর। কিন্তু, সেরা দশের শেষ পাঁচটি মেগার নম্বর হু হু করে কমেছে। টিআপরি তালিকার এমন চিত্র বোধহয় আগে দেখা যায়নি। ষষ্ঠে জায়গা করে নিয়েছে একসঙ্গে তিনটি বাংলা মেগা। সেই তালিকায় রয়েছে 'প্রফেসর বিদ্যা ব্যানার্জি', 'রাঙামতি তিরন্দাজ' ও 'কুসুম'। ত্রয়ীর ঝুলিতে এসেছে ৪.৫ পয়েন্ট। লাজুর জীবনের নতুন লড়াই উপভোগ করছে দর্শক। নম্বরের বিচারে সপ্তমে 'কনে দেখা আলো', প্রাপ্তিযোগ ৪.৪। অষ্ঠমে আবার জোড়া সাফল্য। 'প্রতিজ্ঞা' ও 'সংসারের সংকীর্তন' পেল ৪.১ পয়েন্ট। ধারাবাহিকতা বজায় রইল নবমেও। 'কমলা নিবাস' ও 'লক্ষ্মী ঝাঁপি'র ঝুলিতে এল ৩.৬ পয়েন্ট। আর ২.৮ পয়েন্ট নিয়ে দশমে ঠাঁই পেল 'শুধু তোমারই জন্য'।

ক্যাটরিনাকে 'সন্তুষ্ট করতে' রাতভর কী করলেন পত্নীনিষ্ঠ ভিকি?

তারকাদের 'ঘুণ ধরা' দাম্পত্যের ভিড়ে বিরল ভিকি কৌশল ও ক্যাটরিনা কাইফ। গত নভেম্বর মাসেই মা-বাবা হিসেবে জীবনের নতুন ইনিংস শুরু করেছেন সেলেবদম্পতি। সন্তানসুখের পর স্বাভাবিকভাবেই তাঁদের জীবনেও পরিবর্তন এসেছে। তবে এই নতুন ইনিংসের স্বাদ যে ভিকি-ক্যাটরিনা চেটেপুটে উপভোগ করছেন, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। জুহুর বিলাসবহুল সমুদ্রমুখী ফ্ল্যাটে স্ত্রী ক্যাটরিনা কাইফের সঙ্গে কেমনভাবে 'বেবি কৌশল'কে সামলাচ্ছেন ভিকি কৌশল? নিজেদের 'অন্দর কি বাত' এবার নিজেরাই ফাঁস করলেন দম্পতি।বিহানের বয়স এখন সবে পাঁচ মাস। আরপাঁচজন বাবা-মায়ের মতোই খুদের জন্য ভিকি-ক্যাটরিনার রাতের ঘুম উড়ে যাওয়ার জোগাড়! কিন্তু তাতে কি? দাম্পত্য চাঙ্গা রাখার স্ট্র্যাটেজি নিজেরাই খুঁজে বের করেছেন। সন্তান সামলাতে গিয়ে বিনিদ্র রজনী কাটালেও খুনসুটির সুযোগ হাতছাড়া করেন না ভিকি-ক্যাটরিনা। কীরকম? নিজেই অনুরাগীদের সঙ্গে সেই মজার মুহূর্তের ঝলক ভাগ করে নিলেন 'সুপারস্টার' মা। বুধবার রাতে ভিকি তাঁর ইনস্টা স্টোরিতে একটি ছবি পোস্ট করেছিলেন। সেখানেই দেখা গেল, ঘুমে ঢুলু ঢুলু চোখ অভিনেতার। কিন্তু হাতে ধরা স্ত্রী ক্যাটরিনার প্রসাধনী দ্রব্য। তারপর? আসল মজাটা ফাঁস করলেন ক্যাটরিনা কাইফ।স্বামী ভিকি কৌশলের ভাগ করে নেওয়া ছবি পুনরায় শেয়ার করে ক্যাটরিনার মন্তব্য, 'আমি আমার সাধ্যমতো চেষ্টা করলাম, কিন্তু দুঃখের বিষয়, এই প্রোমোশনের জন্য কোনও টাকা পায়নি ভিকি! ঘুমবঞ্চিত বাবাদের জন্য এই প্রোডাক্টটা সেরা।' আসলে ক্যাটরিনার নিজস্ব প্রসাধনী সংস্থা 'কে বিউটি' বর্তমানে বহুল জনপ্রিয়। বলিউডের পর্দা থেকে দূরে থাকলেও এই বিউটি প্রোডাক্টের ব্যবসা থেকেই বর্তমানে কোটি কোটি টাকা আয় করেন সুপারস্টার নায়িকা। আর রাত জেগে স্ত্রী'র প্রসাধনী সংস্থার জন্যেই বিনামূল্যে বিজ্ঞাপন করেছেন ভিকি। যদিও সেটায় আর্থিক লেনেদেনের কোনও বিষয় ছিল না, পুরোটাই বেডরুমের অন্দরে মজাচ্ছলে খুনসুটি করে করা। সেলেব দম্পতির সেই দুষ্টু-মিষ্টি ক্যামেরাবন্দি মুহূর্ত দেখেই আপাতত মন মজেছে নেটভুবনের। আসলে তারকাদের হাঁড়ির খবর নিয়ে অনুরাগীদের কৌতূহল বরাবর। সেলেবপাড়ার অন্দরমহলে কখন, কী হয়? এমনকী তাঁদের শয়নকক্ষের ভিতরের সমীকরণ নিয়েও চর্চা, জল্পনা বিস্তর। এবার লাইমলাইটে ভিকি-ক্যাটরিনার খুনসুটি।

রাঘব চাড্ডার প্রতি সুপ্ত প্রেম

পরিণীতির স্বামীকে নিয়ে স্বপ্ন দেখেছিলেন কোন অভিনেত্রী

তিনি বলিউডের প্রথম সারির জনপ্রিয় অভিনেত্রীর স্বামী। সুখী দাম্পত্যের রঙিন মুহূর্তের নজির প্রায়ই দেখা যায় সমাজমাধ্যমে। ২০২৫-এর দীপাবলিতে দুই থেকে তিন হয়েছেন। একাধিক সাক্ষাৎকারে অভিনেত্রী স্ত্রীর প্রতি ভালোবাসা জাহির করেন। তিনি আর কেউ নন, আপ ছেড়ে সদ্য বিজেপিতে যোগ দেওয়া রাঘব চাড্ডা। বলি ডিভা পরিণীতির স্বামী এই পদক্ষেপ গ্রহণ করতেই সমাজমাধ্যমে একটা বড় অংশের কটাক্ষের শিকার তিনি। শুধু তাই নয়, সোশাল মিডিয়ায় এক ধাক্কায় ফলোয়ার্সের সংখ্যা প্রায় ২০লক্ষ কমে গিয়েছে। কিন্তু, বিবাহিত রাঘব আজও হাজার হাজার নারীর হৃদয়ে বিরাজমান। সেই তালিকায় রয়েছেন 'বিগ বস গার্ল' অর্চনা গৌতম। প্রকাশ্যে মনের কথা বলতে বিন্দুমাত্র বিচলিত হননি। অর্চনা বরাবরই স্পষ্টভাষী ও সাহসী বক্তা।অভিনেত্রীর অকপট স্বীকারোক্তি, এক সময় রাঘব চাড্ডার প্রতি তাঁর ছিল গভীর প্রেম। বলিউডের এক সংবাদমাধ্যমকে সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে অর্চনা বলেন, তএকটা সময় যে আমার ভালোবাসা ছিল, ভীষণ পছন্দের মানুষছিল তিনি বর্তমানে বিবাহিত।দ এরপরই রাঘবের নামোল্লেখ করে জানান নিজের অনুভূতির কথা। সেই সঙ্গে আরও কিছু রাজনীতিবিদের কথা উল্লেখ করে বলেন, তচিরাগ ভালোদ, চিরাগ পাসওয়ানের কথাই বলেছিলেন।নিজের পছন্দ সম্পর্কে অর্চনার সংযোজন, তআমার রাউডি টাইপ ছেলেদের ভীষণ পছন্দ। পুরুষ মানুষের গুণ্ডাভাবটা বেশ ভালোই লাগে।দ নিজের বক্তব্য স্পষ্ট করতে যোগ করেন, তওইরকম গুন্ডা নয়, মানে এমন কেউ যার সামনে কেউ কথা বলতে পারে না।দ অর্চনা মজা করে বলেন, বর্তমানে তিনি নিজেই 'গুন্ডি' হওয়ার দিকে মনোযোগ দিচ্ছেন যাতে মানুষের সুরক্ষাকবচ হিসেবে কাজ করতে পারেন। তাঁর মতে, আজকের দিনে শক্তিশালী এবং নির্ভীক ব্যক্তিত্বের মানুষদেরই বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়।প্রসঙ্গত, অর্চনা গৌতম একজন ভারতীয় অভিনেত্রী, মডেল এবং রাজনীতিবিদ। ২০১৮ সালে 'মিস বিকিনি ইন্ডিয়া' জিতে এবং 'মিস কসমস ওয়ার্ল্ড'-এ ভারতের প্রতিনিধিত্ব করার পর লাইমলাইট ছিনিয়ে নেন। গ্রেট গ্র্যান্ড মস্তি এবং হাসিনা পার্কার-এর মতো বলিউড ছবিতেও কাজ করেছেন। অভিনয়ের পাশাপাশি তিনি রাজনীতিতেও যোগ দেন। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসে যোগ দিয়ে ২০২২ সালের উত্তর প্রদেশ বিধানসভা নির্বাচনে হস্তিনাপুর থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন।

দীর্ঘ চার বছর আইনি গেরোয় সুর চড়ালেন শিল্পার স্বামী রাজ

বিতর্ক যেন কিছুতেই পিছু ছাড়ছে না বলি ডিভা শিল্পা শেট্টির স্বামী রাজ কুন্দ্রার। একের পর এক বিতর্ক যেন একেবারে আষ্টপিষ্ঠে জড়িয়ে ধরেছে। নীল ছবি বিতর্কে ২০২১ সালের জুলাই মাসে গ্রেপ্তার হন শিল্পার স্বামী রাজ। দু' মাস হাজতবাসের পর জামিন পান তিনি। স্বাভাবিকজীবনে ফিরলেও প্রকাশ্যে মুখ দেখাতেন না। ঘরের বাইরে পা রাখলেই মুখে থাকত মাস্ক। ২০২৪ সালে সেই ঘটনায় মুম্বই এবং উত্তরপ্রদেশের ১৫টি এলাকায় চিরুনি তল্লাশি চালায় এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টোরেটের তদন্তকারীরা। বাদ যায়নি রাজ কুন্দ্রা-সহ সংশ্লিষ্ট মামলায় জড়িত বাকিদের বাসস্থানও। 'হটশটস' নামে এক প্রাপ্তবয়স্কদের অ্যাপ খোলার জন্যই হাজতবাস হয়েছিল রাজের। দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা এই মামলায় আদালত তাঁকে পুরোপুরি স্বস্তি দেয়নি। এখনও রায় ঘোষণা করেনি আদালত। দীর্ঘ চার বছর একটানা এই ঘটনায় 'বিরক্ত' রাজ। সম্প্রতি রাজের আইনজীবী প্রশান্ত পাটিল এই মামলায় চূড়ান্ত যুক্তি পেশ করেছেন। এর পরেই সোশ্যাল মিডিয়ায় রাজের কড়া বার্তা তএই মামলায় নিম্ন আদালতে চার বছর কেটে গেল। আজ আমার আইনজীবী প্রশান্ত প্রশান্ত পাটিল সবরকম যুক্তিতক্কো শেষ করেছেন। আমি সর্বদা সত্যের পক্ষে। যদি আমি দোষী হই আমাকে শাস্তি দিন। যদি না হই, তবে আমাকে অব্যাহতি দিন।

আমার স্বাধীনতা এবং যে সম্মান নিরন্তর সংবাদমাধ্যমে বিকিয়ে যাচ্ছে দয়া করে তা ফিরিয়ে দিন। বিচারের সময় বিলম্ব হওয়ার অর্থ যাথাযথ বিচার না পাওয়া।'২০২১ সালের ১৯ জুলাই মুম্বাই ক্রাইম ব্রাঞ্চ একটি অভিযোগের ভিত্তিতে রাজ কুন্দ্রাকে গ্রেফতার করে। অভিযোগ ছিল, তিনি একটি নীল ছবি চক্রের সঙ্গে জড়িত। পুলিশের দাবি অনুযায়ী, তিনি এই চক্রের 'মূল ষড়যন্ত্রী' এবং অর্থের বিনিময়ে মোবাইল অ্যাপের মাধ্যমে প্রাপ্তবয়স্ক কনটেন্ট তৈরি ও বিতরণ করতেন। তদন্তকারীরা জানান, স্থানীয় নিয়মকানুন এড়াতে ভিডিওগুলি ভারতে শুট করা হলেও বিদেশের প্ল্যাটফর্মে আপলোড করা হত। পুলিশ আরও জানায়, রাজের সঙ্গে এই কাজে একাধিক ব্যক্তি জড়িত ছিল। প্রসঙ্গত, সম্প্রতি এক ব্যবসায়ীর দায়ের করা ষাট কোটি টাকার প্রতারণা মামলায় ফের সংবাদের শিরোনামে রাজ কুন্দ্রা। একটু পিছন ফিরে তাকালে মনে পড়ে যায় দুই বছর আগে বিটকয়েন তদন্তেও জড়িয়েছে তাঁর নাম।

সেন্সরের কোপে সঞ্জয়ের 'আখরি সওয়াল'-এর ট্রেলার মুক্তি

বিতর্ক যেন কিছুতেই পিছু ছাড়ছে না সঞ্জয় দত্তর। কন্নড় মুভি 'কেডি দ্য ডেভিল'-এর হিন্দি ভার্শনে নোরা ফতেহির সঙ্গে সঞ্জুবাবার 'সরকে চুনর তেরি সরকে' গান নিয়ে বিতর্কের জেরে মহিলা কমিশনের চিঠি পেয়েছিলেন। কমিশনে হাজিরা দিয়ে সমাজকল্যাণ ও নারী ক্ষমতায়নের দিতে তাকিয়ে ৫০ জন আদিবাসী শিশুকন্যার শিক্ষার ব্যয়ভার বহনের প্রতিশ্রুতিও দিয়েছেন 'খলনায়ক'। এবার সমস্যার বেড়াজালে সঞ্জয়ের আসন্ন ছবি 'আখরি সওয়াল'। হনুমান জয়ন্তীতে প্রকাশ্যে এসেছিল সিনেমার টিজার। ৩০ এপ্রিল মুক্তি পাওয়ার কথা 'আখরি সওয়াল'-এর ট্রেলার। কিন্তু, লেটেস্ট রিপোর্ট অনুযায়ী, ট্রেলার মুক্তির জন্য সেন্সরের অনুমোদন মেলেনি। সাম্প্রতিক এক প্রতিবেদনে প্রকাশিত খবর অনুযায়ী, সিবিএফসির অনুমোদন না পাওয়ায় নির্ধারিত দিনে ট্রেলারটি মুক্তি সম্ভব নয়। সূত্রের খবর, অভিজিৎ মোহন ওয়ারাং পরিচালিত 'আখরি সাওয়াল'-এ বেশ কিছু পরিবর্তনের নির্দেশ দিয়েছে সেন্সর। পরিবর্তিত কনটেন্ট দেখে ট্রেলার মুক্তির ছাড়পত্র দেবে সিবিএফসি। তবে নতুন মুক্তির তারিখ এখনও ঘোষণা করা হয়নি।টিজার মুক্তির পরই দর্শকদের মধ্যে ট্রেলার নিয়ে প্রবল উত্তেজনা তৈরি হয়েছিল। কিন্তু, এই খবর সঞ্জয় দত্তের ভক্তদের হতাশ করবে সে কথা বলার অপেক্ষাই রাখে না। কী কারণে ট্রেলার মুক্তিতে স্থগিতাদেশ জারি করল সেন্সর বোর্ড? অনেকেই মনে করছেন, টিজারে রাজনৈতিক উস্কানির কারণেই ট্রেলার পুনর্নির্মানের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ইতিহাসের পাতা থেকে সংগৃহিত তথ্য এবং বেশ কিছু বিতর্কিত বিষেয়র উপর আলোকপাত করেছে 'আখরি সওয়াল'।

সম্পাদক ঃ মানস কুমার দাস । সংবাদ নয়া জামানার পক্ষে প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী মানস কুমার দাস কর্তৃক ১০৯,মেঘনাথ সাহা সরণী, নিউ ব্যারাকপুর,কলকাতা -৭০০১৩১ থেকে ডিজিটালি প্রকাশিত।